সচিত্র

সিন্ধুবর্ণন কাব্য।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণেতা- ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ নাটক।

প্রকাশক

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

PRINTED BY N. M. DASS, AT THE BENGAL PRESS,
75, CORNWALLIS STREET,
CALCUTTA.

১৩১২।

গুরুবন্দনা পত্র।

অস্তিগ্রামঃ ভট্টপল্লী গঙ্গাকূলোপরিস্থিতঃ।
ক্রোশমাত্র সুবিস্তীর্ণঃ গুরুমণ্ডল মণ্ডিতঃ॥
তথা বসতি যোদেবঃ ন্যায়াদি শাস্ত্র পারগঃ।
শিষ্যবৃন্দৈঃ সদা পূজ্যঃ ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠবৎ॥
অয়ংচূড়ামণী পুত্রঃ যজ্ঞপতির্নামধৃক্।
তেজসি শঙ্করৈঃ তুল্যো বুদ্ধৌ বৃহস্পতির্যথা॥
ভজ জীব নিত্যং তং দেবং, বাঞ্ছসিচেৎ পরম্ পদং
তচ্চরণে মনঃস্থাপ্য, অহোরহ একাগ্রতঃ॥

বিজ্ঞাপন



সচিত্র সিন্ধুবর্ণন-কাব্যের পূর্ব্বার্দ্ধ প্রকাশ হইল, উত্তরার্দ্ধ কবে প্রকাশ হইবে বলিতে পারি না ; তবে যদি ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকাশ করিতে ক্ষমবান্ হই, তাহা হইলে তাহাতে প্রথমে সিন্ধুর বিবাহ বর্ণন ও অন্য অন্য বিষয় যাহা বলিতে হইবে তাহার, কিছু কিছু আভাস তৃতীয় তরঙ্গের একাদশ, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে রহিল। এইমাত্র পাঠক সমীপে নিবেদন করিতে পারি।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থ কল্পনা।

প্রথম তরঙ্গ।

সিন্ধুনদ যাহার উদ্দেশ করিয়া এই গ্রন্থখানি কল্পিত হইতেছে, আমাদের শাস্ত্রমতে শোণভদ্র, অন্য নদের ন্যায় ব্রহ্মার পুত্র ও পাবন বলিয়া বিখ্যাত, কাজে কাজেই আর্য্যগণ মধ্যে পূজনীয় "শোণসিন্ধু হিরণ্যাক্ষ্য কোক লাহিত্য ঘর্ঘরঃ। শতদ্রুশ্চ নদাঃ সপ্ত-পাবনাঃ ব্রহ্মণঃ সুতা।" ভারতবর্ষকে সপ্তনদ দেশ বলিয়া বহুকাল হইতে পারস্যদেশবাসীরা অবগত আছেন, এই জন্য হিন্দুস্থানকে 'হপ্ত্ সিন্দ' অর্থাৎ সপ্তনদ দেশ বলিয়া থাকেন। সে কি এই উপরোক্ত সাতটী নদ ?। সে যাহা হউক এই সাতটী নদ মধ্যে সকল গুলীর আধুনিক নাম কি ও কোথায় বা প্রবাহিত, সকল পণ্ডিতগণও জানেন কি না— সন্দেহ ; কারণ আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া সকলের বিষয় জানিতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই ; শোণ, সিন্ধু, লাহিত্য, ঘর্ঘর ও শতদ্রু এই পাঁচটীকে অনেকে জানেন ; লাহিত্য ব্রহ্মপুত্রকে কহিয়া থাকে। হিরণ্যাখ্য ও কোক কোথায় তাহাদের আধুনিক নাম কি যদি কেহ জানেন

অনুগ্রহ করিয়া অবগত করাইলে সাধারণে বাধিত হইবেন বলা বোধ করি অত্যুক্তি নহে।

সিন্ধুনদ রাবণহ্রদ হইতে দুইটী স্রোতে উত্থিত, দুইটী শাখার মধ্যে একটী তিব্বৎদেশ, অন্যটী ভারতের অন্তঃসীমা দিয়া 'বুনযই' নামক স্থানে পুনর্ম্মিলিত হওতঃ ভারতবর্ষে যাহাকে প্রদীপের ন্যায় আকৃতি করিয়া বর্ণিত হইয়াছে প্রবাহিত। বিধাতা যেন এই দুইটী শাখাকে চিরকাল হিমালয়গিরির চরণ ধৌত করিবার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তিব্বৎ দেশস্থ শাখাকে ছোট সিন্ধু ও ভারতস্থিত শাখাকে বড় সিন্ধু বলিয়া তন্নিকটবাসিদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। রাবণহ্রদ মানসসরোবরের পশ্চিমাংশে ও কৈলাসগিরির পূর্ব্বাংশে স্থিত। মানচিত্র দর্শনে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এই কাব্য-প্রবন্ধের নায়ক সিন্ধুনদ, নায়িকা অর্থাৎ তস্য স্ত্রী, পাঞ্জাবের তিনটী নদী যথা বিতস্তা (ঝিলম) চন্দ্রভাগা (চুনাব) ইরাবতী (রাভি)। বিপাশা (ব্যাস) সিন্ধুভগ্নি বলিয়া কল্পিত. আর শতদ্রু অগ্রে বলা হইয়াছে ব্রহ্মার পুত্র, এজন্য সিন্ধুনদ ভ্রাতা, সুতরাং সুচতুর পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আমি বিপাশাকে ভগ্নি বলিয়া কল্পনা করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে এক বংশে জন্মগ্রহণ না করিলে কখন কি কাহার শরীরস্থ শোণিত এক জাতীয় হয়? এইজন্য আয়ুর্ব্বেদ মতে সিন্ধু, শতদ্রু ও বিপাশার জলের দোষ গুণ এক জাতীয় স্থির হইয়াছে, যথা "শতদ্রোর্বিপাশা যুজঃ সিন্ধুনদ্যাঃ সুশীতলং। লঘুস্বাদু

সর্ব্বাময়ঘ্নং। জলং নির্ম্মলং দীপনং পাচনঞ্চ, প্রদত্তেবলং বুদ্ধি মেধায়ুষঞ্চ ॥" ।সন্ধুনদের তিনটী মহিষীর মধ্যে প্রথমা বিতস্তা তাহারি গর্ব্ভে দুইটীমাত্র পুত্র জন্মে 'হরো' ও 'সোহান' এই দুইটী ক্ষুদ্র নদ, সিন্ধু ও বিতস্তা মধ্যস্থিত দেশ যাহাকে "শঝ" বলে তথায় প্রবাহিত হইয়া উভয়ে সিন্ধুনদে মিলিত। চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী বন্ধা অর্থাৎ কোন সন্তানাদি হয় নাই। ব্রহ্মার দুই মহিষী সাবিত্রী ও গায়ত্রী, পূর্ব্বোক্ত সাতটী নদ ও সরস্বতীনদী সাবিত্রা সন্তান, সাবিত্রী সূর্য্য-কন্যা। ব্রহ্মা অতি সমারোহ করিয়া সরস্বতীর বিবাহ যমরাজার সহিত দেন সেই সময় হইতে বেদাদি মর্ত্ত্যলোকে উদিত।

সিন্ধুনদ কলি আগমনে ভীত হইয়া ধবল সুমেরু পর্ব্বত যাহা এস্থলে অশ্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে, আরোহণ করত ভারত পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে চেষ্টা পাই-তেছেন। তাহার নিতম্ব দেশ বুনয়ই আসনে স্থিত, ছোট সিন্ধু বড় সিন্ধু চরণযুগল সুমেরু অশ্ব পার্শ্বে দোদুল্যমানা। অটক হইতে সিন্ধুর বক্ষদেশ কম্পিত, যে স্থানে ম্লেচ্ছ-নদ লুণ্ডা আসিয়া তাঁহাকে শেল ভেদ করিয়া বিদীর্ণ করিয়াছে। আমাদের রাজপুরুষেরা সিন্ধুর সেই শেল-বিদীর্ণ কষ্ট দূর করিবার মানসে তথায় অস্তর করেন, অর্থাৎ টনোস খনন করেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

এই তরঙ্গে অবধুত সন্ন্যাসীদের বিষয় লিখিত হইয়াছে, যাহাদের সহিত আলেকজণ্ডরের তক্ষশিলা নগরীতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অটকে সিন্ধুকূলে বসিয়া বীরচুড়ামণি আলেকজণ্ডরের ভারত আক্রমণ স্মরণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে দিগম্বর সন্ন্যাসীদের কথা মনে পড়ে, কারণ তক্ষশিলা নগরী এই স্থান হইতে নিকট। আমাদের দেশের পুরাণাদিতে উহার কিছু বর্ণনা নাই এই জন্য যবনউক্ত পুরাণ 'হুপোশাস্ত্র' সিন্ধুকে শ্রবণ করাইবার ছলে তাহা বর্ণন করা হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা শুকদেব গোস্বামী অবধূত ছিলেন। একাদশ স্কন্দে পৃথক পৃথক দুইটী অবধূতদের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে নবযোগীন্দ্র উপাখ্যানটী বড় জ্ঞানপূর্ণ। অবধূতেরাই দিগম্বর সন্ন্যাসী।

তৃতীয় তরঙ্গ।

কলি আগমনে ভীত হইয়া সিন্ধুনদ সকলকে পরিত্যাগ করত স্বর্গারোহণ করিতেছেন, পরিবারবর্গ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার যুগল হস্ত ধারণ করিয়াছে। আমাদের রাজপুরুষেরাও কেমন করিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া সকলকে লোহার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা না হইলে সিন্ধু নদের সহিত পাঞ্জাবের সকল নদ নদী গুলি সেতু দ্বারায় বদ্ধ কেন?।

'মিঠান কোট' ও 'রাজনপুর' সিন্ধুর স্কন্ধদেশ, 'ভাওলপুর' ও 'মুলতান' হস্তদ্বয়, 'রোরি' গলদেশ, 'করাচি' সিন্ধুর কর্ণ। 'ফিলোর' শতদ্রু-কণ্ঠ, 'লাহোর' ইরাবতী বক্ষঃস্থল।.

সিন্ধুর সহিত প্রথমে গিরিকন্যা বিতস্তার বিবাহ হয়, পরে চন্দ্রকন্যা চন্দ্রভাগার সহিত স্বয়ম্বরা। ইরাবতীর জন্ম, মঙ্গল কর্তৃক পাত্র অন্বেষণ, সিন্ধু সহিত ইরাবতীর বিবাহ দিতে ব্রহ্মার সম্মতি। নারদের নিমন্ত্রণ করিতে যাত্রা ও প্রত্যাগমন।

চতুর্থ তরঙ্গ।

নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যাগমনকালে নারদের কন্যা দেখিতে লালসা। ইরাহ্রদ দর্শনে নারদের ভ্রান্তির পর ভ্রান্তি। ইরাহ্রদ তীরে যক্ষরাজ কুবের ও যক্ষরাণী চামুণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ ও বরযাত্র ও কন্যাযাত্র-বাসা সম্বন্ধে কথোপকথন, যমরাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসা না আসার প্রতি সন্দেহ।

পঞ্চম তরঙ্গ।

ভূমি-পুত্র মঙ্গল যমরাজকে নিমন্ত্রণ করিতে গমন-সময়ে কুবেরকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করেন, সেই হেতু যক্ষরাজ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হওয়ায়, যমপুরী

ও যমসভা রাত্রিযোগে দর্শন করেন, তথায় যে কিছু কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সে সময় মন্ত্রিবর চিত্রগুপ্ত যম-রাজকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না যাইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। যমদূতদের বিষয় বর্ণন করিতে করিতে কুবের তাহাদের কর্ণস্থিত বাণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হন। নারদ এই উপলক্ষে, মৃত্যুশ্বরের ব্যবহার কহিতে কহিতে, প্রেততত্ত্ব বর্ণন, গয়া-মাহাত্ম্য, যমদূত কর্ত্তৃক প্রেতের প্রতি পীড়ন কথন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

চামুণ্ডার অনুরোধে নারদের প্রেতের প্রতিপীড়ন কথন, বিশেষ যাহা নারদ পাতালপুরি নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। যমালয়ে যম কর্ত্তৃক প্রেতের বিচারপ্রণালী। মহামায়া কর্ত্তৃক প্রেত উদ্ধার। নারদের যমরাজ প্রতি তিরস্কার ও হরির যমদণ্ড আজ্ঞা। ইরাহ্রদ মাহাত্ম্য। বরযাত্র আগমন সংবাদ।



সিন্ধু বর্ণন।

প্রথম তরঙ্গ

১

সিন্ধু * তুমি স্রোতরাজ পরম আরাধ্য,
অভিলাষ মম হৃদে পূজি তব পদ :
সে কোথায় হিমালয় গমন অসাধ্য
পুষ্পাঞ্জলি কোথা রাখি বল ওহে নদ !

২

"ছোটসিন্ধু" "বড়সিন্ধু" চরণ যুগল
স্থাপিত রাবণ হ্রদে কৈলাস সমীপে।
"বুনযই" কটিতটে মিলিত হইল
বহিল অনন্ত স্নেহ ভারত প্রদীপে—

* শোণসিন্ধুহিরণ্যাখ্যকোকলোহিত্যঘর্ঘরঃ।
শতদ্রুশ্চ নদাঃ সপ্ত পাবনাঃ ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ॥
ইতি স্মৃতিঃ।

৩

তোমরত নয় একা তোমরত নয়
পরিজন মিলি সবে স্নেহ উপচয়।
শতদ্রু সহ বিপাশা, ব্রহ্মার তনয়!!
ইরাবতী চন্দ্রভাগা, বিতস্তা কি নয়?

৪

রাজনীতি ধর্ম্মনীতি ভক্তি তত্ত্ব ন্যায়
ছিল যে ভারতদ্বীপে পুরাতন বাতি।
আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ জ্যোতিষ বিদ্যায়
বল সিন্ধু কে পাকালে বিনা আর্য্যজাতি?

৫

"সূর্য্যবংশ" "চন্দ্রবংশ" প্রজ্জ্বলিত শিখা
জানিলেক ব্রহ্মকুল বেদপাঠ করি।
এইত বৃত্তান্ত সব শাস্ত্রে আছে লিখা
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের বিশ্ব অন্ধ হরি॥

৬

"গোমেধ" মুনির নাম মূল্যময় অতি
পেতনা কি তব গর্ভে লোক ঝুড়ী ঝুড়ী?
বিপদে পড়েছ সিন্ধু নাহি আর গতি
সময় গুণে ভরা ঐ, নোড়া আর নুড়ী॥

৭

ঘোড়াগুলি হৃষ্টপুষ্ট কালো আর শাদা
দেখিলেই বোধ হয় বাণেশ্বর-দাদা ।
পূজা নাই যত্ন নাই গায়ে লাগা কাদা
রাজপথ সংস্কারে আছে গাদা গাদা ॥

৮

নুড়ীগুলি নানাবর্ণ মনোহর অতি
শালগ্রাম ভগ্নী বলি হয় না কি ভ্রম ?
কর্ম্মক্ষেত্র ভাই পূজা বুনের দুর্গতি
বিষণ্ণা মলিনা ধনি যেন হীন পতি
জ্বলিবে জ্বলিবে দেশ, চলিবে না ক্রম ।

৯

অটক হৃদয় তব আটক হিন্দুর, *
লুণ্ডা † আসি বিন্ধিয়াছে শেল ভেদ করি ।
এ জন্য কি বারি তার ঈষৎ সিন্দুর ?
কি যাতনা পাইতেছ দুঃখে আহা মরি !!

---

*কর্ম্মনাশাজলস্পর্শাৎ করতোয়াবগাহনাৎ
গণ্ডকীবাহুতরণাৎ সিন্ধোঃপরিগমস্তথা ।
ইমং কর্ম্ম দ্বিজকুর্ব্বন্ পুনঃ সংস্কারঃ অর্হতি

† লুণ্ডা Local name of Cabul river.

অথবা ক্ষত্রিয়রক্ত এমনি কি শক্ত
দ্রব না হইল এবে এত দিন হলো ?
লুণ্ডা গর্ভে মলো বীর বারি রক্তারক্ত !!
ভারত লুঠীতে যবে ম্লেচ্ছজাতি এলো।

১১

ঐ তো সেই "খাইবার" * খাইবারি তরে
ভুলায়ে আনিলা "পাল" রাজা অনুবংশ।†
পিতৃদুর্গ ‡ ওহে রাম ¶ উপলক্ষ করে,
লোকত পরত বলি ? ক্ষত্রিকুল ধ্বংস !! ।।

---

† এ ঘটনাটী তৎকালিন লাহোরের রাজা "জয়পালের" ঘটিয়া ছিল। তিনি "শবকটাজিনের" ভারত আক্রমণ রক্ষা করিতে গিয়া "খাইবারপাশ" মধ্যে সসৈন্যে সবান্ধবে আহত হন এমন কি একটী লোকও রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। শুনা যায় তাঁহাদের দেহগুলি লুণ্ডা গর্ভে নিক্ষেপিত হয়। জয়পাল রাজা যযাতি-পুত্র অনুবংশ হইতে উদ্ভব।

* খাইবারপাশ ইহারি মধ্যে আলিমশজিদ নামে দুর্গ কথিত আছে। যে পুরাকালে এই দুর্গটী জমদগ্নি পুত্র পরশুরামের ছিল।

‡ পিতৃদুর্গ অর্থাৎ "জমরুদ" এটা জমদগ্নি কথার অপভ্রংশ কথা মাত্র, যেরূপ পেশাওর পরশু সহরের অপভ্রংশ। "জমরুদ" খাইবারপাশের সম্মুখ স্থিত, পেশোয়ারের নিকট।

¶ ওহে রাম এখানে পরশুরাম বুঝিতে হইবে।

১২

পরশু সহর কালে হলো পেশওয়ার
জমদগ্নি "জমরূদ" জনশ্রুতি শুনি ;
আলিমশজিদ যাহা স্থিত "খাইবার"
ছিল সে "পরশুগড়"*—দুর্গ বড় খুনি ।

১৩

কোথায় সে "পুষ্কল" কোথা "তক্ষশীলা" †
পাইল ভরত পুত্র সামরাজ্য ভাগে ।
"অনাদি নিধন কাল" জলাঞ্জলি দিলা
মানব মহিমা বল আর কোথা লাগে ॥

* পরশুরাম ভারত নিক্ষত্রি করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন ।

† "ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষপুষ্কলাবেবচ" ।
"নিহত্য গন্ধর্ব্বস্থুতান্ দ্বে পুরে বিভজিষ্যতঃ" ॥
ইতি রামায়ণং ॥

রামায়ণে লিখিত আছে যে সিন্ধুকুলবর্ত্তী দুইটী দেশ ভরতের পুত্রদ্বয় "তক্ষ" ও "পুস্কল" প্রাপ্ত হন। তাঁহারা নিজ নিজ রাজধানী স্ব স্ব নামেতে বিখ্যাত করেন। যখন গ্রীসদেশবাসী মহাবল পরাক্রান্ত আলেকজনডর ভারত আক্রমণ করেন তখনও তক্ষশীলা অতি সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। সে সহর কোন স্থানে ছিল এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। জেনারল "কনিংহাম" সাহেব বলেন "সাঢেরী" নাম্নী যে এখন একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ক্যাম্বলপুরের নিকট-বর্ত্তী আছে সেই প্রাচীন তক্ষশীলার যথার্থ ভূমি ; কিন্তু বিশেষ অনু-সন্ধান করিয়া দেখিলে সোহান নদকুলবর্ত্তী "তকৎপড়ি" নামক যে একটী

১৪

শস্ত্রবিদ্যা বিশারদ রাজা যে ইংরাজ,
হরিতে তোমার কষ্ট করুণাকাতর,
নিচে সুড়ং চালাইল কি ব্যুৎপন্নরাজ*
"অটক" টনেল নামণ† খ্যাত চরাচর।

১৫

ও ব্যথিত বক্ষে তব না বহিত তরি,
নৌকাশ্রেণী সেতুবন্ধ গরজত ভারি ?
হস্তী অশ্ব টনেলেতে যাইত উতরি
প্রতিফল দিলা কিনা তাহে ভরি বারি ?

প্রাচীন গ্রাম আছে সেই যথার্থ তক্ষশীলা অথবা তক্ষপুরী বলিয়া বোধ হইবেক। "তকৎপড়ি" কথাটী তক্ষপুরীর অপভ্রংশমাত্র তথাকার অধিবাসীরা বলেন যে বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহাদের গ্রামটী বড় ভারী সহর ছিল। বিশেষ ভারত-মানচিত্র যাহা গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতেরা প্রকাশ করেন তাহা দেখিলে বোধ হয় "তক্ষশীলা" নগরীটী সিন্ধুনদের ও বিতস্তা নদীর মধ্যস্থিত। বিতস্তা যে পশ্চিমদিগ্ ত্যাগ করিয়া এখন পূর্ব্ব কুলে প্রবাহিত তাহা "সাদরা" প্রভৃতি স্থান দেখিলেই বোধ হয়। যাহা হউক পণ্ডিতবর্গের স্যগোচারার্থে আমি এই "তক্ষশীলা" বিষয়টী নিবেদন করিলাম।

ষষ্ঠ খ্রীষ্টীয় শতাব্দির প্রারম্ভে চীনদেশ হইতে "ফিহান" নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারত তীর্থ যাত্রায় আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি তিনি সব লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে তিনি তিন দিবসে "কেটাশ" হইতে "তক্ষশীলায়" পৌছিয়াছিলেন। এখনও সে প্রাচীন রাজপথ বিদ্যমান আছে; তাহা দিয়া লোকে অদ্যাবধি পদব্রজে "রাওলপিণ্ডি" হইতে "কেটাশ" ও "পিণ্ডিদাদন খাঁয়" গমন করে। "কেটাশ" হিন্দুদিগের তীর্থস্থান তথায় ভক্ত-প্রহ্লাদের বাক্য রক্ষা হেতু ভগবান নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

* রাজমিস্ত্রী—ইঞ্জিনিয়ার। Engineer. † Attock Tunnel.

১৬

শিরোধার্য্য করিবারে টনেল সৃজন
ব্রিটিশ্ সিংহ্ রাগাইয়া পদতলে গতি।
রেলগাড়ী যাবে শীঘ্র সেতু আয়োজন
অবসান কালে বুঝি হলো এ দুর্ম্মতি ?

১৭

পাইয়াছে অস্তি এক প্রশস্ত এবার
নির্ম্মাণ হইছে স্তম্ভ বিশাল উপরি।
পেতে রেল যাবে গাড়ী কথা নাহি আর
নিজ বুকে নিলে শূল অপরাধ করি ॥

১৮

শরতের সমাগমে কিরূপ ধরেছ,
জলধিকে জলদানে দুর্ব্বল কি নয় ?
অস্থিচর্ম্ম "অবনার" প্রকাশ করেছ
বালুকায় পাথরেতে যথা দৃষ্ট হয়।

১৯

মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্মস্রোত কি ভাবে আসিছে
গতিরোধ পাথরেতে হ'য়া জন্য দুঃখে ;
উথলি উঠিয়া জল পুষ্প প্রকাশিছে
আহা, পর, পরমালা, বুকে মনসুখে।

২০

উৎপাটিত স্তনদ্বয় ঘুর্ণাবর্ত্তদহ
"কামালিয়া" "জালালিয়া" পীর নিকেতন।
মুসলমানী বেগ হৃদে কবেতে রাখহ
হারায়েছ যবে নাকি স্বাধীনতা ধন ?

২১

মানব হৃদয়ে বেগ বহে দুই ঘন
সুমতি কুমতি নাম পরম্পরা লোকে।
বিধাতা দিলেন তাই, পরক্ষিতে মন
জীবযাত্রা সত্যপূজে না যায় নরকে ॥

২২

ভয়ানক দুটীদহ নাবিক আতঙ্ক
পীরজীর প্রাদুর্ভাবে ভীষণ তরঙ্গ।
পারাবার যেতে হলে জল হয় অঙ্গ
পুরুরাজ তাই নাকি রণে দিল ভঙ্গ ?

২৩

তখন কোথায় ছিলো তখন কোথায়,
"কামালিয়া" "জালালিয়া" যবন আক্রমে।
গ্রীসবাসী সেকেন্দার তোমারে লঙ্ঘায়
পীরনিকেতন তবে লোকে বলে ভ্রমে ।।

২৪

ওরা কে গো দস্যু নাকি ? বল সত্য করি
গুপ্তভাবে থাকে হ্রদে হয় অনুমান।
জলপথে "তকিয়ায় *" নামেতে প্রহরি
তরিসহ ডুবাইয়া বধে পান্থ প্রাণ ॥

২৫

অন্তরীক্ষে হলো তদা মহা এক নাদ
"পিতৃহত্যা করা হেতু নিক্ষেপিত হ্রদে।
"স্বজন বান্ধব তার তুলিলেক দাদ"
"কামাল"জামাল"যদা বধে পিতা ক্রোধে।

২৬

ডাঙ্গায় রামের বাস, মাতৃ হত্যা কার?
জলেতে ভায়ের বাস, পিতৃহত্যা কার ?
ডাঙ্গাজলে নাহি রলো আর্য্য অধিকার
গেলে পারে এই হেতু পুনঃ সংস্কার ॥

২৭

লঙ্কা সোনা ভরা খালি শুনি সদাগার
কষ্টে শ্রেষ্ঠে পৌছিলেক সিন্ধুকুল ধার ;
দস্যু ব্যাঘ্র তথা শুনি ভয় হয় তার
তখন সে মনে করে নাহি যাব পার।

* তকিয়া—এ প্রদেশে রাজপথে আড্ডাধারি থাকে, তাহারা এক
দোকলার মা বাপ।

২৮

ভীষণ গভীর শব্দ করে ঝর ঝর
নিমিষেতে দেশ বুঝি হইলো প্লাবিত।
যোজনান্তে শুনি তব হৃদি থর থর
নিশীযোগে কুলবাসী, ভয়েতে কম্পিত॥

২৯

এখন ঘুমায় আর্য্য জাগ্রত করিবে ?
কুম্ভকর্ণ মত নাকি অকালে বধিবে ?
জাগিবে সে উঠিবে সে নিশ্চয় দেখিবে
প্রাপ্য গণ্ডা কড়া ক্রান্তি বেশ বুঝে নিবে॥

৩০

বেদাদি পুরাণ তন্ত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র আর
লিখিল যে আর্য্য জাতি আদি তিন যুগে।
হয়ে ক্লান্ত কার্য্যশ্রান্ত চেষ্টাশূন্য তার
মন সুখে নিদ্রা যায় শেষ কলিযুগে॥

৩১

বিশেষ সুঁপিল বিধি ইংরাজেরি করে
যে কিছু আছয়ে বাকি আর্য্য ধন প্রাণ।
নির্লোভি নিস্বার্থ তাঁরা সদা রক্ষা করে
তবে কেন ভাব তুমি নাহি জাতি ত্রাণ ?

৩২

"অটক"* হতে "হজ্‌রো" স্থিত তব কূলে
অস্থির সকল লোক "ছোয়াটীর" ভয়ে।
ধরে লয়ে যেত পারে যে ব্যাড়াত ভুলে
ছাড়িত তখন তারা টাকা গুণে লয়ে ॥

৩৩

টাকা না পাইলে বধ করিত নিষ্ঠুর
ব্রিটিশ্ সিংহ নাদে তারা, সব গ্যাছে দূর।
এক ঘাটে জল খায় ছাগল কুকুর
সঙ্গহীন বঙ্গবাসী দেখে বসে দূর ॥

৩৪

ব্যবস্থা নিয়মরূপ ‡ প্রসিদ্ধ ঔষধি
তিরোহিত করিবারে সংসারেরি রোগ।
কত বিষ খেলে আর্য্য না হয় অবধি
নাড়ি দেখে ধাতু বুঝে হচ্ছে না প্রয়োগ ?

অটক এবং হজ্‌রো দুইটী ক্ষুদ্র সহর সিন্ধুকূলবর্ত্তী।
ছোয় াটী—ছোয়াট দেশবাসী।

‡ নিয়মেন বিনা রোজ্ঞো মানবা ধনলোলুপাঃ।
মিথ্যাতে বিবদিষ্যন্তি গুরুস্বজনবন্ধুভিঃ ॥

৩৫

সে দোষ রাজার নয় খালি কর্ম্ম ভোগ *
মতান্তরে বোধ হয় বিদ্‌ঘূটে রোগ ।
"এলোপ্যাথি" হুমপ্যাথি, খালি গোলযোগ
"কানশর ভেটিব", বা"লিবারল" হোগ ॥

৩৬

ধবল সুমেরু অশ্ব উঠিছে গগনে
বসে নাকি তদোপরি, ত্যজিতে অবনি ?
থাক সিন্ধু থাক তুমি পরিজন সনে
ভারত ছাড়া হতে হে !! না দিব কখনি ॥

৩৭

ভারতের তোমা হতে গ্যাছে নিজনাম
নৈলে কেন বলে সবে দেশ হিন্দুস্থান ।
সিন্ধুহতে হিন্দু হলো পণ্ডিত বিধান
বাপ-দাদা নাম গিয়ে আধুনিক মান ॥

ব্যত্রিযুক্তি তদা দেবি ! স্বার্থিনো বিত্তহেতবে ।
পাপাশ্রেয়া ভবিষ্যন্তি হিংসয়াচ জিহীর্ষয়া ॥
ইতি তন্ত্রং ।

*যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতো যথাব্যাধি চিকিৎসিতঃ ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ ॥
ইত্যা আয়ুর্ব্বেদঃ ।

৩৮

ইণ্‌ডস্‌ তো তোর্‌ নাম দেশ দেশান্তরে
সেই নামে ইণ্‌ডিয়া যবন জবান;
ভারতীয় আর্য্যাবর্ত্ত নাম কেবা ধরে
ধন্য খ্যাত স্বনামেতে পুরুষ প্রধান।

৩৯

ভারতের দু সীমায় দুই তীর্থধাম
প্রজারক্ষা করিবারে, ম্লেচ্ছ নাহি হয়
তাঁকে তুমি জান সিন্ধু? ব্রহ্মপুত্র নাম,
লজ্জাপায় জাতিভ্রষ্ট দিতে পরিচয়।

৪০

বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ নন্দে পিতা কয়
ইংরাজ ও ভ্রষ্ট আর্য্য যীশু দো'ই দেয়।
তোমার কি ভয় সিন্ধু তোমার কি ভয়
বলে ফেল একথানা যা হয় তা হয়* ॥

* আর্য্যজাতির মূলধর্ম্ম বেদ অথবা তদ্‌শাখা বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং "যেন্দা-বেস্তা" ধর্ম্ম বম্বে নগরীর পারসীরা এখন পর্য্যন্ত যাহার অনুবর্ত্তী তাহাও আর্য্য বংশোদ্ভবদিগের ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ইংরাজেরা যাহারা আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, অবস্থা এবং কর্ম্ম গতিকে নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া "সেমেটিক" জাতির ধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে দৃষ্টি করিলে পাঠকগণ বিশেষ বুঝিতে পারিবেন। ইহা পণ্ডিতবর "মক্ষমূলর" সাহেবের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সংগৃহীত হইল।

৪১

তোর দোষ নাই সিন্ধু তোর দোষ নাই
মনে কষ্ট হয় বলে শ্লেষ বাক্য বলি ;
অপরাধ করিয়াছি শত ক্ষমা চাই,
তব পদে প্রণিপাত হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥

৪২

চঞ্চল মানব চিত পারদ স্বভাব,
উষ্ণমাত্রে সমোত্থিত নাহি স্থান কাল
রসায়নে যথা হয় সে ভাব অভাব ;
সহিষ্ণুতা আসে হৃদে গিলে বহু ঝাল।

আর্য্যবংশ।

বেদধর্ম্ম
অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম।

জেন্দাবেস্তা ধর্ম্ম
অর্থাৎ পারসীকদিগের ধর্ম্ম।

.... ধর্ম্ম
(ভারত ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিব্বৎ, চীন প্রভৃতি অনেক দেশের ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে।)

সেমেটিক বংশ।

মোজাইক ধর্ম্ম
(অর্থাৎ জুজ জাতির ধর্ম্ম)

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম
(অর্থাৎ বাইবেল. যাহা ইংরাজ প্রভৃতি অনেক জাতি গ্রহণ করিয়াছেন।)

মুসলমানি ধর্ম্ম
(অর্থাৎ কোরাণ।)

৪৩

আমরা ত জানি সিন্ধু আমরা ত জানি
বিষ্ণুপদে উদ্‌ভব শ্রোত যত শুনি ;
এই হেতু জলশুদ্ধে তোকে নিয়ে টানি
সর্ব্বস্থানে পূজনীয় হন মানি গুণী ॥

ধন্য দশানন তুমি রাখিয়াছ নাম
হ্রদে বসে বুঝি তুমি করেছিলে তপ ?
পিতৃগণে প্রাপ্ত হলো যে কৈবল্য ধাম
ইচ্ছা হয় বসে আমি করি সেথা জপ ॥

তব বারি সুনির্ম্মল শ্বেত যেন দুগ্ধ,
মন সুখে করি আজ পিতৃয় তর্পণ,
প্রভু-নাম লইলাম স্নান করি শুদ্ধ ;
জল-পুষ্প পুষ্প-জল* এই সমর্পণ ।

শ্রাদ্ধে পুষ্প বিধি ।

*শুক্লাঃ সুমনসঃ শ্রেষ্ঠা স্তথা পদ্মোৎপলানি চ
গন্ধরূপোপন্নানি যানিচান্যানি কৃৎস্নশঃ
শ্রাদ্ধে জাত্যঃ প্রশস্তা স্যুর্ম্মল্লিকা কুন্দযূথিকা ।

৪৬

শাদা শাদা পুষ্পগুলি হিল্লোলে ভাসিছে,
কি আনন্দ অনুভব ভক্তের হইল ;
পিতৃলোক তৃপ্ত হও, সন্তান কহিছে,
দেখ দেখ পুষ্প কোথা অন্তর্হিত হল !!

৪৭

প্রবাসী বাঙ্গালী মোরা প্রবাসী বাঙ্গালী
সোণাখড়ে* মাছ ভুলে রূপোখড়ে বলি
দেশে নাই যাতায়াত পদ্যমাত্র ডালি†
পাঠ করি দিও নাক, দিও নাক গালি ॥

প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত ।

শ্রাদ্ধে পুষ্প নিষেধ ।

জবাদি কুসুমং ভাণ্ডীরূপিকা সকুরুন্টকা ।
পুষ্পাণি বর্জনীয়ানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ ॥
উগ্রগন্ধান্যগন্ধীনি চৈত্রবৃক্ষোদ্ভবানিচ ।
পুষ্পাণি বর্জনীয়ানি রক্তবর্ণানিযানি চ ॥
কেতকীং করবীরঞ্চ বকুলং চম্পকং তথা ।
জাতীদর্শনমাত্রেণ নিরাশাঃ পিতরোগতাঃ ॥

ইতি ব্রহ্ম পুরাণ ।

* সোণাখড়ে অর্থাৎ সোণাখড়্কে মৎস্য ।

† উপঢৌকন ।

দ্বিতীয় তরঙ্গ* ।

১

তব কুলে বসি সিন্ধু তব কুলে বসি,
ভবসিন্ধু চিন্তা সব কোথা গেলে চলি ?
কেবল ভাবিছি আমি সে কোন তপস্বী,
শত্রু স্তব্ধ করিলেক জ্ঞান বাক্য বলি ॥

২

সহর তক্ষশীলা তো, ছিল এই দেশে,
তব কুল হতে শুনি বহুদূর নয় ।
থাকিত সন্ন্যাসী তথা অতি দীন বেশে,
পুরাণ প্রসঙ্গ শুন যবনেরা কয় ॥

* "প্লুটার্ক" লিখিত আলেক্‌জণ্ডারের জীবন চরিত, "ম্যাক্‌ক্রিণ্ডেল" সাহেবের লিখিত প্রাচীন ভারত ইতিহাস ও "এলিফন্‌ষ্টন" সাহেব লিখিত ভারত ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "দিগম্বর" সন্ন্যাসীগণের (Zimuo-Sophists) প্রস্তাবটী সিন্ধু বর্ণনের দ্বিতীয় তরঙ্গে লিখিত হইল ।

৩

ছিল তারা দিগম্বর জটাজুট ধারি,
খেত মাত্র ফল মূল প্রস্রবণ বারি।
গহন কাননে বাস, ধরা শয্যা তারি,
*"আত্ম চিন্তা" অহরহ, জিতেন্দ্রিয় ভারি॥

৪

জগৎ অনিত্য সব খালি ভ্রম জাল,
সুখ দুঃখ নাম মাত্র মনের বিকৃতি।
কর্ম্মযোগে* পায় জ্ঞান, উক্ত চিরকাল,
মোক্ষ লাভ ভিন্ন নাই জীবের নিষ্কৃতি॥

৫

এ দেহ যে গর্ভবাস জন্ম মোক্ষ সার,
সদা রণ রিপু সহ ইন্দ্রিয় পীড়নে।
রণজয়ী হও জীব পাইবে নিস্তার,
উপায় যে নাহি অন্য ঈশ্বর মিলনে॥

*"জাতু জনো নৈতি সুখং কর্ম্মবাহুল্যাৎ"।
কর্ম্মেনৈব যাতি সুখং জ্ঞান পুরস্তাৎ॥
জ্ঞানরসং ব্রহ্মরসং যেন নিপীতং।
"দারভয়ং মারভয়ং তেন বিগীতং"॥

৬

রোগ শোক জানিত না, মহাজনগণ,
এমতি তপের প্রভা, আহা মরি মরি !!
যদি পীড়া হতো কার, বেধে যেত রণ,
নাশিবারে রোগ-বল, অনশন করি ।।

৭

অগ্নিতে পতঙ্গ যথা করে ছট্‌ফট্‌,
সেইরূপ হ'ত সাধু পরদুঃখ হেরি ।
জানিতো না সন্ন্যাসী সে, ছল কি কপট,
পরহিতে প্রাণ দিত, না করিত দেরি* ॥

৮

দশটী এমনি সাধু হইলে আনিত,
রাজার বিদ্রোহী বলি, হয়ে অপরাধী ।
"অস্ত্র ধর শত্রু নাশ কি ফল জীবিত"
আলেক্‌জণ্ডার যদা শীলা অধিষ্ঠিত,
অবাক করিল তারা দেখা'য়া সমাধি ॥

*"ত্যক্তাত্ম সুখভোগেচ্ছাং সর্ব্বসত্ত্ব সুখৈষিণঃ"।
"ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবো নিত্য দুঃখিতা" ॥

৯

স্থিরাসনে বসে কেহ নিরীক্ষয়ে ভানু,
কেহ বা দণ্ডায়মান থালি এক পদে।
কেহ বা তুলেছে দুই স্কন্ধদেশে জানু,
উদয়াস্ত সমভাব,*—কেহ ভাসে নদে॥

১০

সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অপরাধিগণ,
প্রশ্নের উত্তর দিতে সাধু মহাপটু।
মাসিডন্ পতি দেখি করিলেক পণ,
"প্রাণদণ্ড করা শ্রেয়",—বাক্য বড় কটু॥

১১

তাপস্ মধ্যে ছিল গুরু প্রবীণ প্রাচীন,
মধ্যস্থ হইতে তাঁকে করিল আদেশ।
রাজা প্রশ্ন করে তদা ভাবিয়া কঠিন,
পরাস্ত সে অগ্রে মরে,—ইতর বিশেষ॥

১২

"বল সাধু কে অধিক মৃত কি জীবিত"?
"জীবিত তা ভুল নাই" উত্তরিলা সেই;
"কিরূপে সম্ভব" যদা হ'ল জিজ্ঞাসিত,
"মরিলে যে জন্ম হয়,—হারালে কি খেই"?

* "বৃত্তিহীনং মনঃকৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি"।
"একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোয়ং মুখ্য উচ্যতে"॥

১৩

দ্বিতীয় সাধুর প্রতি হ'ল তদা উক্তি,
"বড় জন্তু কোথা জন্মে—সাগর না ভূমি" ?
"ভূমিতে" সে উত্তরিলা "বল কি অযুক্তি" ?
"আধার আধেয় ওরা জান না কি তুমি" ?

১৪

তৃতীয় জনার প্রতি হ'ল আজ্ঞা তদা
"সর্ব্ব জীব মধ্যে বড় হয় কারা শঠ" ?
"মানব অজ্ঞাত যাঁহে জানিলে না কদা"
"আত্মতত্ত্ব" কহে সাধু হয়ে অকপট।

১৫

"কি কারণে বল তুমি ওহে তপধন"
"উত্তেজিলা প্রজাবর্গ নানা দেশে দেশে" ?
"বাঁচায় প্রজা ফল কি" ? চতুর্থ যে কন,
"লড়ে বরং মরে যাক, তোমা সঙ্গে এসে" !!

১৬

"দিবা বা রজনী কেহ ভোগে নাহি কম"
"কে আগে কে পিছে হ'ল কহ দেখি শুনি"?
জবাব দিলেক তদা, ভাবিয়া পঞ্চম
"দিবা এক দিন বড়, হিসাবেতে গণি" ॥
রাজায় আশ্চর্য্য দেখি পুনঃ কহে সেই
"তেড়া প্রশ্নের উত্তর, তেড়া আমি দেই" ॥

১৭

ষষ্ঠকে ডাকিয়া পরে, হ'ল জিজ্ঞাসিত
"উপায় বিশেষ কহ, হ'তে সর্ব্ব প্রিয়" ?
"ক্ষমতা থাকয়ে যদি, কাহার প্রকৃত"
"ভয় না দেখাও কদা"—কহে সাধু প্রিয় ॥

১৮

মাসিডন্, পতি তদা সাধু প্রতি কয়
"মনুষ্য কেমনে পারে, হইতে ঈশ্বর" ?
সপ্তমে সে বলিল এ, "কম কথা নয়"
"সাধিলে অসাধ্য কাজ মানব দুষ্কর" ॥

১৯

"জীবদেহ মৃতদেহ, কহ সাধু শুনি"
"কোন্ অতি সহ্যশীল, দুয়ের ভিতরে" ?
"জীবদেহ" অষ্টমে যে, উত্তরিলা গুণী
"চিন্তা দহতি জীবনং"—কহে কিছু পরে ॥

২০

"কত কাল বল সাধু হয় যে উত্তম"
"থাকিতে অবনী মাঝে, মানব জীবিত" ?
"যত দিন ইচ্ছা তার" কহিল নবম
"কদা না হয় মরিতে,—ব্যবস্থা বিহিত" ॥

২১

"আলেক্‌জণ্ডার" তদা বৃদ্ধ প্রতি কয়
"কে কেমন উত্তরিলা, তোমার বিচারে" ?
কহিল সন্ন্যাসী পরে "সঙ্গত তো নয়"
"যথার্থ উত্তর কেহ, নাহি দিতে পারে" ॥

২২

"তোমার বিচারে যদি এইরূপ হ'ল"
"আমার হুকুম এই তুমি আগে মর"
"মরিতে ডরে না সাধু, খালি নিন্দা র'ল"
"এত বড় বীর হয়ে, বাক্য ভঙ্গ কর" ?

২৩

"তুমি না বলিয়াছিলে ওহে বীরবর"
"বধিবে সে জনে অগ্রে, বিচারে যে হারে"
"তোমার আচার হ'ল প্রকৃত বর্ব্বর"
"তোমাদের দেশে বুঝি, এইরূপে মারে" ?

২৪

"আলেক্‌জণ্ডার" সত্য, ছিল সদাশয়,
মাভৈ মাভৈ বলি তবে, সাধু প্রতি কয়।
"তোমাদের বধ করা আমা—কাজ নয়",
"বনে যাও তপ কর, বল মোর জয়" ॥

২৫

অনতি দূরেতে ছিল, সাধু এক আর,
উত্তাপিত শীলাপরি উপবিষ্ট করি।
রাজদূত গিয়া তথা, ভক্তি হ'ল তার,
নিবেদিল সাধু প্রতি, কর জোড় করি।।

২৬

ধর্ম্মতত্ত্ব তোমাদের আমায় বল না?
বাসনা নিতান্ত মোর হতে অবগত
"উলঙ্গ না হলে কেহ, ভীষ্ম কেন হন্‌না"
"শুনিবে না কহে সাধু, আমাদের মত"।।

২৭

ইনি সেই মহাপ্রভু নাম নাকি "ফণী"
ধনে মুগ্ধ হয়ে মিলে, আলেক্‌জণ্ডার।
যদিও ছিলেন তিনি, সাধু শিরোমণি
জাত দিতে সঙ্গে যেতে, না করিল ডর!!

২৮

আশীর্ব্বাদ দিত ফণী, কহিত "কল্যাণ"
যদা সে মিলিত নানা রাজ অনুচর
এই হেতু অন্য নাম হইল কল্যাণ
বাসিত সকলে ভাল, সাধু দিগম্বর।।

২৯

রাজা কাছে উপনীত হয়ে ফণী দিল
"শুষ্ক চর্ম্মে পাদক্ষেপে রাজনীতি শিক্ষা"।
মধ্যে পা রাখায় চর্ম্ম, কিছু না নড়িল,
লাফালো পাশের ঘায়,—শাসন পরীক্ষা ॥

৩০

পরে তদা এক দিন রোগ হ'ল "শূল,"
অগ্নি প্রবেশিয়া মৃত্যু হেতু এই মূল।
সৈন্য মধ্যে লেগে গেল মহা নাকি তুল,
চুল কাটা,* মন্ত্র পড়া,† নাহি করে ভুল ॥

৩১

চিতাতে প্রবেশ কালে, ফণী যায় কহি,
রাজাকে দেখিব আমি, কিছু দিন পরে।
অদ্ভুত অপ্রিয় বাক্যে রহে সবে সহি,
মরে সত্য বটে রাজা, পরে পক্ষান্তরে ॥

---

* বৃদ্ধ সন্ন্যাসীরা খালি শিরমুণ্ডন করিতেন, শিষ্যেরা জটা ধারণ করিত।

† ফণী আপনার জীবাত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া অদ্যাপি ব্যবহার্য্য মুখাগ্নি-মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকিবেন।

"কৃত্বাতু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকাল বশং প্রাপ্তে নর পঞ্চত্বমাগতং ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাকৃতং।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ গচ্ছতু" ॥

৩২

তুষানল, চিতাদাহ হয় আর্য্য দণ্ড,
প্রায়শ্চিত্ত বিধানেতে খাইলে অখাদ্য।
তাই বুঝি ফণী পাপ করিলেক খণ্ড!!
জ্বলে চিতা সৈন্য মধ্যে বাজে নানা বাদ্য॥

৩৩

চিতা, শুনি দহে তদা, অগ্নি করে ধূ, ধূ!!
শয়ন করিল ফণী বায়ু চলে হু, হু!!
নড়ে না চড়ে না সাধু মুখ ঢাকে স্বধু
বিভুনাম সব জানে, বলে মুহুর্মুহু* ॥

* "ফণী" স্বামী "পারসীয়া" দেশ পর্য্যন্ত আলেকজণ্ডারের সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি শূলরোগে অতিশয় কাতর হন। রাজার সঙ্গে যে সকল গ্রীক দেশীয় "হাকিম" (চিকিৎসক) ছিল, তাহারা তাঁহাকে ঔষধ ও কতকগুলি পুষ্টিকর দ্রব্য যাহা হিন্দুদিগের পক্ষে অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাই খাইতে অনুরোধ করেন। ফণী তাহা কোন মতে উদরস্থ করিতে স্বীকৃত হন নাই বরং কৃত সঙ্কল্প হইলেন যে তিনি চিতারোহণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিবেন শুনা যায় আলেক্‌জণ্ডার তাঁহার সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

বারানসী ধামে দণ্ডীমণ্ডলী মধ্যে "ফণীভাষ্য" নামক অর্থাৎ বেদান্তের টীকা, একখানি গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, ফলতঃ সে গ্রন্থখানি যে উপরোক্ত "ফণী" কৃত তাহা বলা যায় না; কিন্তু ফণী যে বড় জ্ঞানাপন্ন ছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, তিনি "মুদ্রারূপ" রাজ্যশাসন প্রণালী শুষ্কচর্ম্মে রাজাকে দেখাইয়া তাঁহার ক্ষমতার ও বিদ্যার বিশেষ পরিচয় প্রদর্শন করিয়া-

৩৪

বড় বড় সাধু সব, সন্ন্যাসীর স্বামী
নিকট গহনে থাকে, শুনি রাজা তদা।
প্রেরণ করিল দূত, অতি দ্রুতগামী
আনিতে সভার মাঝে গুণগ্রাহী সদা।

৩৫

"ওন্‌সিক্রিটস্" নাম তার, প্রিয় সৈনাধ্যক্ষ
"ডাওজিনিস্" শিষ্য সেই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
স্বামী সম্মুখে হলেও, করিল না লক্ষ
দেখি বলে ক্রোধভরে "ওরে রে মুণ্ডিত॥"

৩৬

"বিভুপুত্র মম প্রভু আলেক্‌জণ্ডার
যিনি হন পৃথিবীর সসাগরা রাজা।
যাইতে নিকটে আজ্ঞা হইল তোমার
শিরচ্ছেদ নাহি গেলে দেখিবে যে মজা"॥

ছিলেন। "ফণী স্বামির" পক্ষে একখানি বেদান্তের সামান্য ভাষ্য লেখা কি বিচিত্র কথা? বিশেষ গ্রীকেরা যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন যে এদেশে বেদধর্ম্ম আর্যাজাতি মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম ছিল অর্থাৎ আজ কাল যেরূপ হিন্দুধর্ম্ম সমাজে প্রচলিত আছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সেগুলি এই দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্তে সঙ্কলিত হইল। পাঠকবর্গ দৃষ্টি করিবেন।

৩৭

পাইবে প্রচুর অর্থ, যাইলে তথায়
সম্মান যে কত শত, কহা নাহি যায়।
প্রভু মোর থাকিবেন, তোমার আশায়
দেরি হলে দোষ পড়ে, আমার মাথায়॥

৩৮

দণ্ডীস্বামী শুনি বাক্য ক্ষণেক হাঁসিলা
স্তব্ধভাবে থাকি পরে, উত্তরিলা এই।
"কি,কি,কি,কি তুমি ফের, বল কি কহিলা
বিভুপুত্র বলি মান্য কাহে নাহি দেই॥"

৩৯

"মৃত্তিকায় নির্ম্মিত যে, তোমা প্রভু দেহ
নিশ্চয় মরিতে হবে পাপপূর্ণ হলে।
সংসারের মধ্যে আর দেখিনে যে কেহ
পারে যে লইতে নাম, বিভু পুত্র বলে॥"

৪০

বলিছ তোমার প্রভু, সসাগরা রাজা
কেমনে হইবে তাহা, বল দেখি শুনি?
বাহুবলে জয় করি—দেশ হাজা ভাজা
"কেশর" হইতে পারে ভেবনা কখনি॥

৪১

দয়া চাই, ধর্ম্ম চাই, প্রজারি পালনে
রাজ্য ভোগ নয় খালি অর্থের মিলনে।
গৃহপতি থাকে যথা, পরিজন সনে
সদা বেষ্টিত মোহিত কন্যা পুত্রগণে॥

৪২

সিন্ধু পারে এসে বুঝি করিছে এ জারি ?
বাকি আছে বহুদেশ দেখিতে রাজার।
এইটুকু দূর এসে আস্পর্দ্ধাতো ভারি
শরীর উঠালে গ্রীবা সুদীর্ঘ সবার॥

৪৩

বহুলোক বাস করে, চীন ও পাতাল
জানে না শুনে না তারা তোমরা কি লোক,
সে দেশ দূরের কথা হইবে নাকাল—
যাও যদি গঙ্গা পারে উথলিবে শোক॥

৪৪

কেন গৃহ ত্যজিলাম, কি ফল পীড়নে
রাজ্য বিপ্লব হতে কি ? পাপ আর আছে।
ঘুচিবে মনের ভান, সে রাজ্য দর্শনে
কাঁদিবে বলিবে কেন, ঘর নয় কাছে।

৪৫

আমায় যাইতে আজ্ঞা, দিলে তোর রাজা
হই আমি কি, বল না, এক চালা প্রজা ?
গৃহ ভোগ বুঝা গেছে হয় মাত্র সাজা
সাধু নিয়ে টানাটানি—মন্দ নয় মজা ॥

৪৬

সন্ন্যাসী কি তর্কা রাখে বল দেখি কার ?
যখন সে জানে এই অনিত্য সংসার।
শোধ ধার, ধার যদি এসে তবে মার
খাই বন ফল মূল ধারিনে কাহার ॥

৪৭

অর্থ হয় সংসারের, অনর্থের কাজ,
যাহার আছয়ে ধন, মুদে না সে আঁখি।
নিদ্রা দেবী সরে যান, পেয়ে বহু লাজ,
অহরহঃ মনে করে কোথা পুঁতে রাখি ॥

৪৮

"এই তো পবিত্র ভূমি, জননী আমার
করে দান সব ধন সন্তানে যা চায়।
যথা ইচ্ছা তথা যাই বন্ধন কাহার ?
বৃথা কর দেক সেক বলগে রাজায় ॥"

৪৯

"শিরশ্ছেদন হইলে তাহে নাহি ভয়
মুক্ত হবে তাতে জীব, দেহ কারাগার।
কায়ারূপ জীর্ণবাস ভূমে পড়ে রয়
'প্রেত দেহ' পোঁছে তথা, হন তিনি যাঁর"॥

৫০

"মাটীর শরীর এই, সৃজিল ঈশ্বরে
কত কারিকুরি তায় শোভিয়াছে ভাল
জীবরূপে অধিষ্ঠিত, পরীক্ষার তরে
পুরস্কার দণ্ড পেতে, বিচারের কাল॥"

৫১

আর্ত্তনাদ মনস্তাপ দুঃখে করে যাহা
বলিষ্ঠের প্রপীড়নে, ক্ষীণজনা কদা।
পাপীগণে শাস্তি দিতে, লিখা যায় তাহা
ধর্ম্মরাজের বিচারে, সাক্ষী দিতে সদা॥

৫২

ধনের প্রলোভ আর, প্রাণদণ্ড ভয়
ব্রাহ্মণ বধিতে শস্ত্র, অব্যর্থ উভয়।
মৃত্যুকে ডরে না তারা পেলে পরিচয়
ভুলাবে ধনেতে তারে, সম্ভাবনা নয়?

৫৩

বলো তোমার রাজায়, আমি তো যাব না
তাহারে আসিতে এথা, করিনেকো মানা।
সাধু মিলে কোন ফল, নাহি সম্ভাবনা—
দূত বলে, আছে কিনা, পরে যাবে জানা ?

৫৪

ওনসিক্রিটস্ আসি তদা, প্রভু নিবেদিল
যাহা যাহা বলেছিল, দিগম্বর স্বামী
আলেক্‌জণ্ডার শুনি, আশ্চর্য্য হইল
কহিল "মানিনু হার, সাধু কাছে আমি" ॥

৫৫

"ভ্রমিলাম কত স্থান, কহা নাহি যায়
লইলাম রাজ্যদেশ অজয়ি সবার—
শেষে এসে এই দেশে, কম নয় দায়
সাধু কিনা জ্ঞানচক্ষু, ফুটালে আমার ?" ॥

৫৬

মিলে রাজা স্বামী পরে কেহ কহে নয়
ফল চেষ্টা করে বহু লয়ে যেতে সাতে।
স্থিরমতি সদানন্দ, সম্মত না হয়
বরং দেয় উপদেশ, জ্ঞান জন্মে যাতে ॥

৫৭

"কর্ম্মভূমি আর্য্যমাতা, সদা অনুকূল
পায় তাঁর পোষ্যবর্গ, চাহিলে অমৃত
তোমা সঙ্গ গিয়ে কেন, করি আমি ভুল
নষ্ট হলে দেহ সঙ্গ. হই উপকৃত" ॥

৫৮

"তোমা সঙ্গ নিয়ে ফণী করেছে কুকাজ"
কলঙ্কিত সাধুকুল—পাবে তার সাজা।
ধন লোভে দিলে জাতি, নাহি হ'ল লাজ
"পরমার্থ বিসর্জ্জন, দিলে সে হে রাজা" !!

৫৯

কোথায় সে সাধু সব কোথায় সে স্বামী ?
কালের প্রবাহে নাকি, ধ্বংশ হ'ল কুল ?
আর্য্যজাতি নবনয় দ্রুম বড় নামি—
বাতাহত হলে বৃক্ষ, হয় কি নির্ম্মূল ? ॥

৬০

গজায় গজায় বৃক্ষ, পড়ে মৃত্তিকায়
যতক্ষণ থাকে মূলে বসুন্ধরা স্নেহ।
ফুল দেয় ফল দেয় ধরে নব কায়
আর্য্যসন্তান তোমরা, ভেবনাক কেহ* ॥

*এখনকার কোন কোন ইউরোপীয় সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে পূর্ব্বোক্ত দিগম্বর সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারদিগের উক্ত

এই বাক্য কি বিশ্বাসজনক? অথবা তাঁহারা এমন কোন বিশেষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন যদ্বারায় তাঁহাদের কথিত বাক্যকে শিরধার্য্য করিয়া লওয়া যাইতে পারে? না তাহা এমন কিছু দেখা যায় না। তবে বোধ হয় ভ্রমবশতঃ এ কথা বলিয়া থাকিবেন, কারণ বিদেশীয় ব্যক্তিদের পক্ষে এখন পর্য্যন্ত অধুনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ীদিগকে প্রভেদ করা বড় সহজ কথা নয়।

আমরা দেখিতেছি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না, তাঁহারা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ পুরাণ প্রভৃতি কিছু মানিতেন না। তবে অনেক অংশে এখনকার দণ্ডী সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতেন বটে কিন্তু বৌদ্ধেরা জীব হিংসা ভয়ে একটী সম্মার্জ্জনী লইয়া পথ চলিতেন। শীর মুণ্ডন করা বৌদ্ধদিগের এক প্রধান চিহ্ন, কিন্তু দিগম্বর সন্ন্যাসীদের মধ্যে বৃদ্ধেরা ব্যতীত সকলে জটাজূট ধারণ করিয়া আলেকজণ্ডারের সম্মুখে আসিয়াছিলেন। ফণী যখন চিতা প্রবেশ করিয়া অগ্নিতে আপন জীবনকে আহুতি দেন তাহার পূর্ব্বেই শীরমুণ্ডন ও আত্ম অন্ত্যেষ্টীক্রিয়া সম্পাদন করেন। বৌদ্ধদের পক্ষে না আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে পতিত হওয়ার অনুমতি আছে, না দেহকে অগ্নিসংস্কার করিবার প্রথা আছে, তাঁহারা মৃতদেহকে পুতিয়া রাখিত ও রাখে। ফণী যে দিগম্বর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ী ছিলেন বোধ হয় কেহ অস্বীকার পাইবেন না।

আনুমানিক ৫৫০ খ্রীষ্টীয় অব্দ পূর্ব্বে কপিলবাস্তু (গোরকপুর) নিবাসী শুদ্ধোদন রাজকুমার ভারতে বৌদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজ মত প্রচার করেন। তাহার ২১৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বে আলেকজণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন, এত অল্প দিনের মধ্যে যে গয়া হইতে উত্থিত বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রোত সিন্ধুকূল পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল তাহা সম্ভব হয় না পাঞ্জাবের লোকেরা সে সময়ে বোধ করি বৌদ্ধধর্ম্ম নাম শুনিয়াছিল কি না তাহাও সন্দেহ। কারণ অরাজক হেতু লোকের দেশ দেশান্তর গমনাগমন করা তৎকালে বড় সহজ ছিল না। ৩০০ বৎসরের অধিক গত হইল শ্রীচৈতন্য দেব ভো বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া এক সময় বঙ্গদেশবাসীগণকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিলেন কিন্তু পাঞ্জাবের সন্ন্যাসীরা এখন পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের নাম অনেকে শুনিয়াছে কি না সন্দেহ।

যে কোন ধর্ম্ম, যে কোন সংস্কার কোন জাতীর মধ্যে বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হয় তাহা দূরীকরণ করা কি সহজ কথা? ইংরাজেরা গ্রামে গ্রামে ঘরে

ঘরে ভিতরে বাহিরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রায় ১৫০ বৎসর হইল প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, কতকগুলি লোক তাঁহাদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে? মিস-নারিরা অদ্যাবধি কোন হিন্দু সন্ন্যাসী বা দণ্ডীকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে পারিয়াছেন কি না তাহা সন্দেহ?।

ইহা লিখিত আছে যে আলেকজণ্ডারের ভারত আক্রমণের ২৭ বৎসর পরে "চন্দ্রগুপ্ত" রাজপৌত্র "বিন্দুসার" রাজপুত্র "অশোক", পাটলিপুত্র (পাটনা) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারত সাম্রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করেন, কিছুদিন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া পরে কোন বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর কুহকে পড়িয়া কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করত বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। আপনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্থির ছিলেন না, তিনি ঐ ধর্ম্ম পরিবারবর্গ মধ্যে খালি অনুমোদন করিতে চেষ্টা পান নাই; আপন রাজ্যে যাহাতে সমাজ ধর্ম্ম বলিয়া সকলে গ্রহণ করে তাহার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অশোক রাজার সময়ে যে বৌদ্ধধর্ম্ম কিছুদিনের জন্য মধ্যাহ্ন দিবাকর ন্যায় প্রবল জ্যোতি ধারণ করিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, অশোক লঙ্কা প্রভৃতি নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। কিন্তু দেখা যাউক তৎকালীয় ব্রাহ্মণেরা সেই জ্যোতি উচ্ছেদ করিতে কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছিল কি না? "অশোক বদ্ধন" নামক একখানি বৌদ্ধদের গ্রন্থে তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। সম্প্রতি রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র ডাক্তার মহাশয় যিনি নিজ বিদ্যাবলে দেশ দেশান্তরে আমাদের পরিচয় স্থল হইয়াছেন, তাহার প্রকাশিত "ইনডু এরিয়ানস" নামক পুস্তকে অশোক বৃত্তান্ত নামক প্রস্তাবে ঐ পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহার বিস্তারিত লিখিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃণা করিয়া "তীর্থিকা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, ফলতঃ এখন পর্য্যন্ত এক দল দণ্ডী "তীর্থং কারি" উপাধিধারী কাশীধামে দেখিতে পাওয়া যায়।

অশোকবদ্ধনে লেখা আছে যে যখন ব্রাহ্মণেরা দেখিল যে অশোকরাজ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেন এবং প্রজাবর্গকে মজাইতে বহুতর চেষ্টা পাইতেছেন, তখন তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া এই স্থির করিল যে কোন রকমে হউক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্রোত রোধ করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে উচিত, কতকগুলি তাঁহাদেরা মধ্য হইতে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে সনাতন বেদধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইলেন। আর কতকগুলি ব্রাহ্মণ একত্র মিলিত হইলেন ও রাজভ্রাতা

"বিত্তাশোকের" নিকট গমন করিয়া নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অপরাধেই অশোকের আদেশে বিত্তাশোককে প্রাণটী হারাইতে হইয়াছিল।

"বৌদ্ধানাং নহি সদ্ধর্ম্মো যতো মোক্ষো ন বিদ্যতে।
তস্মাত্তদ্ধর্ম্মতা নৈব শ্রোতব্যাহি কথঞ্চন॥
যতস্তে মুণ্ডিতা ভ্রষ্টাঃ স্বকুলধর্ম্মনাশকাঃ।
মিথ্যাধর্ম্মাভিবাদাস্তে জাতিধর্ম্মসমুজ্ঝিতাঃ॥
বেদধর্ম্মবহির্জাতা অব্রহ্মণ্যা বিচণ্ডিকাঃ।
অনাচারা অশুদ্ধাঙ্গা অশুচি ব্রতচারকাঃ॥
তস্মাত্তে ভবতোরাজ্ঞো নৈব মান্যাঃ কদাচন।
বন্দনীয়া ন তে বৌদ্ধা দর্শনীয়া ন কেনচিৎ॥
নাপি স্পৃশ্যা ন পূজ্যাশ্চ সম্ভাষ্যা নৈব তৈঃ সহ।
ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং ভোক্তব্যং নাপি সর্ব্বথা॥
কিঞ্চিদপি ন দাতব্যং বুদ্ধক্ষেত্রে কথঞ্চন।
"প্রমাদাদপি বুদ্ধানাং শৃণুয়ুর্ধর্ম্মমাদরাৎ॥"

প্রচারক ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শুনিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মনের ভাব এইরূপ হইয়াছিল।

"ইতি তৈর্গাদিতং শ্রুত্বা কেচিল্লোকাঃ প্রবোধিতাঃ
কেচিদ্দোলায়মানাশ্চ কেচিনৈব প্রতীতি নঃ॥"

যখন আলেকজণ্ডার ও দিগম্বর সন্ন্যাসীগণের সংমিলনের ২৭ বৎসর পরে পাটলিপুত্র নগরে এবং তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে লোকের, কুল ও সমাজধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ছিল, তখন তক্ষশীলাদি প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। বোধ করি উপরুক্ত ঘটনা শুনিয়া আর কেহ দিগম্বর সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিবেন না।

আবার এখন দেখা যাউক আলেকজণ্ডারের সমভিব্যাহারি ইতিহাস-বেত্তারা স্বচক্ষে দেখিয়া সন্ন্যাসীদের বিষয় কি লিখিয়াছেন। তাঁহারা

লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে বর্ণভেদ ছিল, পরস্পরে স্ববর্ণ ব্যতীত কাহার সহিত আহার চলিত না। কেহ বা শর্ম্মাণ উপাধিধারী কেহ বা বর্ম্মাণ, কেহ বা গুপ্ত ইত্যাদি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয় বৈশ্য প্রভৃতি যে উপাধি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে—

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।"
"ধনান্তশ্চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং চান্ত্যজন্মনঃ ॥"

অথবা

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মএতা চ ভূভুজঃ।"
"ভূতিগুপ্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসাঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥"

যাঁহাদের সংসার আশ্রমের প্রতি অশ্রদ্ধা হইত তাঁহারাই আশ্রমান্তরে অর্থাৎ সন্ন্যাস বা বাণপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতেন। ইতিহাসবেত্তারা আরো লিখিয়াছেন যে সন্ন্যাসীরা যখন সময়ে সময়ে কেহ কেহ ভিক্ষার নিমিত্ত লোকালয়ে গমন করিতেন, তখন তত্রস্থ কি পুরুষ কি নারী কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলে অতি ভক্তি সহকারে তাহাদের পূজা ও শুশ্রূষা করিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলে কি হিন্দুরা তাঁহাদের প্রতি এরূপ আচরণ করিত? হিন্দু-দিগের মধ্যে বৌদ্ধেরা প্রথমাবধি নাস্তিক ও অশুচি বলিয়া প্রসিদ্ধ, এজন্য হিন্দুরাও তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া বলিত যে—

"হস্তিনা পীড্যমানোপি ন গচ্ছেৎ বৌদ্ধমন্দিরং।"

এই সলক দেখিয়া বোধ হয় যে বৌদ্ধদের মধ্যে হিন্দুদের ন্যায় পরস্পর মতান্তর হওয়া এবং তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হওয়া অশোক রাজার সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধদেবের মৃত্যুর পর অবশ্য তাঁহার মতাবলম্বী আর দুটী অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন লোক জন্ম গ্রহণ করেন বটে, ইহারা আবার আপন আপন মতও প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের এক জনের নাম "মহাবীর" ও অন্যের নাম "পরেশনাথ" ছিল। মহাবীরের শিষ্যেরা দিগম্বরী ও পরেশনাথের শিষ্যেরা শ্বেতাম্বরী বলিয়া বিখ্যাত ছিল, কিন্তু আলেকজণ্ডারের সময়ে এরূপ ছিল না। বৌদ্ধদের মধ্যে দিগাম্বর

সন্ন্যাসী অশোক রাজার সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এটী হিন্দুদের অনুকরণ মাত্র। বৌদ্ধেরা সাধারণের মধ্যে ভক্তিভাজন হইতে ও তাঁহাদের ধর্ম্ম সমাজধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত করিতে এইরূপ বহুতর চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় তরঙ্গ।

১

কে মা ওগো হৃদিপদ্মে বসিয়া সুন্দরী।
বীণা বিনে গাও সদা, সপ্ত সুর পূরি
দয়া করে এসে বসো রসনা উপরি
গাইব মাহাত্ম্য সিন্ধু করো না চাতুরী॥

২

জনম বিফলে গেল আয় মা গো আয়
পূজি তোরে কাদম্বিনী* রসনা আসনে।
জড়তা হইবে দূর চরণ কৃপায়—
কথা হবে সুললিত, যাহা আসে মনে॥

৩

বাক্য দেবে, ভাব দেবে, লয় তানে মিল
শুনিয়ে না বলে লোকে খালি ছেলে খেলা
তোমার দয়ার চিহ্ন পেলে মাত্র তিল—
ভাসিব শব্দ অর্ণবে করে তাই ভেলা॥

---

* "তমোগুণ বিনাশিনী সকল কালমুদ্যোতিনী
ধরাতল বিহারিণী জড় সমাজ বিদ্বেষিণী।
কলানিধি সহায়িনী লসদল সৌদামিনী
মদন্তরাবলম্বিনী ভবতু কাপি কাদম্বিনী॥"

৪

গ্রথিত এ শ্লোক মালা বন পুষ্প হতে
উদ্যান পালিত নয়, বাড়ে যা কৌশলে।
ঋতু প্রস্ফুটিত ফুল বাসী গন্ধ লতে
ভাই বঙ্গবাসী সব,—পরিবে কি গলে?

৫

পর সদা শ্লোকমালা অতি মনোহর
গ্রথিত তা নানাবর্ণ পুষ্প সুবাসিত।
আজ কাল চাল নয় পাদ মিত্রাক্ষর
ভাল মন্দ চক্ষে পড়ে থাকিলে জীবিত॥

৬

পোকা মাকড় কি জানি, থাকে দিও ফেলে
নতুবা কাটিবে হৃদে সত্য কথা বলি।
আমায় গালি দিও না, বলে "দুষ্টু ছেলে"
পূর্ব্ব উক্তে মুক্ত আমি—তবে কাল কলি॥

৭

বনের মাহাত্ম্য নাকি, আছে মূলে ফুলে
হৃদি পরীক্ষয়া যায় খাইলে পরিলে।
ওল খেলে মুখ ধরে, যে হয় কুঁচুলে
পল্লে মালা মুখ ম্লান ছলনা করিলে॥

৮

বাসনা এ বন-মালা ভক্তি সহকার
পরাই গলায় সিন্ধু জানিতে বারতা।
মন্ত্রপুত হলে যন্ত্র ঘুচিবে আঁধার
চিত্ত হবে সুনির্ম্মল,—ভাব সরলতা॥

৯

জানিতে নিগূঢ় তত্ত্ব যথা করে নর
প্রভাবে মন্ত্র ঔষধি, লোক বশীভূত।
মোহিত হইলে জন, বলে বহুতর
হয় বক্তা অকপট—ভয় তার কুত ?॥

১০

না হয় সহায় লব শাস্ত্র সামুদ্রিক
দেহ চিহ্ন লক্ষ করে হব অবগত।
উদ্ধার করিব কুষ্ঠী, বলে দিব ঠিক
করেছ যা করিবে যা—বয়েস বা কত ?॥

১১

এই জন্য করি স্তুতি ঠিক ঠিক বলো
গ্রহণ করিলে কেন, তিনবার দার ?
শতদ্রু কনিষ্ঠ ভ্রাতা আইবড় রলো ?
"বিপাশা" বা ভগ্নি নাম কেন হলো তার ?

১২

সরস্বতী অন্য ভগ্নী কেন হেন বেশ!
দুর্ব্বল বিকৃতি এত চেনা নাহি যায়।
লক্ষ্মী সহ পরস্পর করে নাকি দ্বেষ ?
করেন ভারত ত্যাগ মিলিয়া উভয় ॥

১৩

সরস্বতীকূলে যদি যজ্ঞ না হইত
"ধর্ম্মক্ষেত্র" আর্য্যবর্ত্ত বল কে জানিত ?।
ব্রহ্মা ব্রত করা হেতু. বেদাদি উদিত
শুনিলেন দেবগণ, হয়ে উপনীত ॥

১৪

সোমলতা রস পান করিয়া দেবতা
হিংসা দ্বেষ শূন্য সব, চিত্ত সরলতা।
সত্যযুগে প্রজ্জ্বলিত, হইল সততা
ধর্ম্মপত্নী সরস্বতী, হতে সে জনতা ॥

১৫

কেন বা সাবিত্রী মাতা করিলেন রোষে
পুষ্কর দুষ্কর তীর্থ, শাপে অপবিত্র ?
"সিন্ধুদেশ" মেয়ার এত জল শোষে
উর্ব্বরা না হয় কভু এই কি বিচিত্র ? ॥

১৬

কথা যদি নাহি কহ তাতে নাহি হানি
স্বরূপ বর্ণন হলে, ঘাড় মাত্র নেড় ।
মর্ম্মভেদী বাক্য কদা, কবো না তো জানি,
ভুল ক্রমে কহি যদি, নিশ্বাস না ছেড় ॥

১৭

আমরা হিন্দুর ছেলে পাইয়াছি শিক্ষা
"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ" গুরুজন দীক্ষা
শাপ মন্নি পাত্র নই করেছ পরীক্ষা
দয়ার সাগর তুমি, তবু চাই ভিক্ষা ॥

১৮

ম্লেচ্ছের পীড়ন চিহ্ন, আজ আছে গায়
যাহার জ্বালায় কালে, হয়েছ অস্থির ।
বল কি মলম দিয়ে, সুখালে সে ঘায় ?
'এস্মাইল খাঁ' 'গাজি খাঁ', ডেরা যে ঐ তীর* ॥

* ডেরা এসমাইল খাঁ ও ডেরা গাজি খাঁ দুইটী ক্ষুদ্র সহর সিন্ধুকূলবর্ত্তী। ডেরা অর্থ তাঁবু কিন্তু এখানে বাসস্থান অর্থাৎ ঘর বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাঁরা কোন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের নামে সহর দুইটি বিখ্যাত।

১৯

"টাটা" বলে আছে শুনি আরো এক স্থান
তথা খেলে খাঁড়ার ঘা, মড়ার উপরে।
"দারা" নামে ছিলো এক, পুত্র সাজাহান
হিন্দু প্রতি দয়া হেতু ভাই তার* ধরে।

২০

ধরিয়া করিল বধ দিল্লীতে আনিয়া
ভ্রাতৃ-হত্যা-কলঙ্ক সে, রটে সব দেশে।
বিধির যে কি বিচার, অবাক দেখিয়া
হতভাগ্যে দয়া করে, দারা দলে মেশে॥

২১

ঘা শুখালো কিসে তাও বলে দেই আমি
ব্রিটীস্ ওঝা ভেরী নাদে—দেশ করি বন্ধ।
ঝাড়ন বেড়ন করে—পড়ে মন্ত্র নামি,
ঘা শুখায় তাতেই শীঘ্র—কল নয় মন্দ॥

* ভাই "আরংজীব" "দারা" যদিও সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন কিন্তু তিনি হিন্দুরঞ্জন হওয়া হেতু তাঁহাকে রাজ্য ও প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

২২

পাশে পাশে গিরিবর শূন্য তরু লতা
অগ্নিপুত্র "পবমান"* অধিকার নাকি ?
নৈলে কে হরিল বল, গিরি উর্ব্বরতা ?
ঘর্ষণে বেরোয় অগ্নি, জাত চকমকী ? ॥

২৩

বিশাল বিস্তীর্ণ বক্ষ নিচে গেছে চলি
'মিঠান্ কোট' 'রাজনপুর', স্কন্ধ যে তোমারি
প্রসারিত বাহুদ্বয়, এজন্য তো বলি
পত্নীগণ ভাই তব, টানিতেছে ভারি ॥

২৪

শতদ্রু ধরেছে ভাল, কসে ডান হাত
তিন পত্নী বাম হস্ত, ছাড়ে না তো কেহ।
ব্রহ্মা-বেটা বলে বুঝি দিবে নাকো ভাত ?
"পরিত্যাক্তা চ সা পোষ্যা।" থাকিতেও দেহ।

* অগ্নির স্বাহা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে তিনটী পুত্র জন্মে তাহাদের নাম "পাবক" "পবমান" ও "শুচি"! পাবক বিদ্যুৎ অগ্নি, পবমান ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি আর শুচি সূর্য্য সম্বন্ধীয় অগ্নি। পবমানের একটী পুত্র তিনি আবার অসুর-দিগের অগ্নি বলিয়া বিখ্যাত। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

২৫

এক ঘরে তিন পত্নী সতীনের গোল
সংসারের সুখ নাই বুঝিনে এ নয়।
সব কর্ম্মে হয় খালি, গোলে হরিবোল
তিন যুগ কেটে গেছে, আবার কি ভয় ? ॥

২৬

"সঙ্গে যাব সঙ্গে যাব" বলিতেছে সবে
"হতে পরে সহমৃত" কচ্ছে কথা রাগে।
পতিভক্তি এত যার কখন কি রবে ?
গান্ধারী ও অরুন্ধতী সঙ্গে গেছে আগে* ॥

২৭

নারীর মনের বেগ দৃঢ় যদি হয়
কে ছাড়ায় সেই ভূত, যবে যারে ধরে,
স্তব স্তুতি মন্ত্রৌষধি উপকারী নয়
দুর্ব্বাক্য যন্ত্রণা কদা নাহি হতে পারে ॥

---

* গান্ধারী কুরুরাজ-পত্নী ও অরুন্ধতী বশিষ্ঠ-পত্নী।
"মৃতে ভর্ত্তার যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং।"
সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধ কোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে, ভর্ত্তারং সানুগচ্ছতি ॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং, বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
"তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায়, তেনৈব সহ মোদতে ॥"

২৮

এই জন্য বলি সিন্ধু স্থির হয়ে থাক
স্বর্গে যাব কথা আর এনো নাকো মুখে।
আমাদের কথা তুমি একবার রাখ
সংসারে কাটাও কাল, দুঃখে আর সুখে॥

২৯

ইংরাজ যে স্বর্গভ্রষ্ট, শাপে ভ্রমে এবে
অগম্য নাহিক স্থান, অবনী মণ্ডলে।
সিন্ধু তব গতি দেখে, ভাবিয়া কি সবে
পুরুষরাজনীতিজ্ঞ হাড় দিল গলে?॥

৩০

বন্ধন হয়েছ সবে, লোহার শৃঙ্খলে*
গলায় গলায় বুকে বুকে, বাঁকি নাহি কেহ।
পালাবার পন্থা নাই একাকী কৌশলে
জানিবে চলিবে সবে, নড়িলে ও দেহ॥

* আপাতত পাঞ্জাবে দুইটী প্রধান রেলের রাস্তা আছে। একটী দিল্লী হইতে "মিরট" "অম্বালা" পরে ফিলোরে শতদ্রু অন্য এক স্থানে বিপাশা উল্লঙ্ঘন করত লাহোর রাভি (ইরাবতী) তটে পৌছিয়াছে। এই রেল পুনরায় লাহোরহইতে মুলতান, রোরি ও কেরাচি যাইয়া শেষ হইয়াছে! ইহার নাম সিন্ধু পাঞ্জাব দিল্লী রেলওয়ে। অন্য রেলটী লাহোরে ইরাবতী উজীরাবাদে চন্দ্রভাগা ও ঝিলোম বিতস্তা পরে হরো ও সোহান নদ পার হইয়া অটকে মিলিত হইয়াছে, আবার তথা হইতে সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হওত পেষাওর যাইয়া শেষ হইয়াছে। ইহার নাম পাঞ্জাব নরদারণ এষ্টেট রেলওয়ে। নদ নদী সকল স্থানে স্থানে খে দ্বারায় বন্ধ;

৩১

"ফিলোর" শতদ্রু কণ্ঠ করিয়াছে রোধ
বান্ধিয়া শৃঙ্খলে জোরে, দিল্লী যার খোঁটা।
বিপাশা বান্ধিয়া পরে, করে যেন ক্রোধ
মারে পুন ইরা বুকে, কীল দুই মোটা॥

৩২

"ভাওলপুর" হস্ততো অন্য "মূলতান"
"রোরি" গলে দিয়ে বেড় "করাচিতে" কান।
পরায় শৃঙ্খল শেষে, যাতে পড়ে টান—
বেরোবে "লাহোর" বুকে, প্রিয়-পত্নী-প্রাণ॥

৩৩

অন্য কিলে শৃঙ্খল যা পুন বান্ধিয়াছে
চন্দ্রভাগা বিতস্তাদে, অটকে মিলেছে।
এতে আর একাকী কি, যাবার যো আছে?
চারিদিগে বাঁদাবাঁদী, তোমায় সেরেছে॥

৩৪

ভবেতে বন্ধন নর এইরূপে আছে
মায়াময় শৃঙ্খলেতে আশে পাশে বাঁধা।
আশ্রমী হইয়া তাই করে বাস কাছে
পরস্পর মিলে যুলে,—গৃহ ধর্ম্ম সাধা॥

৩৫

মাতা পিতা দারা সুতা ভ্রাতা ভগ্নিগণ
একে একে আত্মবন্ধু সে শৃঙ্খল কোঁড়া।
স্নেহময় ধাতু খাটি বন্ধন কারণ
যথা যার মাতৃ ভূমি, থাকে তথা যোড়া॥

৩৬

নাবিক হারালে দীশা দেখে ধ্রুব তারা
তৃষিত মানব যথা হয় বারি প্রতি।
প্রবাসে পীড়িত নর, ভেবে হয় সারা
চায় সদা যেতে দেশে,—আকর্ষণ শক্তি॥

৩৭

মরি তাতে হানি নাই মনে করে সেই
কর্ম্মভোগ হেতু খালি জন্ম লওয়া ভবে।
বিধাতার দোষ তবে, এই আমি দেই
ভস্মীভূত মাতৃভূমে, দুর্ভাগা না হবে॥

৩৮

বিধাতার দোষ ভাল, কেন মিছে দেই
কুগ্রহ প্রভাবে আমি হই দেশ ত্যাগী।
প্রবাস কারণ শ্রেষ্ঠ হইল তো সেই
জন্মলগ্নে পাপগ্রহ, আছে বসে জাগি॥

৩৯

বিপাকে মরয়ে যদা নাহি হয় গতি
"কুশপত্র"* দাহ তার, করে আর্য্যজাতি।
অসামান্য অঙ্গ সব, ভয়ানক অতি
নকল কি "পর্ণনর" হইল তোমাতি ?॥

৪০

সতীনেরা পরস্পরে ধরেছে যে ধূয় !
নিঃসন্দেহ তার চোটে, দেখিতেছ কূয়।
দুই জন মধ্যে তব হন কেবা সুয় ?
আমরা তো বেশ জানি, বিতস্তা যে দুয়॥

৪১

ছিলো জায়া তবু ভায়া ক্যান কল্লে বিয়ে
বিতস্তা তো রূপে গুণে কিছু কম নয়।
নিশ্চিন্ত ছিলেন গিরী কন্যা দান দিয়ে
পাতিত্ব রাখিলে ভাল—দুয় কারে কয় ?॥

* ৩৬০টী পলাশ পত্রের পরিমাণে নর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যথা মস্তক ৪০ গ্রীবা ১০ বক্ষ ৩০ উদর ২০ বাহুদ্বয় ১০০ অঙ্গুলী ১০ অপাঙ্গ ১০ উরু ১০০ জানু জঙ্ঘা ৩০ পদাঙ্গুলী ১০=৩৬০। শুদ্ধিতত্ত্ব পর্ণ-নর দাহ বিধি।

৪২

তাতে সতী গর্ভবতী যদা এলো বান্
প্রবল তরঙ্গ করি ভাগি চন্দ্রভাগা।
প্রসবিলা যোড়া পুত্র "হরো" ও "সোহান"*
ভয়ভীতা হয়ে দেবী,—করিলে কে দাগা ? ॥

৪৩

যদিও অকালে জন্ম নিলে পুত্র দ্বয়
হাঁসিলে পড়িত শুনি, সোণা ও মুকুতা।
ভদ্রকুলে জন্ম হলে এই তো নিশ্চয়
সুধা করে বরিষণ—চাহে না লকুতা ॥

৪৪

কিন্তু তব অযতনে ভাই দুই ক্ষীণ
খেতে না পাইলে কোথা লোক থাকে দড় ?
কোথা গেল সোণা মতি দেখিতে শ্রীহীন
অন্য পক্ষে ছেলে নই—অবিচার বড় ॥

* দুইটী ক্ষুদ্র নদ সিন্ধু ও বিতস্তার মধ্য স্থিত। এখন পর্য্যন্ত হরো নদে অল্প পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তক্ষশীলা সহরটী সোহান নদ কূলে স্থিত।

৪৫

কুলীন ভাগিনা যথা ভেবে হয় জ্বরা
মামাদের যবে তার প্রাপ্ত দৈন্যদশা।
পুত্র যাঁর খোঁজ নাই, থেকে বাপ মরা
তুমি কল্লে সেইরূপ—কাহার ভরসা ?

৪৬

ব্রহ্মশাপে গিরিকুল হবে কলিযুগে
জীবন বিহীন প্রায়, আগে গেছে শুনা।
প্রলয়ের ঢের দেরি—মরে কষ্ট ভুগে
নতুবা শুখায় কদা গঙ্গা বা যমুনা ?

৪৭

যা বলো তা বলো সিন্ধু কথা নয় ঠিক
তোমার ঔদাস্যে ছেলে, বৃথা বয়ে গেল।
লয় না ছেলের তত্ত্ব, সে বাপের ধিক !!
তুমি বড় লজ্জাহীন—শীঘ্র গিয়ে মেল ॥

৪৮

এরা তো তোমার ছেলে অন্য পর নয়
ভাইপো ভাগ্নে হলে, কি করিতে বল ?
সকলে পালিলে তবে গৃহ ধর্ম্ম রয়
তৃষিত থাকিলে পিতৃ কারা দিবে জল ? ॥

৪৯

গুণাগুণ কি হইল তাও সিন্ধু দেখ
মূর্খ পুত্র রিপু তুল্য জ্ঞান তা তো তুমি।
দিয়ে শিক্ষা ধর্ম্ম নীতি, রাজ্য দেশ রেখ
যেন না পড়ায় দহ, যথা পায় ভূমি ॥

৫০

গৌড় দেশে আছে এক পদ্মা নামে নদী
সদা সশঙ্কিত লোক, তদ কূল বাসী।
লয় গর্ভে গ্রাম ধাম একবার যদি
ভাঙ্গণ ধরেন পাড়ে,—যমরাজ মাসী ॥

৫১

জলে ভাসে ঢেঁকী কুলো, যায় বেগে গাভী
নর মুণ্ড সারি সারি, দেখে ফাটে বুক।
চাল ধরে গাছ ধরে, ভেসে যায় খাবি
মাতা না ছাড়িল শিশু—প্রাণ ধুক্‌ধুক্ ॥

৫২

তাই বলে বলি নাকো, হইতে অস্থির
দেখিয়া সন্তান দোষ সময় উচিত।
মান রক্ষা হেতু হও শুনিয়া বধির
দেখেচ যা শুনেচ যা, তার বিপরীত ॥

৫৩

সময়ে সময়ে উঠে পাপের তরঙ্গ
মূঢ় মতি যুবা জন, করে তাতে রঙ্গ।
গাঁজা গুলি মদ্য হয়, সব তার অঙ্গ
তার সাক্ষী দেখ তুমি নব্য দেশ বঙ্গ ।।

৫৪

বুড়োরা দেখিয়া তথা, কালের গতিক
ভাই বন্ধু দোষ ঢাকে, হয়ে সপ্রতিপ।
অন্য পক্ষে পক্ষপাত করে যে সে ধিক !!
মহত্ত্বের চিহ্ন কি এ, কুলের প্রদীপ ? ।।

৫৫

ভ্রম অন্ধ হয়ে নর কূপে পড়ে যবে
কান্দয়ে সে রক্ষা হেতু, যায় দেখি প্রাণ।
হাত তুলে ডাকে দেখি, চুপ করে রবে
ভদ্রকুলে জন্ম নিয়ে, না করিবে ত্রাণ ?

৫৬

ধন্য সে জীবন মুক্ত, যার ভাগ্যে যোটে
ভয় হতে রক্ষা করা শরণাগত যে।
প্রাণ পানে ধন পানে, নাহি চাহে মোটে
ভেঙ্গে হৃদি খালি দয়া, প্রবাহ উপজে* ।।

---

* "পর্য্যাপ্ত দক্ষিণস্যাপি, নাশ্বমেধস্য তৎ ফলং।"
"যৎ ফলং যাতি সন্ত্রাসে, রক্ষিতে শরণাগতে ।।"

৫৭

ছেলে-পিষী সরস্বতী, পিতামহ ব্রহ্মা
গিরি হলো মাতামহ—সব পূজনীয়।
কুলব্রণ পুত্র হলে, তুমি খাবে রম্ভা
হিন্দুদেব পক্ষে বটে—নয় তা অপ্রিয়॥

৫৮

কহি শুন সিন্ধু, করিও যতন
রবে নাম যাতে, হবে না পতন।
সন্তান সবারি হয় প্রিয় ধন
কু সঙ্গে ছেলেরা না পড়ে কখন॥

৫৯

চন্দ্র কন্যা ভাগে বলি, নাম চন্দ্রভাগা
গ্রহণ করিলে পাণি, নাকি সেই হতে ?।
এ হলে পিতার আর বৃথা তবে রাগা
শ্বশুরকে তুষ্ট করো, সিন্ধু কোন মতে॥

৬০

সে নয় তোমার দোষ, শুনি সর্ব্ব মুখে
শ্মশান তারিণী* কার্য্য, যদা নিশাপতি
অনূঢ়া বয়স্থা দেখে নিদ্রা যেত সুখে,
কি করে বৃষলীর্ণ ভীতা, বরে স্বয়ং পতি** ॥

* হিন্দুগণ নিম্ন লিখিত নদী ও তীর্থ নাম শ্মশানে শবকে উদ্ধারার্থ

৬১

একে চন্দ্র তারাপতি জাতে সুধাকর
কুলিনের সুঁড়িগিরি লঘু নয় কাজ।
বৃন্দাবনে রাস মাত্র—করে দামোদর
পিতৃ-তত্ত্ব না নিয়ে কি, হতো তাঁর লাজ ? ॥

৬২

এরূপ ঘটনা নাকি, ঘটে শুনি সদা
ইয়োরোপ খণ্ডে যথা, বিবাহ এ রীতি।
কন্যা পাত্র যুটে লয়, গুরুবাক্য কদা
রাখয়ে যুবতী যদা, করে সে পিরীতি ॥

দাহ করণ কালীন ধ্যান করিয়া মন্ত্র পড়ে বলিয়া চন্দ্রভাগার অন্য নাম শ্মশান তারিণী রাখা হইল।

"গয়াদীনি চ তীর্থাণি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।"
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ, যমুনাঞ্চ হরিদ্বারং ॥
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্ব পাপ প্রনাশিনীং।
ভদ্রাবকাশ্যাং সরযূং গণ্ডকীং পনসাং তথা ॥
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথীব্যাং যানি তীর্থানি, সরিতঃ সাগরাং স্তথা ॥
"ধ্যাত্বা তু মনসা সর্ব্বে, মৃতস্নানং গতায়ুষং ॥"

---

† "পিতুর্গৃহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা ॥"

** "গম্যন্ত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরং।"

৬৩

জাত নাই কুল নাই সে দেশে এ সাজে
হিন্দুকন্যা কুলবালা, এ জন্য তো দোষ।
গৃহ ত্যাগ করে যদি, চারি দিগে বাজে
সদা কলঙ্কের রোল—কুলে বহে শোঁষ ॥

৬৪

এ দেশেতে স্বয়ম্বরা ছিল না এ নয়
প্রথা বৃক্ষে হয় ফল বিষ ভরা অতি।
তাই দেখে আর্য্যগণ পেলে বুঝি ভয়
শাস্ত্রে আজ্ঞা হলো পিতা দেখে দিবে পতি ॥

৬৫

পূর্ণ দশ বর্ষ যদা না হয় দুহিতা
পিতা "ব্রাহ্মো" বিয়ে দিবে স্বশক্ত্যলঙ্কৃতা।
'অসপিণ্ডা' 'অসগোত্রা', যার মাতা পিতা
সবর্ণে বরেতে কন্যা প্রদান সংস্কৃতা* ॥

---

* "অষ্ট বর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।"
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে, দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
"প্রদাতব্যা প্রযত্নেন, ন দোষৈঃ কাল দোষতঃ॥"

ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
"তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেক বিংশতিং ॥"

৬৬

সর্গ লোকে বরকর্ত্তা দাবী করে ভারি
বিত্তিবান্ ছেলে হলে, উঞ্ছবিত্তি ছেড়ে।
কন্যাকর্ত্তা থাঁই শুনে যায় চলে হারি
মনে বুঝে ফল নাই—বর বৃক্ষ নেড়ে ॥

৬৭

দেবমাত্রে দৃষ্টিভূক্ উপহার ফুল
প্রধানের তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা।
মর্ত্ত্যলোকে সোণা পরে দেবীদের ভুল
চান নানা অলঙ্কার—কম নয় জ্বালা ॥

৬৮

বার বার নিশিনাথ করে আরাধনা
সপ্ত নদ পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং প্রজাপতি।
যোগকর্ত্তা বলে তিনি করেন লাঞ্ছনা
ঘর বর না মিলিলে, রুনের কি গতি ? ॥

"অসম্বন্ধা ভবেদ্যা তু পিণ্ডেনৈবোদকেন বা।"
"সা বিবাহ্যা দ্বিজাতীনাং ত্রিগোত্রান্তরিতা চ যা।

"পাণিগ্রহণ সংস্কার সর্ব্বাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি ॥"

৬৯

সিন্ধু তুমি শুন নাই স্বয়ম্বরা আগে
পিতার না ছিল ইচ্ছা লও চন্দ্র-কন্যা।
শুনা হতে সদা নাকি, জ্বল তুমি রাগে ?
যেমন কুকুর দেশী যদা হয় হণ্যা ॥

৭০

ইরাবতী লজ্জাবতী তোমার পতিনী
করেছ গ্রহণ নাকি ব্রাহ্মোমতে পাণি ?।
ধরা সুতা বলে হন, সীতার ভগিনী
গৃহকার্য্যে পটু যথা,—হরের পাষাণী ॥

৭১

অল্প বিস্তর যা কিছু থাকয়ে ভাণ্ডারে
রীতিমত বেটে দেন তুল্য অংশ করে।
গিন্নী না খাইতে পেলে, বলিবেন কারে
কেহ যদি কম পায়, তোষে হাত ধরে ॥

৭২

এ বড় কঠিন কার্য্য, সংসারের মাঝে
সব জনে তুষ্ট রাখা যবে আয় কম।
বড় যে চতুরা নারী, তাঁহারি এ সাজে
অল্প বুদ্ধি মোহ মতি রেগে হন গ'ম ॥

৭৩

জ্বালনে ঘর্ষণে যথা সোণার পরীক্ষা
জানা যায় মূল্য আর কেমন আকর
পরিচয় দেন তথা পিত্রালয় শিক্ষা
অবলা লয়েন যবে সংসারের ভার ॥

৭৪

বিদীর্ণ হইল পৃথ্বী লইতে দুহিতা
রাম যদা পুন চান সীতার পরীক্ষা।
ইরাবতী সন্ধি পেয়ে, হলো প্রবাহিতা
বসুন্ধরা শুনি করে, অনেক প্রতিজ্ঞা ॥

৭৫

করিয়া অনেক গ্রাস মাতা রাখে নাকি
ইরায় করিয়া বন্ধ, যথা গতি রোধ।
উপত্যকা ভূমি সেই দিতে নারে ফাঁকি
বেষ্টিত চৌদিকে গিরি—তবে কমে ক্রোধ ॥

৭৬

হেমন্ত ঋতুর দয়া তাতে ভূমি পান
বর্ষণ নীহার হলো, তিনি যত চান।
গিরি-হেমকুট নাম, হলো সেই স্থান
হইল কটক বন্দ—আর কোথা যান ॥

৭৭

স্বভাবে সরলা ইরা বেগেতে তরলা
নীহার পতনে তাহা, প্রায় গেল জমি।
বসুন্ধরা প্রতি দয়া, করায় কমলা
পূর্ণ হলো মনস্কাম,—এবে চেষ্টা স্বামি॥

৭৮

গিরি ছিল পঞ্চকুট যাহাতে বেষ্টিত
বাবা পঞ্চানন বলি, করি আরাধনা।
প্রতিজ্ঞা করিল মাতা, হবে প্রতিষ্ঠিত
রত্নময় করি পদ,—পৃথ্বীর মাননা॥

৭৯

ক্রমে ক্রমে দিবা দেখি, হয় অবসান
কান্দিল জননী বহু কন্যার কারণ।
কেশ-পাশ ধরি মাতা যত দেন টান
ইরা করে যত্ন বহু—শুনিতে বারণ॥

৮০

"দেখ না অভাগী কন্যা, ভগ্নীর কি দশা
মর্ত্ত্যলোকে আছে কি রে সুখ ভোগ আশা?
সীতা মোর গর্ভবতী না ছিল ভরসা
বনে যদা ছেড়ে গেল, একা সন্ত্রাশা॥"

৮১

"একটু হলো না দয়া, ওরে রাম ধিক !
সীতা তোর ছায়া রূপে, সদা অনুগামী।
তুমি তো জানিতে বাপু, সকলি অলীক
পরালে কলঙ্ক মালা,—হয়ে কি না স্বামি ? ॥"

৮২

"নারদের মন্ত্রণায় হারাই দুহিতা
পূর্ণব্রহ্ম রাম মোর হবে সীতা-পতি।
এই হেতু যজ্ঞ-ভূমে কন্যা যে রক্ষিতা
জানি যদি রাখি কদা, হবে এ দুর্গতি ॥"

৮৩

"তোরা যে হৃদয় নিধি, কেমনে ছাড়িব
হারা ধন সীতা পেয়ে ইরা হারাইব
বিধাতার ইচ্ছা নাকি, দুয়েকে দেখিব
তবে যাক রসাতল,—আমি না রহিব ॥"

৮৪

স্রোত না ফিরিয়া যায় না কথিত বাণী
হস্তী-দন্ত সেই রূপ বার হয় যদি।
বাসুকীর সঙ্গে শুনি, করে কাণাকাণি
ধার্য্য হলো বিয়ে দে'য়া, কন্যা ইরা নদী ॥

৮৫

ঘটকের নাম নাই পাতাল ভুবনে
স্ত্রী পরম্পরায় সব, বিয়ে কার্য্য শেষ।
মিলুক বা না মিলুক বর্ণ আর গণে*
দম্পতি মিলন পূর্ণ—হয় তথা বেশ ॥

৮৬

পাতাল ছাড়িল ইরা বর জুটায় কে
এই হেতু পুত্রে মাতা করিল স্মরণ।
মঙ্গল উদয় তদা হইলো পলকে
মাতৃ আজ্ঞা শুনিবারে বন্দীয়া চরণ ॥

৮৭

"ইরায় প্রদান আমি করিব সত্বর
দেখনা না পারা যায় লইতে ভিতর।
শুনিয়া মঙ্গল তবে হলো তৎপর
তত্ত্ব করি আনিবারে ভাল দেখি বর ॥"

---

* 'বর্ণশ্রেষ্ঠা চ যা নারী বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্।"
তয়োর্ব্বিবাহে মৃত্যুস্যাৎ ষণ্মাসে নাত্র সংশয়ঃ ॥

স্বজাতৌ পরমা প্রীতি মধ্যমা দেব মানুষে।
"দেবাসুরে কনিষ্ঠা চ মৃত্যুর্মানুষ রাক্ষসে ॥"

৮৮

ব্রহ্মা বই গতি নাই যোগ-কর্ত্তা তাতে
পুত্র সব সে দেবের, উপযুক্ত অতি।
রত্নগর্ভা--কন্যা শুনি, বিয়ে সিন্ধু সাতে
হইল তখনি স্থির—ধনের শকতি॥

৮৯

ব্রহ্মার আবার ছিলো, মনে মনে রাগ
সেই হেতু পরো তুমি, তৃতীয় যোঁয়ালি।
ফের বিয়ে হয় যাতে, করে ছিলে তাগ
উদ্ধার করিতে কুল—দেশের প্রণালী* ॥

বসুমাতা বুঝি তাহা আপনার মনে
তুলসীর বিয়ে দিয়ে ছিল তোমা-সনে।
আর না বলিতে পার বিশেষ কারণে—
দিয়েছে চতুর্থ বিয়ে ধরে পাঁচ জনে॥

* "ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্।
কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যা ব্রতং চরেৎ॥"

৯১

নারদে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল তদা ব্রহ্মা
করো বাপু নিমন্ত্রণ, বিবাহে ত্রিলোক।
দেব বা দানব শক্র হন্ তো না শর্ম্মা
বলো করি আগমন, বাড়ান আলোক॥

৯২

কৈলাসে কহিও হরে কর যোড় করি
হন্ আবির্ভাব সহ তারা—ত্রিনয়নী।
গোলকে আছেন প্রভু যজ্ঞেশ্বর হরি
আসিবারে লোলা সহ—বিবাহ রজনী॥

৯৩

আদ্যাশক্তি আরাধনা, করিবার জন্য
ভ্রমে শিব অহরহ শ্মশানে মসানে।
গণেশ-জননী দুর্গা, অঙ্গ যার অন্য
তবু ভোলার এ ভাব—বল কে তা জানে?

৯৪

শক্তি হলো অর্দ্ধ অঙ্গ তবু কি ন্যাথরা?
কোলে ছেলে হারা বলে,—বাজান ঢ্যাঁঢরা*
বন্ধ করে শ্যামা যেন, ভূতকে প্যাটরা
নতুবা করিবে দাগা—বিয়েতে ড্যাকরা॥

---

* খোদা এস্ পাছ ঢুঁড়ে জঙ্গলমে।
লেড়কা বগলমে, ঢঢোরা সহরমে॥

৯৫

কোজাগর রাতে সদা, লক্ষ্মী সহ হরি
ভ্রমেণ তো ঘর ঘর 'কো জাগর্ত্তী' বলি।
নর হিত সাধ্য যদি নিদ্রা ভঙ্গ করি।
সেই হিত সাধা হবে, উভয়েতে এলি*।

৯৬

নবগ্রহেণ† পরস্পর আছে দলাদলি
এমতি উপায় করো, আসে যাতে সবে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ, মার্কণ্ডেয়, বলি
গন্ধর্ব্ব অপ্সর সিদ্ধ,—এলে মান রবে॥

৯৭

হইয়াছে লগ্ন স্থির পূর্ণিমার উষা
সারা রাত চলিবেক আমোদ উল্লাস।
এক সঙ্গে আসা সবে, মিথ্যা সে ভরসা
ঝগড়া বিবাদ কোন, বলো নাহি ত্রাস॥

* "নিশীথে বরদা লক্ষ্মী কোজাগর্ত্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥"

† সূর্য্যাশ্চন্দ্রো মঙ্গলশ্চ বুধশ্চৈব বৃহস্পতিঃ।
শুক্র শনৈশ্চরো রাহু কেতুশ্চেতি নবগ্রহা॥

৯৮

দিবেন আমায় ইন্দ্র মেঘ-মালা-দল
পরস্পর না দেখেন হবে তাই আড়।
বরুণ দিবেন বাপু—যদা চাই জল
ভয় মাত্র সে জনায়,—গলে যার হাড় ॥

৯৯

দক্ষ-যজ্ঞে সতী হারা হন্ যবে শিব
কান্ধে লয়ে করে নৃত্য মৃত-দেহ ভোলা।
কাঁপিল মেদিনী দর্পে, ভয়ে মরে জীব
সতী দেহ কাটা হলো,—ভয় দাদ তোলা ॥

১০০

পাইয়াছেন পত্নী তো গিরিরাজ-সুতা
রূপে গুণে বড় ভালো, গণেশের মাতা।
গিরি-কন্যা হয়ে সতী পুনঃ সম্ভূতা
তবু তো পড়ে না রাগ—ওরে মোর ধাতা ॥

১০১

বিয়ে কি করিতে চান, অভাগার নাতি
মনে হলে সব কথা, আজও পায় হাঁসি।
করিবো না বিয়ে তবু চাই শক্তি সাথি
সেবা করে যেন ভাল, হয়ে তাঁর দাসী ॥

১০২

ঘরে নাই অষ্টরম্ভা, হয় না তো রান্না
রুচি নেই বলে কর্ত্তা মুগে-দাল খান্না।
খিদের চোঠে পেট জ্বলে, লুকিয়ে তো কান্না
খেতে বল্লে চটে উঠে, বাবু মোর চান্না॥

১০৩

হিমাদ্রি-তনয়া গৌরী অতি রূপবতী
আমা হতে শুনা পরে—করে কি সে ভূত ?
শাঁখারির বেশ ধরি, হবে বলে পতি
সম্বন্ধ করিল পাকা—হয়ে নিজে দূত॥

১০৪

আবার মেনকা মাগী, তেমনি কি নেকী
করিলে কৈ জিজ্ঞাসা—মত আমাদের ?
শিব ছিলো দোজোবরে, শুনে কে জানে কি ?
মেনকা ও গিরি ভুলে,—কর্ম্ম নারদের॥

১০৫

দিতে চান মোরে ফাঁকি প্রজাপতি জানি
স্যাকরার হাতে চলে, কখন কি মেকী ?
বলেনা ঘটকে ভূত—ভাবি নাহি হানি
ফাঁকি দিলেন বলে হুঁ!—বিয়ে দেখিনি কি ?

১০৬

শতক্রুর উল্টা সব এ কথা বলা কি ?
বশিষ্ঠের খেদ শুনে—কে জানে হলো কি ?
সাধাসাধি বিয়ে নিয়ে,—রাখিলে কথা কি ?
হয়েছে বৈরাগ্য সত্য—বলে সব ফাঁকি ॥

১০৭

তুমি তো আমার পুত্র মনমত ধন
মুনিগিরি করে কাল কাটাইলে সব।
বল তুমি পেলে বুদ্ধি, হতে কোন জন
করিলে না তো সংসার—মুখে নাই রব ॥

১০৮

গঙ্গা যথা মড়া নিতে কখন আলে না
সিন্ধু তথা বিবাহেতে, কদা না বলে না।
হ্যাদে ছোড়া দেখ দেখি, কৈ তো জানালে না
কল্লে বিয়ে চন্দ্র-কন্যা—কিছু ভাবিলে না ॥

১০৯

ব্রহ্মার কার্য্য সৃষ্টি রক্ষা, সিন্ধু বেশ জানে
শিব নই তো করি নাশ, স্বভাবের টানে।
বিষ্ণু হন রক্ষাকর্ত্তা,—সবে তাঁকে মানে
এ তিন কারণ আদি,—ত্রিমূর্ত্তি বাখানে ॥

১১০

পবন দিবেন বল, বিমান চালাতে
ছেয়ে যাবে শূন্য-মার্গ, দেখিচ কি বাবা !
বিদ্যাধরী নাচিবেক বরযাত্র সাতে
শুনিতেছ ও নারদ—হয়ে যেন হাবা ! ॥

১১১

ইন্দ্র যে রাখিল ভাল সততা আপন
দিবে মালা পারিজাত হইতে কানন।
সমুদ্র মন্থন কথা রেখেছে স্মরণ
উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত কার বাক্যে লন ? ॥

১১২

গোলমাল বুঝি নাকো সোজা কথা বলি
তুমি হলে যোগ্য পুত্র পরামর্শ স্থান।
না খান যদিও তাঁরা, সম্বল নে চলি
সুরভি দিবেন দুগ্ধ যত যিনি চান॥

১১৩

ধন্বন্তরি থাকিবেন আমাদের সনে
অসুখ বিসুখ কারো হয় কে তা জানে।
নাড়ী তিনি দেখিবেন, সব জনে জনে
বিশেষতঃ বিজ্ঞ লোক—সবে তারে মানে ॥

১১৪

বরকর্ত্তা যবে হবে স্বয়ং চক্রপাণি
অসুর দৈত্যের ভয় আছে কি কখনি ?
শঙ্খনাদে বলা বৃথা কাঁপিবে মেদিনী
সজ্জা করে মোরা সবে, চলিব যখনি ॥

১১৫

দশরথ পান ভয় জামদগ্ন্য হাতে
যবে আসে বধূ লয়ে জনক দুহিতা।
রাম তাঁর দর্প চূর্ণ সে হতে করাতে
ঘুচেছে কণ্টক পথ,—তাও সুরক্ষিতা ॥

১১৬

রুক্মিণী হরণ হতে হরণ সুভদ্রা
পেয়ে শিক্ষা ভাই তুই, হয়েছে চতুর।
যদি গোল হয় কালে, পড়ে বিষ্টিভদ্রা*
তার শান্তি সর্ব্ব রূপে করিবে ঠাকুর ॥

* "স্বর্গে ভদ্রা শুভং কার্য্যং পাতালে চ ধনাগমঃ।
মর্ত্ত্যলোকে যদা ভদ্রা, সর্ব্ব কার্য্য বিনাশিনী ॥"

১১৭

মঙ্গল ও বৃহস্পতি চন্দ্র আর রবি
পরস্পর বন্ধু সব কন্যাকর্ত্তা হবে।
তাহারা করিবে মাৎ আয়োজন করি
সিন্ধুর বিয়েতে পূর্ব্বে ঘটা হলো কবে ?

১১৮

কুবের ও বিশ্বকর্ম্মা, উভয়েতে শুনি
করিছে রতনে নাকি, ইরা সুসজ্জিত।
বিন্যস্ত হইছে রত্ন, এত চুণি চুণি
বর্ণে লজ্জা ইন্দ্রধনু, পাইবে নিশ্চিত॥

১১৯

গিরিবর কন্যা দানে দিলে মোরে ফাঁকি
নিশানাথ তার পর, যাহা ছিল বাঁকি।
কুলীন-ছেলে বাঁচিলে, তার ভাবনা কি ?
আশা পূর্ণ শেষে এসে, ভাল হবে নাকি ?

১২০

নারদ থাকিয়া মৌন হাঁসি মনে মনে
প্রণতি করিয়া বাপে নিলেন বিদায়।
নক্ষত্র বেগেতে তদা ভ্রমি ত্রিভুবনে
অতঃপর চলিলেন দেখিতে ইরায়॥

তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্তঃ।

চতুর্থ তরঙ্গ।

১

মুনি ভাবে এই, পিতাকে কি কই,
অবগত হই, 'ইরা' বা কেমন।
জিজ্ঞাসিলে, পরে, আপনা বা পরে,
যাই যবে ঘরে, কনে বিবরণ ॥

২

মা জানকী সীতা, অবনী-দুহিতা,
হয়ে অতি ভীতা, আছে বা কেমন ?
মর্ত্ত্যলোকে লীলা, সম্পূর্ণ করিলা,
শিক্ষা দিয়ে ছিলা,—সতীত্ব যেমন ॥

৩

সময়ে সময়ে, অবতীর্ণ হয়ে,
ভূভার হরয়ে, সনাতন হরি।
কি নারী কি নর, নানা রূপ ধর,
সৃষ্টি রক্ষা কর,—ক্লেশ কত করি ॥

৪

সৃষ্টি স্থিতি লয়, ওহে দয়াময়,
তোমা হতে হয়, অধম তারণ।
তুমি রক্ষাকারী, তুমি দণ্ডধারী,
ওহে ত্রিপুরারি, জগৎ কারণ॥

৫

জবনী ধারণ, করো অনুক্ষণ,
ওহে মহাত্মন্, বিনা হস্ত পদ।
দেখ চক্ষু বিনে, শুন কর্ণ বিনে,
কি রাতে কি দিনে,—বিষম বিপদ॥

৬

ধর বহু রূপ, সদা অপরূপ,
এ জন্য স্বরূপ, স্থির নাহি হয়।
দেখিতে তোমাঁরে, ভ্রমণ কান্তারে,
যেন কত ধারে,—সুধিবার নয়*?॥

* "অপাণি পাদো জবনী গৃহীতা,
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
সবেত্তি বেদ্যং নচ তস্য বেত্তা,
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহাত্মন্॥"

৭

সীতা-গুণ গান, গেয়ে পুরি তান,
আসি বেগে বাণ, তারা-পথে থামি।
চিত্রপট যথা, ব্রহ্মাণ্ড তো তথা,
পক্ষীদৃষ্টে যথা,—বলেদেখি আমি ॥

৮

দেখিতে দেখিতে, ভারত চৌভিতে,
নয়ন চকিতে,—প্রপতন হ্রদে।
বহুক্ষণ ভাবে,—ভূমি কোথা পাবে,
স্বর্গ কি হারাবে ? কহিল নারদে ॥

৯

দেখি সরোবর, অতি মনোহর,
পরিধি বিস্তর, বিস্মৃত হইল।
ভবে নাকি শশী, নভ হতে খসি,
রাহু ভয়ে আসি, স্মরণ লইল ? ॥

১০

হিমাংশু যে জ্বলে !—রবি-মার্গে বলে,
সুভ্রাংশু তানলে, দেখাবে এমন।
ভ্রষ্ট শ্বেত বাজী, এ কি সাজ সাজী,
হর-শির ত্যজি—দুর্দ্দশা কেমন ? ॥

১১

রাগে 'শূরাচার্য্য', 'ভগ্নাত্মা' তো ধার্য্য,
নহে তা আশ্চর্য্য, যে জন দুর্ম্মতি।
হয়ে রাজ-রাজ, ওহে দ্বিজরাজ,
করে কি কুকাজ,—বল অধ গতি ? ॥

১২

লাঞ্ছন নামেতে, পেলে যা আগেতে,
ডুবে কলঙ্কেতে, ওহে শশধর ! ।
হলে না সন্তোষ, বাড়িল আক্রোশ,
করে পুনঃ দোষ,—ভ্রষ্ট স্বর্গ ঘর ? ॥

১৩

করিয়াছ মনে, নলিনীর সনে,
ঐ কুমদ বনে, রবে তুমি মজে।
সে নয় সম্ভব, হয় অনুভব,
অসৎ ওরা সব,—আকর পঙ্কজে* ॥

১৪

তবে যে যতন, মনের মতন,
করে অগণন, হয়ে এক কায়।
সে নতুন বলী, ব্যত্যয় সকলি,
যাবে তুমি চলি, যদি টের পায় ॥

---

* বিপ্রেন্দ্র কা প্রশংসেয়ং জন্মতে ব্রহ্মমানসে।
যস্য যত্র কুলে জন্ম, তন্মতিস্তাদৃশীভবেৎ ॥

১৫

বেষ্টিত সবারি, শুভ্র বেশ ধারী,
যেন ব্রহ্মচারী, অনুমানি মুই।
দেখিয়া কাতর, ভাবি বুঝি জ্বর,
পড়িছে মন্তর, কাছে পুথি থুই॥

১৬

মেঘ ঢাকা ছিল, সূর্য্য প্রকাশিল,
আলোক পড়িল, পর্ব্বত শিখরে।
ভাবিল রাধায়, সহ গোপীকায়,
বিরহ জ্বালায়,—আছে যেন মরে॥

১৭

গিরি-শুভ্র-কান্তি, তুষারেতে ভ্রান্তি,
হেতু পথ শ্রান্তি, হওয়াতে ঘটিল।
শিখরের তরু, মোটা কিম্বা সরু,
চক্ষু নাসা ভুরু,—ক্রমে নির্দ্ধারিল॥

১৮

আভা যে রতন, অভাবে যতন,
স্বভাবে পতন, শিখরে নিলয়।
পঞ্চ সখীগণ, পরি আভরণ,
করিয়া বেষ্টন, হরি নাম লয়॥

১৯

প্রেম ধর্ম্ম ভবে, দেখাইতে সবে,
রহিয়া নীরবে, মুনিবর কয়।
বিরহ যাতন, ঈশ্বর কারণ,
লইল জনম,—অন্য কিছু নয়॥

২০

সুকৃতির কর্ম্ম, প্রাপ্ত প্রেম ধর্ম্ম,
ভক্তি যার মর্ম্ম, ওহে উৎসুক!
কাট মায়া ফাঁদ, অহরহ কাঁদ,
পাইবে ও চাঁদ,—ওহে হে ভাবুক॥

২১

চাঁদ ঘেরা তারা, অতি মনোহরা,
থাকে সদা তারা, আকাশ-মণ্ডলে।
কৃষ্ণ ঘেরা গোপী, মন প্রাণ সোঁপি,
কৃষ্ণচন্দ্রে গোপী,—ঐ ব্রজমণ্ডলে!!

২২

আশা বড় ধন, তৃষিত জীবন,
করি আগমন, ঘুচায় পিপাসা।
নির্ব্বাসিত জন, ভুগর্ভে পতন,
বিরহী মতন,—বাঁচে করে আশা॥

২৩

রত্ন আভা ফের, সূর্য্য-গতি ফের,
ঋষি পেলে টের, বলে আবার কি ?
উষ্ণীষ বন্ধন, করে সব জন,
করে কি ক্রন্দন,—নিশাচর হবে কি ? ॥

২৪

পুনঃ অতিকায়,—ভাবি অতি কায়,
হলো এ কি দায়, চক্ষে হাত দিল।
বলে চক্ষু খুলি, কখন কি ভুলি,
রাক্ষসের ঝুলি,—কাঁদে রাখা ছিল ॥

২৫

যদা দশাননে, পঞ্চ বটী বনে,
সীতাকে হরণে, ছল করেছিল।
রাক্ষসপুত্র সবে, সেই হতে হবে,
নৈলে আর কবে, কাঁদে ঝুলি নিল ? ॥

২৬

হৃদে বেঁদা বাণ, অতি খরশাণ,
যায় দেখি প্রাণ, কাঁদে বিনা রবে।
আসিয়া রাবণ, করি মহারণ,
বধিবে লক্ষ্মণ,—বুঝি ভাবে সবে ? ॥

২৭

বালি হংস দল, যায় যথা জল,
দেখিয়ে বিহ্বল, মুনি বলে এ কি?
পঞ্চজন বটে, তাই যদি ঘটে,
মায়া-নদী-তটে, পাণ্ডব হবে কি? ॥

২৮

বুঝি ধর্ম্মরাজ, হইয়া বিরাজ,
ধরি বক সাজ,—পাণ্ডব পরীক্ষে।
ভীরু প্রশ্ন করে, লন ভাই হরে,
পুত্র যুধিষ্ঠিরে, দিইবারে শিক্ষে ॥

২৯

আহা হা বেচারা, ফণী মণিহারা,
রাজ্যভ্রষ্ট তারা, বলি এ কি খেলা?
উচিত কি কর্ম্ম, বলি ওহে ধর্ম্ম,
দিবে ব্যথা মর্ম্ম, না করিবে হেলা? ॥

৩০

অজ্ঞাত বাসে, তাই ছিন্ন বাসে,
ভিক্ষা-ঝুলি পাসে,—রাখি জল চায়।
বয়সের ধর্ম্ম, শুষ্ক হলো চর্ম্ম,
হই কৃতকর্ম্ম,—বৃথা বলি হায়! ॥

৩১

দৃষ্টি ভ্রম হলো, কিম্বা তাহা ছলো,
দুই মনে নিলো,—অসম্ভব নয়।
কেন না নারদ, দেব পূজ্যপদ,
গুণে বিশারদ,—তাঁর ভ্রম হয়? ॥

৩২

গুণ হলে গাদা, মন হয় শাদা,
গুণী দেখে ধাঁদা, কি ভাবে কি কয়।
চষ্‌মা দিলে চক্ষে, হতো দৃষ্টি রক্ষে,
ভাল তাঁর পক্ষে,—বলিতে কি ভয়? ॥

৩৩

নব্য সব চাল, দেখে দেয় গাল,
তিল করে তাল, সর্ব্বদা বুড়োরা।
চষ্‌মা কি হানি? পড়েনি তো ছানি,
তা হলেও মানি,—বলেন খুড়োরা ॥

৩৪

আগে ছিল বা কি? অদ্য দেখেন কি,
খাটি হলো মেকি, ভাবে না তাহারা।
আবিষ্ক্রিয়া ফল, সব তাতে কল,
থেকে বুদ্ধি বল,—হবে দৃষ্টি হারা? ॥

৩৫

নারদ তখনি, নামিল অমনি,
দেব না কখনি, করিতে এমতি।
এই কথা বলি, হ্রদ প্রতি চলি,
দেখে উঠে জ্বলি,—আপনর ভ্রান্তি ॥

৩৬

এ যে সরোবর, সত্য চিত্ত হর,
বেষ্টিত কিন্নর, যোগায় রতন।
'অলকা' হইতে, আনিছে চকিতে,
নিধি ভাল দিতে, মনের মতন ॥

৩৭

কুবের ঐ বসি, যক্ষ-কুল-শশী,
চামুণ্ডা প্রিয়সী, বামে বসে তাঁর।
করে কি সস্ত্রীক ? আয়োজন ঠিক,
এ সম্প্রদানিক,—নানা উপহার ॥

৩৮

নির্ম্মল কি বারি ?—হ্রদে কে কুমারী* ?
কৃষ্ণা রূপ ধারী,—অগাধ সলিলে ?
বিগলিত কেশ, যেন শ্যামা বেশ,
চরণে মহেশ, উহারি থাকিলে ॥

---

* চিণ্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা ॥

৩৯

শাপ ভ্রষ্ট হয়ে, পঞ্চ স্বামী লয়ে,
আছ কি অভয়ে ? বৃথা দিন যায়।
পাষাণ মোচন, অহল্যা যেমন,
হবে কত ক্ষণ, ভাব না উপায় ? ॥

৪০

ওগো গো ললনা,—তুমি কে বল না ?
করো না ছলনা, সেবক নারদে।
যদি কৃষ্ণা নও, তুমি কে তা কও ?
প্রসন্ন তো হও, ওগো গো বরদে ॥

৪১

নাহি তব ধাতা ? নাহি তব মাতা ?
আছে তব ভ্রাতা, সম্ভব তো নয়।
নহো তো সধবা, নহো তো বিধবা,
স্বয়ম্ভূ সম্ভবা, হেন মনে লয় ! ॥

৪২

হলে বিবাহিত, সিন্দূর পরিত,
এ কি বিপরীত, বুঝা নাহি যায় !! ।
হইলে বিধবা, গহনা সধবা,
রমণী কেন বা, পরে নিজ গায় ? ॥

৪৩

হস্তেতে কঙ্কণ, খচিত রতন,
নাহিকো গণন—রকম বা কত !
চরণে নূপুর, রতনে প্রচুর,
আভানয় ক্রুর, শিখীপুচ্ছ মত ॥

৪৪

শোভে ভাল গলে, রত্নমালা স্থলে,
নরমুণ্ড হলে, এ কথা বলা কি ?।
দেখ না চরণ, অরুণ বরণ,
দিতেছে কিরণ,—এ অপরূপ কি ? ॥

৪৫

গম্ভীর জলে, কামিনী কমলে,
দাঁড়ায়ে স্ববলে, কিছু বাঁকা বামে ।
স্ত্রীরূপা না হলে, বংশী হাতে ললে,
কালীয়জিৎ বলে, মনে হতো শ্যামে ॥

৪৬

কৃষ্ণ-কালী বেশ, এতে সাজে বেস,
সুলম্বিত কেশ, আবার কি চাই ।
আছে দিগম্বরী, হলে পীতাম্বরী,
আহা মরি মরি, ধ্যানে দুই পাই॥

৪৭

ঊর্দ্ধ বাহু ক্যানে, মত্ত নাকি ধ্যানে,
দেখি চক্ষু পানে, মুদিত তো বটে।
নন্ ত্রিনয়নী, অসুর-দলনী,
এ রূপ কামিনী,—দর্শন কি ঘটে ? ॥

৪৮

অন্তরে নিবাস, বহিছে না শ্বাস,
যেন গর্ভে বাস, অজপা কৈ জপে।
আছে যোগ জ্ঞানে, 'হং' 'স্বঃ' কৈ বা টানে,
ব্রহ্ম বৈ না জানে,—মত্ত নাকি তপে ? ॥

৪৯

তপন কিরণ, হইতে গগন,
পড়ে অগণন, রমণীর শিরে।
আকর্ষণ ভারি, ভেদী স্বচ্ছ বারি,
জ্যোতি তো তাহারি,—ছটা যেন নীরে ॥

৫০

বামার রসনা, নেই এমন না,
বিম্বোষ্ঠ দেখ না—অধরেতে মেলা।
নাকেতে নোলক, কপালে তিলক,
হতে কি গোলক,—এসে এই খেলা ॥

৫১

কাণেতে কুণ্ডল, 'স্যামন্তক' দল,
তবে কেন বল, একে-জন্য এত ।
ক'লে হুলু স্থূল, 'জাম্বুবতী' মূল,
শান্ত যদুকুল, কটা হলে হত ? ॥

৫২

চোর অপবাদ, নিলে এ কি সাদ,
করিয়ে প্রমাদ, মায়া বুঝা ভার ।
মন্ত্রপূত বারি,* খায় নর নারী,
প্রমাণ এ ভারি, "নষ্টচন্দ্র" তার ॥

৫৩

পাপের সঞ্চার, বল নাহি কার,
বিহিত তাহার, করিতে কি এলে ?।
জন্মে পুনঃ ভবে, ব্রহ্মে লয় লবে,
দীনভাবে রবে,—ভাই ভগ্নী বলে ? ॥

৫৪

প্রতিজ্ঞা এ ঘটে, ভব-নদী-তটে,
জীব যদা বটে, গর্ভতরি ছাড়ে ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কুমতি নির্দ্ধার্য্য,
করায় কুকার্য্য,—চড়ে তার ঘাড়ে ॥

---

* 'সিংহ প্রসেন মবধীৎ সিংহ জাম্বুবদাহতঃ ।
সুকুমারক মারোদী স্তবহ্যেষ স্যমন্তক' ॥

৫৫

জন্মার্জ্জিত ঋণ, কোথা হবে ক্ষীণ,
বাড়ে দিন দিন, শোধ হবে কিসে ? ॥
হতে এ দুস্তার, কে করে নিস্তার,
হরি বিনা আর,—জীব হারা দিশে ॥

৫৬

বালিবধ পাপ, করে অনুতাপ,
নাহি হয় মাপ, অবতীর্ণ হলে।
শিক্ষা দিবা তরে, ব্যাধ-হস্তে মরে,
পাপ যারা করে,—ত্রাণ নাহি মলে ? ॥

৫৭

ধ্বংস যদুকুল, মুষলি যে মূল
ভেবেতো আকুল, হয়ে ছিলে প্রভু
ত্যজি গৃহবাস, পরি-জীর্ণ বাস
বৃক্ষেতে নিবাস, নৈলে লও কভু ?

৫৮

হলে মায়াময়, মায়া শূন্য হয়
এ কথা যে কয়, প্রমাণ কৈ এর ?
বলে বিষধর কেটে পরস্পর
না হয় কাতর—বাক্যে পলো ফের ॥

৫৯

অঙ্গদ কি জানে পাখী বলি মানে
বিঁধিলেক বাণে, রাঙ্গা শ্রীচরণে।
করে সর্ব্বনাশ, পেয়ে বুঝি ত্রাস
হইয়া হতাশ, ছেড়ে গেল বনে ?॥

৬০

পার্থতথা আসি, খেদে কাঁদে বসি
সূর্য্য বিনা শশী, নিস্তেজ কি এত ?
সবার সৎকার, করে কৈ তোমার
অগ্নির সংস্কার—ছিল না কি মত ?॥

৬১

দেবকী রোহিণী, হয়ে যে সতিনী
প্রণয়ে ভগিনী, সহ বসুদেব।
সরলা রেবতী, যথা বিধিসতী
অনুগামী পতি,—সহ বলদেব॥

৬২

তব বধূগণ, নিতো তব মন
শুনিতো বারণ, পেলে কলেবর ?
কখনইত না ? মরণ হল না
বলিয়ে ললনা, কাঁদে বহুতর॥

৬৩

ব্যথা পাই মনে, যদা পার্থ সনে
যায় বধূগণে, পুরি হস্তিনায়
দুষ্ট দৈত্যগণ, পথে করি রণ
করিলে হরণ—পার্থ করে হায় !! ॥

৬৪

দেখি নাহি ত্রাণ, ভয়েতে পাষাণ
বেরুলো পরাণ, বধূদের তদা
অবলার প্রতি, করে যে এমতি
নাহি তার গতি ইহজন্ম কদা ॥

৬৫

তুমি গুণধাম, ভক্তে কদা বাম,
"ইন্দ্রদ্যুম্ন" নাম—রাজা উৎকবাসি *
আজ্ঞা দিলে তায় উঠাতে তোমায়
রক্ষা হলো কায়—ক্ষেত্র তুল্য কাশী ॥

৬৬

শ্রীপুরুষোত্তম, ক্ষেত্র অনুপম
মুক্তিতে চরম—তাই খ্যাত ভবে।
পেয়ে রাজা স্বপ্ন, করে হ্রদে মগ্ন
কলেবর ভগ্ন—সে হ্রদ এ হবে ?॥

* "ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রসন্নস্তে ভক্ত্যা নিষ্কাম কর্ম্মভিঃ
উৎসৃজ্য বিত্তকোটীস্তু যন্মমায়তনং কৃতম্"।

৬৭

গিরি নীলাচল, হয়েছে ধবল
ঋতু ধর্ম্ম ফল—কোথা মহোদধি ?
শব্দ নাহি শুনি ? "পুরিমধ্যে মুনি
শুনেছ কখুনি ?—ভাব নিরবধি" ॥

৬৮

কোথা সে মন্দির, ছিলো পূর্ব্ব তীর
নিলে নাকি নীর,—দারুমূর্ত্তী সহ ?
কল্পবৃক্ষবট, নাহি নদী তট ;
পুরীশূন্য মঠ,—দেখিতে দুসহ † ॥

৬৯

ছিলো যে ভবন, দেখি উপবন
নন্দন কানন, সমতুল্য হয়।
বুঝি পুরন্দর, মর্ত্তে দিবে ভর
তাই অনুচর— হেথা আসি রয় ॥

৮০

বিশ্বকর্ম্মা বটে, উঠে দেখি তটে
দৈত্যেরা নিকটে—কচ্ছিল কি জলে ?
রত্নে বেঁধে পাড়, থাকে নাকি শাড় ?
হয় নিচু ঘাড়,—কাজে ব্যস্ত হলে ? ॥

"ইন্দ্রদ্যুম্নসরোনাম যত্রাস্তে পাবনং শুভং"

† "দৃষ্টা বটং বৈনতেয়ং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্

৭১

না দেখে সে ভাল, নেই আর কাল
আগত সকাল, দেখা করা চাই।
ত্র্যস্পর্শতো পড়ে, লগ্ন যায় নড়ে
বসে টিপি বড়ে—কিছু ভাবি নাই ? ॥

৭২

ভূভার হরণ, জন্য আগমন
করি অগণন, অন্তর্ধ্যান হলে।
পুনঃ শুনি ভবে, অবতীর্ণ হবে
সে আবার কবে ? এসেছো কি জলে ? ॥

৭৩

ইন্দ্রজাল করি, বলবুদ্ধি হরি
নিলেগো শ্রীহরি—তুমি দর্পহারি।
কৃষ্ণা দর্পচূর্ণ, ফলে হলো পূর্ণ
ঋষি গৃহে তূর্ণ—করেছিলে ভারি॥

৭৪

নারদ যে কাঁদে ভেবে কোন্ চাঁদে ?
ফেলিয়াছ ফাঁদে কোন্ অপরাধে ?
ভ্রান্তি পর ভ্রান্তি, কর তার শান্তি
ঘুচাও হে ক্লান্তি—দুঃখ দেও সাধে ? ॥

সঙ্কর্ষণং সুভদ্রাঙ্ক, স যাতি পরমাং পদ।”

এ কি তব খেলা, বল এই বেলা ?
ডুবেছে একেলা, ধ্যানে মগ্ন তায় ।
জানে না সাঁতার, অকুল পাথার,
করো গো উহার, উদ্ধার উপায় ?

৭৬

তত্ত্বে ইরাবতী, এলো বসুমতী,
সহ সীতা সতী, হৃদের ভিতরে ।
নারদ দেখিয়া, একে কাঁপে হিয়া,
ক্ষণেক ভাবিয়া, কহিছে কাতরে ॥

৭৭

দেখেছি সীতায়, অতি ক্ষীণ কায়,
চেনা বড় দায়, নীরদ বরণ ।
স্থিরা সৌদামিনী, বলে অনাথিনী,
কাছে যেতে তিনি, করেন বারণ ॥

৭৮

ধ্যানে না পাইব, আমি না যাইব,
কেন জ্বালাইব, কহিল নারদ ।
চরণ দুখানি, হৃদে ধ্যানে আনি,
শুন গো জননী, করিব আমোদ ॥

৭৯

ইরাবতী সীতা, পৃথ্বীপার্শ্ব স্থিতা,
আহা কি শোভিতা;—সত্য ভ্রান্তি কর।
উদয়াস্ত চলে, পূর্ণিমা-সকালে,
উঠা ডুবী কালে,—ভানু শশধর॥

৮০

ভানুবৎ ইরা, উদয় কি ত্বরা,
ক'ত্তে আলো ধরা, হবে নাকি এবে ?।
ইন্দু-তুল্য সীতা, অবনী-দুহিতা,
অস্তে অতি ভীতা, পতি-ত্যক্তা যবে॥

৮১

বিধির এ লীলা, নাহি হয় হেলা,
সুখ দুঃখ মেলা, কখন না হয়।
এক উপস্থিতে, হয়ে ঈর্ষান্বীতে,
না পারি দেখিতে, অন্য নাহি রয়॥

৮২

ভাবি ঢেঁকি-কল, কৃষি তোলে জল,
সুখ-দুঃখ-ফল, এরূপ না তো কি ?।
লোক উঠে পড়ে, যদা কল নড়ে,
জ্ঞান থাকে ধড়ে, তবে ভাবনা কি ?॥

৮৩

"ওকি জ্যোতির্ময়, তীরেতে উদয় ?
শশাঙ্ক তো নয় ? দেখ শীঘ্র করি।
তেজপুঞ্জমূর্ত্তী, দেবদেহ সত্তি
ভাল এ বিপত্তি—পুনঃ কিসে তরে ? ॥"

৮৪

"মঙ্গল কথায়, ভুলালে তোমায়
এজন্য তাঁহায়, করি আমি ভয়।
কুহকে পড়িলে, সর্ব্বস্ব হারিলে
বাকি মোরে দিলে—হেন মনে লয় ॥"

৮৫

হরিশ্চন্দ্র গতি, হবে সত্যপতি
দেখি যে ভকতি, অজস্র তোমাতি
দাসীত্ব স্বীকার, হবে না আমার
বিয়ে কর আর,—নৈলে নাই গতি ॥"

৮৬

"বাছা মোর নল,* অতি হীন বল
পিতৃ পিণ্ড স্থল, আমি ছাড়িব না।
তিনটী ঠ্যাং নিয়ে, শ্মশানেতে গিয়ে
মরো চৌকি দিয়ে,—কদা দেখিব না ॥"

*"নলকুবের" কুবের পুত্র।

৮৭

"দুই "পদ্ম" গেল, "নন্দ" "নীল" বেল
"খর্ব্ব" "শঙ্খ" মেল, সুরুতো করেছে।
"কচ্ছপ" "মকর" আর নাই ঘর
"মকুন্দতে" ভর বুঝি ঐ দিতেছে *॥"

৮৮

"সোপানে সোপানে দেখ হ্রদ পানে
শিল্পাচার্য্য কানে বল এই বেলা।
রতনে কি কাজ? বারি মধ্যে সাজ;
শিরেপলে বাজ—বন্ধ হবে খেলা॥"

৮৯

"ভাল সবে বলে শুনিয়ে গা জ্বলে
পরধনে চলে, ভাল কর্ত্তাগিরি।
অন্য দ্রব্য হাতে, ব্যথা নাই তাতে
শলিতা পাকাতে, শাল দেয় চিরি †॥"

৯০

"পরঘর পুরি খালি হলো পুরি
পেয়েছ চাকুরি ভাল দেখি তুমি,
ভাণ্ডার যে খালি, বল্লে হয় গালি
দেও সব ঢালি,—শ্রীচরণে ভূমি॥"

*নবরত্ন, পদ্ম ও মহাপদ্ম এজন্য দুই পদ্ম বলা হইয়াছে।

† "মালে মুফৎ, দেল বেরহম।"

৯১

"ভ্রষ্ট লঙ্কাপুরী, করে বাহাদুরি
ক্লেশ দেয় ভূরি, শেষেতে তোমায়।
পুনঃ কোন জন, হইয়া রাবণ
করিবে হরণ,—মরি ভাবনায় ?॥"

৯২

"কুসঙ্গেতে বাস, হয় সর্ব্বনাশ
করিয়াছি ত্রাস, সত্য অহরহ।
শিব অনুচর, কৈলাসেতে ঘর
ওহে শ্বেতাম্বর†—তুমি কম নহ॥"

৯৩

"দেখ কি বিকার, নয় অন্ধকার
দুর্ভাগ্য আমার চামুণ্ডা কহিল।
ঐ পূর্ব্বপাড়ে, হাত যেন নাড়ে
উত্তরীয় ঘাড়ে—চক্ষে না পড়িল ?।

৯৪

"বয়েস বা কত, হদ্দ নয় শত
বেশি হলে হত, না যে আপশোষ
ছিল না ভাবনা, গাঁজা ভাং খাও না
চক্ষু লালও না—এতে আরো রোষ॥"

---

† "যস্য দেবস্য যদ্রূপং, যথা ভূষণ বাহন

৯৫

"কি বল কি বল ?—প্রিয়ে পুনঃ বল
সব শেষ হল, আর বাকি নাই।
বিশ্বাসিত কাজ, পান যদি লাজ,
মধ্যেতে সমাজ—ভাবি আমি তাই॥"

৯৬

কুবের হাঁসিল, চামুণ্ডা কুপিল
"কত পাপ ছিল" বলি এই কথা।
"যাই আমি ঘরে, খাট অন্য তরে
যত প্রাণে ধরে—মনে লয় যথা॥"

৯৭

অঞ্চল ধরিয়ে, "কি কর এ প্রিয়ে
আমা সাথ। কিরে,—যদি তুমি যাও।
ঐ দেখ নারদ, বর-পারিসদ
ঘটিল বিপদ—আমা দিগে চাও॥"

৯৮

যোড় করি কর, বলে বহুতর
"কি জন্য কাতর, বল দেখি দেবী?।"
চামুণ্ডা দেখিল, হাঁসিয়া বলিল
"ফল বহু ছিল,—পৃথ্বীপদসেবী"॥

৯৯

"পাইয়া কি দোষ, কর এত রোষ ?
আমি মানা পোষ, তোমারিতো প্রিয়ে
পাখি কি অপড় ? তব পদে গড়
করি ধড়ফড়, মারিছ জ্বালিয়ে ॥

১০০

দম্পতি বিবাদ, দেখিতে প্রমাদ
খালি আত্মনাদ, আড়ম্বর ভারি।
উভয়ে হাঁসিল, কলহ মিটিল
সুখ উপজিল,—গাঁট পলো তারি।

১০১

পরে দুই জনে, মিলে ঋষিসনে
"করিয়া কি মনে ? প্রভু অগ্রগামি ?"
ভাবিল নারদ, ঘটিল বিপদ
এই ইরা-হ্রদ, জানি নাই আমি ॥

১০২

"কাল প্রাতে বিয়ে," শুনি কাণ দিয়ে
অস্থির ভাবিয়ে, দেবর্ষি নারদ।
হৃদয় চঞ্চল, দেখিতে পাগল*
পাইলে অনল, যেমতি পারদ ॥

---

*,,জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ"।

১০৩

"আসে দেব গণ্য ? নাহি কি চৈতন্য ?
বলিবার জন্য ?প্রভু তুমি এলে ?।
হস্ত পদ নাড়ি, বস্ত্র কেশ ঝাড়ি
বলে তাড়াতাড়ি,—"পেলে বুঝি এলে !!"

১০৪

কুবের কুবের ,—(মৃদু) পেলে নাকি টের ?
বল দেখি ফের, অগ্রে আসি কেন ?
ঘরে ফিরে যাই, বলে সব ঠাই
কনে দেখি নাই,—"তাই আসিলেন ?॥"

১০৫

কর আয়োজন, যত লয় মন
হবে ত্রিভুবন, এথা সমারোহ।
প্রতিষ্ঠা বিশেষ, কারণে মহেশ
হয় যাতে শেষ,—উপায় কি কহ ?॥

১০৬

সেটী নাহি হলে, যাবে শিব চলে—
দিয়াছেন বলে,—কার্ত্তিক গণেশ।
কুবের কি জান, হেতু অভিমান ?
করে অনুমান, বুঝেনাতো লেশ॥

১০৭

"আহা মরি মরি, কিবা কথার শ্রী ?
কাজ নাই ধরি, বীণাযন্ত্র হাতে।
হয়ে ত্রিকালজ্ঞ, কথাতে তো অজ্ঞ,
পড়ে মনে যজ্ঞ, সতী নাশ যাতে ?"

১০৮

"দেবের সমাজে, যা বল তা সাজে
যক্ষগণ মাজে, চলে কি সে কথা ?
খেয়ে খাই নাই, লয়ে লই নাই
এ সকল ছাই, দেবলোক প্রথা ॥"

১০৯

"নারদ সে খেলা, খেলিলে একেলা
হলো বটে মেলা, সেথা হ'তে এথা।
বিস্মৃত সকল, কোথা স্মৃতি বল ?
ঠাকুর কি হল"?—চামুণ্ডার কথা ॥

১১০

চক্ষু খুলি বলে, "দেখিলাম জলে
কামিনী কমলে, আমি জপি তাই।
"সে কথাতো যাক, অন্য কথা থাক
বিয়ে কথা লাক,—শিব মানা চাই ॥"

১১১

তুমি দেবী এথা, মনে পলো কথা
ঘটেছিলো যথা, দক্ষরাজ পুরে।
থেকে বুঝি গুমি, এবে কন্যা তুমি ?
মনে কর তুমি,—কত যুগ দূরে ? ॥

১১২

"সতী নাশ ক'লে, শুভ কর্ম্ম স্থলে
অমঙ্গল বলে," কয় যক্ষপতি ।
"প্রথা রাখ তুলে, নাম নিলে ভুলে
বাতি জ্বলে কুলে," চামুণ্ডা উকতি ॥

১১৩

চামুণ্ডার কোপ, দেখে বুদ্ধি লোপ
যক্ষ বলে খোপ, দেখিছ ঐ প্রভু ?।
"কানন ভিতরে বেদীর উপরে
অন্য কার তরে, বিনা সেই শম্ভু ॥"

১১৪

"মঠ অভ্যন্তরে, বিবাহ অন্তরে
প্রতিমূর্ত্তি করে, স্থিতো পঞ্চানন ।
হয়ে প্রতিষ্ঠিত, পূজা নিয়মিত
পুষ্প প্রস্ফুটিত, হইবে কানন ॥"

১১৫

"টগর মল্লিকে, চাঁপা শেফালিকে
ভূঁইচাঁপা ফিকে, কেশর বকুল।
জবা যূঁই জাতি, ও মধুমালতি,
গন্ধে মুগ্ধ অতি, তাতে অলিকুল ॥"

১১৬

"রম্ভা হ্রদ-জল, ভাল বিল্বদল
রুদ্রাক্ষ কেবল, ঐতো গাছে ভরা।
যে পূজিবে হরে, নরে বা বানরে
যাবে সবে তরে, পুণ্য ধন্য ধরা ॥"

১১৭

বুঝেছি এখন, হইবে যেমন,
পেয়ে হারা ধন, বসিবেন তীরে।
দেখিবেন তারা, ভৈরবের ধারা
পলকেতে সারা,"—শঙ্কে কিনা নীরে ?

১১৮

মহিষমর্দ্দিনী, শিবের রমণী
ছিলো বিবসনী, অসুরের মাঝে।
অন্নপূর্ণা ছাড়া, শিব লক্ষ্মীছাড়া
কাল হাতে খাঁড়া, এবে লন কাজে ॥

১১৯

জ্বালামুখি দেখ, কামিখ্যাও দেখ
হিংলাজ না লেখ? কালিঘাট কি না?
লেখ কাশীপুরী, লেখ কাঞ্চিপুরী
বল কোন পুরী—শিব শক্তি বিনা? ॥

১২০

"ব্রহ্মা ক্রোধ ভয়ে, পৃথ্বীর বিনয়ে
একত্রিত হয়ে, দেব ও দানব।
বিশ্বামিত্র জলে, ময়তো* ঐ স্থলে
যক্ষরাজ বলে, নির্ম্মিল সব ॥"

১২১

কন্যা যাত্র কত, হইবে আগত?
নাম কর যত, কহিল নারদ।
বরযাত্র বাসা, দেখিতেও আশা
ঘটা চাই খাশা, বিয়ে সিন্ধু নদ ॥

১২২

"দিঙ্মণ্ডল ব্যাপি, নতুবা কুত্রাপি?
রবে সবে চাপি," কুবের বচন।
"অসুর দানব, হলে আবির্ভব
হইবেন সব, নৈঋতে স্থাপন ॥"

---

*ময় উবাচ—"অহংহি বিশ্বকর্ম্মাবৈ দানবানা মহাকবিঃ।
সোঽহং বৈতৎকৃতে কিঞ্চিৎকর্ত্তুমিচ্ছামি পাণ্ডব ॥"

১২৩

"স্বর্গের সকল, আর গ্রহ দল
যক্ষ রক্ষ বল, বলিব বা কত ?
দৈত্য ও দানব, উরগ গন্ধর্ব্ব
আর তারা সব—চিরজীবী* যত ॥"

১২৪

তাঁরা অবিরত, [illegible] রত
সর্ব্ব অভিমত, এজন্য মঙ্গল।
বলেছে আসিতে, আসিবে নিশ্চিতে
হবে কি বলিতে—কারে কি মঙ্গল ? ॥

১২৫

কেহ দ্বারা তুলি—কেহ দ্বারা বুলি
নাহি যায় ভুলি, বলেছেন বলি।
পুরাণ বর্ণন—আলেখ্য লিখন
হিতের কারণ—মানব মণ্ডলি ॥

১২৬

তাহা মন্দ নয়, কিন্তু লাগে ভয়
কি জানি কি হয়, কহিল দেবর্ষি।
কারণ কি জান ? স্বভাবের টান
পাছে গান গান, না শুনে উর্ব্বসী ॥

---

*"অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসঃ হনুমন্তু বিভীষণ
কৃপপরশু রামাশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ ॥"

১২৭

"গ্রহগণ দেশ, হয়েছে নির্দ্দেশ*
করিয়া বিশেষ, সোমের কালেন্দি।
রবির কলিঙ্গ, রাহুদেশ বঙ্গ,
শুনিতে আতঙ্গ, কেতু অন্তবেদী।"

১২৮

"শুক্র বৃহস্পতি, বর্ণে দ্বিজপতি,
হবে দিক্‌পতি, সিন্ধু ভোজ কোট।
বুধ বিধুমণি, মগধ লন্ নি
মঙ্গল ও শনি, অবন্তি সৌরোট॥"

১২৯

"শুক্র-পুত্রগণ†, পুরোহিত হন,
করে আগমন, আর দেরি নাই।
ব্রহ্মা আজ্ঞা মতে, হইল আনতে,
পৃথ্বীর পক্ষেতে,—ভিন্ন লোক চাই॥"

* "উদয়ার্ক কলিঙ্গেষু যমুনায়াঞ্চ চন্দ্রমাঃ
অঙ্গারকস্ত বন্যাস্তু মাগধেষু হিমাংশুজঃ॥
সৈন্ধবেষু গুরুর্জ্জাতঃ শুক্রো ভোজকটে তথা।
শনৈশ্চরশ্চ সৌরাষ্ট্রে, রাহুরৈব নাটিকাপুরে,
অন্তর্বেদ্যাং তথাকেতুরিত্যেতা গ্রহভূময়ঃ॥"
† "চত্বারস্তস্য তনয়া জাতা অসুর যাজকাঃ।
ত্বষ্টা বরস্তথাত্রিশ্চ শৌণ্ডকশ্চৈতিবাগ্মিনঃ॥"

১৩০

যজ্ঞে রাজা বলি, কানা হন বলি
শুক্র বলে মলি, পুরুত হবো না।
সভাস্থ হইতে, হইবে নিশ্চিতে
হবে না ভাবিতে—যজমান সোণা॥

১৩১

দাতা করে দান, কশা দেখে যান
তাই সন্ধিহান, হয়ে দৈত্য গুরু।
বামন হইয়ে, ছলিত বলিয়ে
নয়ন হারিয়ে—সতর্কতা সুরু॥

১৩২

দক্ষিণের প্রথা, হইবে অন্যথা
ছুনাছুনী যথা, বরে পূর্ব্বে ছিল।
হইবে সমান, নৈলে অপমান
কত করি ভান, অঙ্গীকার নিল॥

১৩৩

"দেবরাজ আসা, অগ্রে ছিল আশা,
দেখিলেন বাসা, যথা বার স্থিত।
না আসা এখন—জানিনে কারণ?
মেঘ সৈন্যগণ, আশা তো নিশ্চিত।

১৩৪

"সম্প্রদান কাল, হইতে পাতাল,
প্রবাহ না ভাল ? উঠা চাই সাত ?।
পাক দিলে পতি, হবে কনে গতি
বান্ধে বসুমতি—বরকনে হাত ॥"

১৩৫

"অস্ত্র লকলক, কাটিবে ফটক
কে ভাঙ্গে কটক, বিনা বজ্রপাণী ?।
কেবা হরিদ্বারে, গঙ্গাকে উদ্ধারে ?
বল্‌ছি বা কারে ?—ভাবি নাই হানি ॥"

১৩৬

প্রাচীন প্রসঙ্গ ! শুনিছে তরঙ্গ
গঙ্গা নাহি সঙ্গ, কান্দে ভগিরথ।
"মকর বাহিনী—পাতক নাশিনী
আমি ভাল চিনি, এসো এই পথ ॥"

১৩৭

"সগরের বংশ, আছি মাত্র অংশ
বাকি সব ধ্বংস, কপিলের শাপে।
তাঁরা তো পাতালে, উদ্ধারের কালে,
প'লে ভ্রমজালে—ভয়ে অঙ্গ কাঁপে ॥"

১৩৮

কাকে দেখে দয়া, করেন অভয়া ?
অভয়ার গয়া, কদা নাহি শুনি।
হলে যাঁর বাণী, প্রলয়তো জানি,
সাক্ষাৎ ভবানী—ভুলিবে না মুনি ?॥

১৩৯

যক্ষরাজ কয়, "ভুলাইতে নয়
গজ কিতা হয়—দেখিবে আপনি।
ইন্দ্র ঐরাবত, আর গজ শত॥
দেব বল যত—সঙ্গে আনে শনি॥"

১৪০

"খালি ধর্ম্মরাজ, আসিতে নারাজ
আছে বলে কাজ, বিবাহের কাল।
মঙ্গলকে তথা, বলে ঢের কথা
মনে আসে যথা, বকি দিতে গা'ল॥"

১৪১

"যম রাজ পুরী, যাই করে চুরি
বাঁধা দেও ভূরি, প্রেয়সী তাহাতে।
শুনিয়ে রাগিল, চামুণ্ডা কুপিল
"সম্পর্ক মিটিল, তোমাতে আমাতে॥"

১৪২

"দেবী স্থির হও, ক্ষণকাল রও
কথা শুনে লও, হইল যেমতি।"
"ঘরকন্না করা, চক্ষু করে ঝরা
জ্যান্তে হয়ে মরা—নাহিক শকতি?॥"

১৪৩

"আশ্চর্য্য সে কথা, শুন হলো যথা
মোরা যদা তথা" কহিল কুবের।
"পেলে কি পাগল"?—চামুণ্ডার ছল
"রহস্য কেবল, দেক কর ফের?" ॥

১৪৪

আছে বহুসতী, ভাল বাসা অতি
প্রতি প্রাণপতি, তবু দেন তাড়া।
কথাএ আসল, হয় দৃঢ় বল
প্রণয় শৃঙ্খল,—পতি হলে ভ্যাড়া॥

১৪৫

মুনি ভাবে মনে, তাই বহু জনে
যায় চলি বনে, ত্যজি গৃহবাস।
শক্ত লোক চাই, ধন্য সিন্ধু ভাই
খাঁই মেটে নাই—তারে সর্ব্বনাশ!!! ॥

১৪৬

দেব সন্যসন, শনি আগমন ?
তাহার কারণ—কহ যক্ষরাজ ?
প'লে যাঁর দৃষ্টি, ভঙ্গ হয় হৃষ্টি
নাশ হয় সৃষ্টি এখানে কি কাজ ? ॥

১৪৭

কার দৃষ্টি* পড়ে, গণেশ না নড়ে,
মুণ্ড নাহি ধড়ে—খসে যেন পাতা।
দেবী অবগত, করে কষ্ট কত
হন্‌তো সানত, গণপতি মাতা ॥

১৪৮

দুর্ব্বাসা প্রসাদ, হইল প্রমাদ
ঐরাবত নাদ, করে পড়ি হ্রদে
কাটি তারমুণ্ড, সহ তার শুণ্ড,
হতে সেই কুণ্ড লাগে যোড়া কাঁদে ॥

---

* "সব্যালোচন কোকেন দদর্শাচ শির্শোমুখং।
শনিশ্চ দৃষ্টিমাত্রেণ বিচ্ছিদমস্তকং মুলে ॥
পুষ্পভদ্রানদীতীরে দদর্শকাননস্থিতং।
গজেন্দ্র নিদ্রিতং তত্র শয়ানং হস্তিনীযুতং।"

১৪৯

বিষ্ণু কার ভয়ে? শীলামূর্ত্তী হয়ে
বারবর্ষ রয়ে, হয়েন কাতর?।
সেতো এই শানি, বজ্র কীট বনি
কাটে নীলমণি,—দুর্ব্বুদ্ধি পামর ॥

১৫০

আজো গণ্ডুকী,* রহে নাকো চুকি।
রাখে করে বুকি, অংশ গুণ ধান।
পতিত পাবন, পূজে ভক্তজন
হয়ে একমন, নাম শালগ্রাম† ॥

১৫১

ছিলো দূরদেশ, হয়ে ছিল বেশ
অসুখের লেশ, সম্ভব না ছিল।
আইলে নিকট, দর্শন বিকট
অন্তর কপট,—চড়ে কি না চিল?

---

* "গণ্ডকীয় নদীরাজন্ সুরাসুরনিষেবিতা।
পুণ্যোদক পরীবাহৈ হর্ত্তপাতকা সঞ্চয়া॥
তস্যাং ভবা সে চাশ্মাম চক্রচিহ্নরলঙ্কৃতাঃ
যেসক্ষ্যাদ্ভবন্তোহি স্ব স্বরূপধরাপরা॥
যদি দেবপ্রসন্নোসি দেয়োমে বাঞ্ছিতোবরঃ
মম গর্ব্ভগতো ভূত্বা বিষ্ণোমৎপুত্রতাং ব্রজ॥"

† "উক্তায়াঃ প্রতিমাসর্ব্বাঃ সুবর্ণাদি বিনির্ম্মিতাঃ
তাস্বতিষ্ঠাসিসর্ব্বাসু শালগ্রামেচ সর্ব্বদা॥"

১৫২

কচ্চো দুয়ে মনে, তোমাদের সনে
মুনি অকারণে, মর্চ্চে দেখ বকে।
বৃথা বকানয়, পাছে গোল হয়
যম পক্ষে রয়,—দেখিবে তা চকে॥

১৫৩

যম আর শনি, বৈমাত্রে দুজনি
সম্ভব কখনি, না করে খাতির ?।
দুই রবি সুত, সপত্নির পুত
ভয় করে ভূত,—কাজেই অধীর॥

১৫৪

বিনে গোলগণ্ড, যম পাবে দণ্ড
আজ্ঞা এ অখণ্ড, বলে অত্যাচারি।
প্রেতের যাতনা, এ দোষ কম এ না!
করিবে তাড়না; দর্পহারি হরি॥

১৫৫

যমের প্রহরি, তব নাম করি
তাই বলে হরি, যম বলে চুপ্
পাইয়াছে ভয়, অন্য কিছু নয়,
বেশ মনে লয়,—শুনানে কিরূপ ?॥

১৫৬

তুমি আগে বল, ঘটন সকল
সঙ্কেতে মঙ্গল, যদা প্রেতপুরে ?
দেখে ম্লান চাহা, বেশ কবে তাহা
রহিবে না যাহা,—ক্ষণকাল দূরে ॥

১৫৭

দেবী মুখ ভার, অন্তরে কাতর
কায নাই আর, এবে অন্য কথা
তব আচরণে, জ্বলিছেন মনে
কুবের এক্ষণে—অনুরোধ বৃথা* ॥

চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।

*"সন্তুষ্টো ভার্য্যায়াভর্ত্তা ভর্ত্তাভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেতৎকুলেনিত্যং কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবং ॥"
"ভার্য্যাধীনং সুখং পুংসাং ভার্য্যাধীনো ধনাগম
ভার্য্যাধীনো সুখোৎপত্তি, ভার্য্যাধীনঃ সুখোদয়ঃ

পঞ্চম তরঙ্গ।



১

ওগো সভ্য জন, পাঠক যে হন,
মুদিলে নয়ন—দেখিবে অন্তরে।
ইরাহ্রদ তীরে, যক্ষ বলে ধীরে
“প্রিয়ে এস ফিরে—রাখা ভাল ধরে ? ॥

২

নারদ দেবর্ষি, ধ্যানে মগ্ন বসি
আত্মজ্ঞানশশী, উদয় অন্তরে।
বাহ্য জ্ঞান নাই, দেখে দূয়ে তাই
ভাল ক্ষণ পাই—কথা পরস্পরে ॥

৩

“আধ আধ হাস, মুখে নাহি ভাষ
দেখে পায় ত্রাস, অমৃতে গরল।
ওগো সুলোচনা, ভাঙ্গিয়ে বল না ?
তুমিতো ললনা,—স্বভাবে সরল ॥

৪

মুকুট কুণ্ডল, ত্যক্তা কেন বল
শূন্য দেখি গল, গউর বরণী।
ভুজ দ্বয়ে খালি, রাখ লৌহ বালি
হয় বলে গালি,—বিধবা রমণী?

৫

কর কোকনদ, লোহিত তুপদ
অলক্তে ফলদ, দেখি না উপমা।
নিরখিয়ে যাঁরে, বিশ্বকর্ম্মা হারে
সাজে অলঙ্কারে,—কদা তিলোত্তমা? ॥

৬

নারদ দেখ মা, পুন এক মনা
করেন ভজনা, স্বয়ং ব্রহ্ম অংশ?।
ভজন পূজন, সব বিসর্জ্জন
রক্ষা করি ধন,—জন্মে যক্ষবংশ ॥

৭

"বংশ দোষ নাই, পাবে সব ঠাই
খালি ভক্তি চাই, চামুণ্ডা কহিল।
সাধনের ধন, যোগীর জীবন
প্রহ্লাদ কে হন,—কুল উদ্ধারিল?।"

৮

"কার অনুরোধে, স্তম্ভ হতে ক্রোধে ?
ভক্তবাক্য শোধে—নর সিংহ রূপী ?।*
ছিলো না সে দৈত্য ? কশ্যপু অপত্য ?
মিথ্যা কি তা সত্য,—দেখ প্রাণস্থ‍ঁপী ॥"

৯

"বলিবার জন্য, কশ্যপু হিরণ্য
পুরি হলো ধন্য, এ মহীমণ্ডল।
'কেটাশ' নগরী, নাম দিল হরি
পৃথ্বী রলো পরি,—তীরথ কুণ্ডল ॥"

১০

ধন্য দেবী তুমি,—পবিত্র সে ভূমি
করিলে চাটুমি—কহে ঋষিবর।
যাঁহার ঘরণী, এমন রমণী
ধন্য তারে গণি,—লক্ষ্মী বাঁধা ঘর ॥

১১

দেন কি করিতে ? জীবন থাকিতে
পারিলে জানিতে, কুপথে গমন ?।
পতিব্রতা সতী, ফিরাইয়া মতি
রক্ষা করে পতি, হইতে পতন ॥

---

*"প্রতিষ্ঠাং নরসিংহস্য যঃ করোতি যথাবিধি।
নিষ্কামোনরশার্দ্দুল দেহ বন্ধাৎপ্রমুচ্যতে ॥"

১২

লজ্জা অবনত, বলে কষ্টে কত
প্রশংসা এমত, পাত্রী* প্রভু নই।
পতি প্রতি কয়, "ওগো মহাশয়
যুড়াও হৃদয়, যম কথা কই" ॥

১৩

"দুর্ব্বাক্য কেমন, যাহা যম কন?
তার দূতগণ, বড় নাকি ক্রূর?।
দেবী সরস্বতী হয়ে বুদ্ধিমতী
করেনি ভকতি? ছিল না কি দূর?"

১৪

"শুন দেবি বলি, ঘটন সকলি
যেওনাক চলি," যক্ষপতি কয়।
"বহি মিছে ভার, হৃদয়ে আমার
নির্ব্বাসন তার—পাইলে অভয়" ॥

১৫

"বৈতরণী তীরে, † ভ্রমি আমি ধীরে
শোভা দেখে নীরে, সন্ধ্যার সময়।
পুরি ছায়া জলে, যেন দেয় বলে
কিছু ক্ষণ হলে, চন্দ্রমা উদয় ॥"

---

* "পতনাৎ ত্রায়তেযস্মাৎ পাত্র তস্মাৎ প্রচক্ষতে।"

† "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তাবৈতরণী নদী।"

১৬

"পবন বহিছে, হিল্লোল চলিছে
জ্যোতি আকর্ষিছে, দরপণ মত।
জানি চন্দ্রসন, মঙ্গলাগমন
বিলম্বে গগণ,—তম হবে হত" ॥

১৭

"মঙ্গল উদয়, দোঁরিতো নিশ্চয়,
কেন বা সময়, ভাবি কাটি বৃথা।
প্রবেশিনু পুরী, করিয়ে চাতুরি
লাভ দিয়ে ডুরি,—দে'য়া দ্বারে তথা।"

১৮

"কালো দেখি ভূঁই—-কুক্কুর কি দুই* ?
দুই পাশে দুই ? ভাবি তাই ঘটে।
চার চার চোক, কিন্তু বিশ নোক
করিলো না টোক,—খেউ খেউ চটে ॥'

১৯

"শুনিয়াছি পরে, বন্ধু এলে ঘরে
নাহি তারে ধরে—স্বাভাবিক জ্ঞান।
থাকিলে কুমতি, করে দেয় গতি
ভয় পেয়ে অতি, আগেতে প্রস্থান" ॥

* "মহাবক্ত্রা মহাদংষ্ট্রা ব্যাঘ্রইব ভয়ানকাঃ।"

২০

"প্রহরি সকল, নেশায় বিহ্বল
তড়িৎ প্রবল, নানা স্থানে জ্বলে
যাহার প্রভাবে, কেবা রাত্রি ভাবে
বুঝি অনুভাবে, হয় আলো কলে" ॥

২১

"লঙ্কায় যেমন, সহ উপবন
যমের ভবন -- সব অট্টালিকা।
দুতালা চৌতালা, পাশে ঢাকা নালা
শূন্য সদা জ্বালা,—দুর্গন্ধ নাসিকা ॥"

২২

"দু বিচার শালা, বটে একতালা
চারি পাশে চালা, দূতদের তরে।
বেদীতে আসন, মধ্যেতে স্থাপন
বিচার কারণ,-- যম এলে পরে" ॥

২৩

লঙ্কায় যেমন, বাটীর গঠন
থাম ঘন ঘন, সব সোণা হয়।
প্রেতপুরা দ্যা'ল প্রশস্ত বিশাল
মাঝে মাঝে জাল—তাও লৌহময় ॥

২৪

"গৃহ দাহ হলে, কিম্বা কেহ ম'লে
বা আপদ প'লে,—মনুষ্য অধীর।
যমের কিঙ্কর, সবে ছাড়ি ঘর
ভ্রমণে কাতর—রণে ভঙ্গ বীর" ॥

২৫

"আমি না তা দেকে, প্রকাশ্য না থেকে
ফল কাকে ডেকে? লুকায়ে না শুনি?
যতক্ষণ শ্বাশ, ততক্ষণ আশ
মঙ্গল প্রকাশ,—হয়নি তখুনি" ॥

২৬

"তারা সব ষণ্ডা, ফেরে গণ্ডাগণ্ডা
চুল রাখি ঝণ্ডা, বিকট আকার
চক্ষু গুলা কটা, নাকতো চেপটা
ঠোঁট বড় মোটা, শোর দেঁতো আর ॥"

২৭

"চুলগুনো রুখ, শুখনো তো মুখ
শূন্য যেন সুখ, প্রেতরাজ কাযে।
চলার যে ভাব, বেতন অভাব
নেই বুঝি দাব, কালোন্তক রাজে? ॥"

২৮

"লম্বা দশ ফুট, রঙে কালকূট,
তাতে ফের বুট, মদ্দোদের পায়।
পরেন পাজামা, কালনেমী মামা,
করতল ঝামা—মেরজাই গায়॥"

২৯

"মড়া নাড় চাড়, নাসিকা অসাড়,
নহিলে আদাড়, গন্ধ গায় ছোটে?
ব্যাসম সাবান, পেলে বত্তে যান,
মাটি মুলতান, তাদের না জোটে?॥

৩০

মশানে বা কেঁচো, শ্মশানে বা পেঁচো,
আদাড়ে বা বেচো, নাম কার কার।
মড়াঞ্চে পোয়াতি, হয় না ভাব্‌তি,
ছেলে জন্ম লতি, ডাক নাম তার॥

৩১

হলো কি না লোপ, বাই পিত্ত কোপ,
হাতে "ষ্টেথস্কোপ", দেখিবার তরে।
কেউ বিষবড়ি, কেউ রাখে দড়ি,
করি হাতে ছড়ি, প্রাণ দণ্ড করে॥

৩২

"বিশাল কপাল, ঝোলা কিন্তু গাল,
গলে হাড়মাল, গোঁপ বিনে দাড়ি।
হেতো ছুটো কাণ, বেঁদা তাতে বাণ,
ধন্য সাধ্বী প্রাণ, নাহি রহে ছাড়ি ॥

৩৩

সেতো মৃত্যুশ্বর, কহে মুনিবর,
বধিবারে নর, কুবের জান না ? ॥
একপর পড়ে, বিন্ধাইলে ধড়ে,
কল নাহি নড়ে, থাকে না যাতনা ॥

৩৪

ত্যজি ভোগদেহ, পেয়ে প্রেতদেহ*
সঙ্গে অন্য কেহ, জীবের থাকে না।
বাণের গুতায়, পায় বড় ভয়,
মর্ত্ত্যে নাহি রয়,—কখন ছাড়ে না ॥

৩৫

স্নেহ দয়া মায়া, হয়ে যেন ছায়া,
শূন্যপ্রেত কায়া, কদা নাহি হয়।
দশদিন চলে, মায়া নদীজলে,
অবগাহ হলে,—কিছু নাহি রয় ॥

* তৎকর্ম্মজং যাতনার্থং ন মাতৃ পিতৃ সম্ভবম্।
তৎপ্রমাণ বয়োঽবস্থা, সংস্থানৈ প্রাগ্‌ভবং যথা

৩৬

ত্রিপিত কারণ, পিণ্ডের অর্পণ*
সহিত তর্পণ, একাদশ দিনে।
আদ্যকৃত্য বলে, শোকের অনলে,
প্রেত সদা জ্বলে, গতি নাহি বিনে॥

৩৭

প্রেত বন্ধুগণ, অশৌচ গ্রহণ,
আচার পালন, যদিস্যাৎ করে।
প্রেত পায় সুখ, হইলে বিমুখ,
কেবল অসুখ,—যাতনায় মরে॥

৩৮

গতি নাহি হয়,—ভূত হয়ে রয়,
উষ্ণ বালুময়, দিনে নদীতটে।
না জল খাইতে, না পায় নাইতে,
সম্মুখে থাকিতে—কদা নাহি ঘটে॥†

---

* "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিমুনিমানবাঃ।
তৃপ্যন্তুপিতরসর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দিদমস্তুতিলোদকং॥"

† প্রেতাপিণ্ডা ন দীয়ন্তে, যস্যতস্যাবিমোক্ষণং।
শ্মশানিকেভ্যোহ দেবেভ্যা আকল্পাং নৈববিদ্যতে।
তত্রাস্য যাতনা ঘোরাঃ শীতবাতাত পোদ্ভবা।

৩৯

যমের প্রহরী, রাখে বন্দ করি,
নাদ শুনে মরি, কি তারা নির্দয়।
তবে রাত্রি যোগে, ফেরে প্রেতভোগে,
ব্যাকুলিত রোগে,—যথামনে লয়॥

৪০

উদ্ধারিতে তয়া, কেহ গিয়ে গয়া,
প্রকাশিয়ে দয়া, এক বর্ষ পরে।
তীর্থ গুণধাম, প্রেতশিলা নাম*
হইয়া নিষ্কাম, পিণ্ডদান করে॥

৪১

তবে যায় পার†, হতে সে দুস্তার,
প্রেত অন্য কার, উপেক্ষা করে না।
যার যথা পাপ, পায় তার তাপ,
ছেলে কিম্বা বাপ,—রাখিতে পারে না।

* "মহানদী কূল সংলগ্নাং গয়োত্তরস্থাং প্রেতশিলাঃ"

† মায়া নদীপার যাহার তীরে জীব প্রেতযোনী প্রাপ্ত হইয়া কালাতিপাত করে।

৪২

সপিণ্ডকরণ, হলে সমাপন,
প্রেত সাধারণ, নীচযোনি গতে।*
যদি সে গয়ায়, "অগ্নিদগ্ধা" পায়,
উদ্ধার উপায়,—নাহি অন্য মতে॥

৪৩

ধন্য গয়াসুর, প্রেত কল্লে দূর,
তুমি বাহাদুর, এমহীমণ্ডলে।
গদাধর পাদে, নিলে শীরে সাদে,
পিণ্ডের প্রসাদে, উদ্ধারিবে বলে॥

৪৪

দক্ষিণে অরণ্য, মহানদী ধন্য,
উত্তরস্থ গণ্য—ক্রোশ গয়াশীর।
পশ্চিমেতে দ্বার, ঘ্রাত আঁধার,
পূর্ব্বফল্গু যার—পুণ্যনদী ধীর॥

"উচ্ছন্ন কুলবংশ্যানাং যেষাং দাতাকুলে নহি।
ধর্ম্ম পিণ্ডোময়াদত্তোঽক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং॥"
"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাং শুদ্রাণাঞ্চপি যোনিষু।
পুনশ্চ পশু কীটানাং মৃগানামথ পক্ষিনাম্॥"
"অগ্নি দগ্ধাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদগ্ধা স্তথা পরে।
বিদ্যুচ্চৌর হতাযেচ, তেভ্য পিণ্ডং দদাম্যহং॥"

৪৫

পিতৃরূপে স্থান, স্বয়ং ভগবান*
করি অধিষ্ঠান, উদ্ধারেন জীব।
যমরাজ জারি ভেঙ্গেছেন ভারি,
বাঁকী যদি পারি, তাহাও নিবারি॥

৪৬

নর হিতে রত, দৈত্য তোমা মত
ছিলো ত্রিজগত, বোধ করি নয়।
প্রেত নাহি তরে, উঠিয়া সত্বরে,
পুনযুদ্ধ করে—করিবে না লয়?॥

৪৭

ঘরের বিবাদ—সহ আর্ত্তনাদ,
ভারত প্রমাদ, ভাঙ্গিয়াছ তুমি।
নতুবা কখন, হিন্দু বৌদ্ধগণ,
তরে একমন, পূজে গয়া ভূমি।

* গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেবজনার্দ্দন।

সাধারণতঃ এই পিণ্ডদানকে "মাতৃষোড়শী" বলিয়া থাকে। বোধকরি সংসারে এমন পাষাণ হৃদয় কেহ নাই যিনি পাঠ করিয়া অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন। ফলতঃ দেশ ভেদে কাল ভেদে লেখক ভেদে ইংলণ্ডে "মাই মাদর" নামক, এইরূপ একটী, প্রবন্ধ কবিতাবলিতে প্রকাশ পাইয়াছে

৪৮

সোধা মাতৃঋণ, উপায় কৈ ভিন্ন ?
পিণ্ড তের তিন, একমাত্র হয়।
হতে যে জননী, দর্শন অবনি,
পাবন ধরণী, গয়াসুর জয়॥

কিন্তু পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলে জানিবেন যে আমাদের "মাতৃষোড়শী" এক অমূল্য রত্ন। তাঁহাদের বিদিতার্থে এই স্থলে, উহা সম্পূর্ণ রূপে উদ্ধৃত করা লালসা, ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

১ "গর্ব্ভোদরগমেদুঃখং বিষমে ভূমিবর্ত্তনি।
২ শৈথিল্যো দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃ পীড়নং।
৩ পদ্ভ্যাচ জায়তে পুত্রো জনন্যাঃ পরিবেদনং।
৪ যাবৎ পুত্রো ন ভবতি তাবন্মাতুঃ সুশোচনং।
৫ গাত্র ভঙ্গং ভবেন্মাতু র্ম্মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।
৬ রাত্রৌ মূত্র পুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃ কর্পটৌ।
৭ পুত্রে ব্যাধি সমাযুক্তে মাতাহ্যাক্রান্তকারিণী।
৮ পিবেচ্চ কটু দ্রব্যাণি ভয়ানি বিবিধানিচ।
৯ দুল্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যঞ্চ যাবত্ পুত্রোস্তি বালকঃ॥
১০ দিবারাত্রৌ সদামাতা দদাতি নির্ভয় স্তনং।
১১ মাঘে মাসি নিদাঘেচ, শিশিরাতপ দুঃখিতা।
১২ যমদ্বারে মহাঘোরে, মাতা দুঃখবতী ভবেৎ।
১৩ অগ্নি ন শোষিতে দেহে, ত্রিরাত্রৌ পোষণে নচ।
১৪ ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে, অন্নং মাতা প্রযচ্ছতি।

তস্যা নিষ্কৃতি কার্য্যায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং।

৪৯

গতি যদি হয়, যায় যমালয়,
হয়ে শূন্য ভয়, বৈতরণী পার। *
তথায় বিচার, হয় সবাকার,
দণ্ড পুরস্কার, যেমন যাহার ॥

৫০

বার তিথি মাস, সাক্ষীতে প্রকাশ ণ
পাপি পায় ত্রাস, যদ্যপি সে লড়ে।
হলে অস্বীকার, রক্ষা নাহি আর,
হয় অত্যাচার, কথা মনে পড়ে ॥

১৫ অল্পাহারা ভবেন্মাতা যাবৎ পুত্রোস্তি বালকঃ।
১৬ অবশ্যং কুর্ব্বতে মাতুর্যাবৎ পুত্রোস্তি ভাজন।
১৭ যস্য পুত্রৈ গয়াংগত্বা ক্রিয়তে শ্রাদ্ধ যজ্ঞকঃ।
তস্য পুত্র প্রপৌত্রাণাং সন্ততি প্রতি বর্দ্ধতে।
প্রেতঃ বিমুক্তি কামঃ প্রেতশিলায়াং পিণ্ড দানং করতি ॥'
* নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধ্যা রুধিরা বহা।
উষ্ণতোয়া মহাবেগা, অস্তিকেশ তরঙ্গিণী ॥
ণ নীয়তেদ্বাদশাহেন ধর্ম্মরাজঃ পুরং নরঃ ॥
অহরাত্রশ্চ উভয়েচ সন্ধে
ধর্ম্মোপি জানাতি নরস্যবৃত্তং

৫১

"প্রভু কথা তব, শুনাবেন সব,
আনন্দিত হব, ক্ষণকাল পরে।
ওগো যক্ষরাজ, শেষ কর কাজ,
বলিতে কি লাজ, যম যাহা করে ? ॥"

৫২

"এই বলি প্রিয়ে, মনেতে ভাবিয়ে,
প্রেতের কি বিয়ে ? শুনেছ কখন ?
তাও শুনাইব, বাঁকি না রাখিব,
অবাক করিব, বর্ণিয়ে ঘটন ॥"

৫৩

"গুপ্তভাবে থাকি, তাই দেই ফাকি,
দূতগণ নাকি, জ্ঞান শূন্য ছিল ? ॥
দেখ একবেটা, বল্লে তুই কেটা,
কিন্তু দেবী সেটা, উত্তর না নিল ॥

৫৪

"অনতিবিলম্বে, নিয়ে ছড়ি লম্বে,
অগ্নিদিল বম্বে, বুঝিলে কারণ ?
ঈঙ্গিত সবায়, আসিতে সভায়,
বলে অসময়, যম আগমন ॥"

"অসময় কেন ? যদি জিজ্ঞাসেন,
তাও বলিবেন, তোমার সেবক ।
যক্ষপত্নি ধনি, বলিল তখনি,
"প্রভু তো, আপনি,—আবার কি বক ?"

৫৬

"যক্ষ বলে বলি, কাল নয় কলি ?
ভ্রমঅন্ধ হলি, এইরূপ ঘটে ।—
হলো দোষ ভারি, জলবলি বারি,
পতিব্রতানারী, কথন কি চটে ?"॥

৫৭

"পতি অর্দ্ধঅঙ্গ, নারী তাই সঙ্গ,
করেনাক ভঙ্গ, কহে যক্ষরাণী ॥
"কিন্তু তব রঙ্গ, দেখায় আতঙ্গ,
রতিকে অনঙ্গ, ব্যঙ্গ করে জানি" ॥

৫৮

"পিল পিল করে, সবে এল পরে,
দালান ভিতরে, শব্দ হতে মাত্র ।
দেবী সব তন, কথা যতক্ষণ,
পরে আগমন, যম সহ পাত্র ॥"

৫৯

"শনি ও মঙ্গল, বার অমঙ্গল *
নিভৃত জঙ্গল, রাতে কিম্বা দিনে।
করেন বিচার, দিনে ভিন্নবার,
সভা নাহি আর, আবশ্যক বিনে॥"

৬০

"উঠে ধূমকেতু, খগোলের সেতু,
প্রেতপুরি হেতু, যম নিমন্ত্রণ।
আগে বলা ছিল, তাইতে বুঝিল,
আসিয়া বসিল, তপন নন্দন॥"

৬১

"মহিষ বাহন, আরক্ত বসন,
নিমেষ দর্শন, তাড়ন কারণ।
বামহস্তে পাশ, লাগাইতে ফাঁশ,
আশা চিহ্ন ত্রাস, দক্ষিণে ধারণ।" †

* "কৃতান্তকুজয়োর্ব্বারে যস্যজন্মদিনং ভবেৎ।
অনৃক্ষযোগ সংপ্রাপ্তৌ বিঘ্নস্তস্য পদেপদে॥"

† দণ্ডাশক্তং মহাবাহু পাশহস্তং সুদৈতেরবম্।

৬২

"মন্ত্রী অভিরাম, চিত্রগুপ্ত নাম,
প্রভু পার্শ্ব বাম, বসি নিবেদিল।
বল মহারাজ, করিতে কি কাজ?
শিরে দেখি বাজ, আচম্বা পড়িল॥"

৬৩

"বিবাদ কলহ, হবে অহরহ,
বিষ্ণুদূত সহ, আর কিছু নয়।
গঙ্গা সমীরণ, পেলে পাপিগণ,
ছাড়ে না কখন,—কাড়ি নাহি লয়?॥"

৬৪

"যম দূত যত, আরো বিশেষতঃ,
হইয়া রাগত, বলে ছাড়ি পুরি।
ইরা এলে ভবে, পাতকি না রবে,
থাকিয়ে কি হবে, কি নিয়ে চাকুরি?॥"

৬৫

"চিত্রগুপ্ত তায়, শুনি করে হায়!
ভাল বটে দায়, বলিয়ে সে কান্দে।
তুমি মহারাজা, খালি মাত্র সাজা,
বিনা দেখি প্রজা, পড়া মাত্র ফাঁন্দে॥"

৬৬

"কাল্ পুরুষকে, বৃথা সবে বকে.
কাজ নাই থকে, ডরাইতে জীব।
কলি অধিকার, নরক গুল্‌জার,
হবে নাক আর, জীব হলে শিব॥"

৬৭

"হয়ে অধ্যাপক, বিহীনে পাঠক,
বিদ্যা টকবক, ফুটে বাহিরায়।
দেখি শূন্য টোল, নাহি গণ্ডগোল,
বসে খালি দোল, পাঠ দিবে কায়?"

৬৮

"সম্মুখের বৃক্ষ, ছাত্র উপলক্ষ.
করিয়ে প্রত্যক্ষ, প্রশ্নোত্তর চেষ্টা।
যমপুরি খালি, দেখি দিবে গালি,
আর হাততালি, শক্রলোক শেষ্টা॥"

৬৯

দোষ দিব কার, রক্ষা নাহি আর,
সকলি তোমার, পরিজনে খেলে।
দেবী সরস্বতী, শিখে হতে সতী,
দেখিতেছি পতি—চলে যাবে ফেলে॥

৭০

মা ঠাকুরাণ রে, হাতে পায়ে ধরে,
বল ভাল করে, গিয়ে নাহি কাজ।
ভৃত্য বই নই, কাজে কথা সই,
ব্রহ্মা কন্যা হই, বলে শূন্য লাজ॥

৭১

বিদ্যার আকর, বুঝান দুষ্কর,
গায় আসে জ্বর, যদি তর্ক ধরে।
কথা আঁটা আঁটী, বর্ষে যেন লাটি,
দাঁতে কুটো কাটি, হার মানি ডরে॥

৭২

আমার বনিতা, সহিত দুহিতা,
হয়ে অতি ভীতা, শুনি সব কথা।
বলিল কি কর, দেবী যান ঘর,
কেন তাঁরে ধর, চেষ্টা পায়া বৃথা॥

৭৩

যমুনা ভগিনী, কম নাকি তিনি ?
সূর্য্যলোকে যিনি, প্রেত দেন তুলে।
অর্ঘ পেয়ে ভাই*, সব ভুলে যাই,
প্রভু তব নাই, সত্ত্ব জ্ঞান মূলে॥

*"কার্ত্তিকেতু দ্বিতীয়ায়াং শুক্লায়াং ভ্রাতৃপূজনম্‌।
যত্নেন ভগিনী হস্তাদ্ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্‌॥"

৭৪

খেয়ে অনুযোগ, পাইয়া সুযোগ,
করেনিকি যোগ, জাহ্নবীর সনে ?
তাইতো প্রয়াগ, মুক্তি অগ্রভাগ,
হেতু কিনা রাগ, এটু হয় মনে ॥

৭৫

তবু বর্ষ বর্ষ, পাপ কর স্পর্শ,
তাতে কত হর্ষ, ভগ্নি বাড়ী খাই।
কার্ত্তিক দ্বিতীয়ে, ফোটা ভোগ নিয়ে,
যেন পুনর্বিয়ে—তাই রোজ চাই ॥

৭৬

দিলে মাথাখেয়ে, চুল পিণ্ডিপেয়ে,
ধন্নিবটে মেয়ে*, তব বাপ মার।
ভগ্নি দশানন, করেনি পতন ?
নির্বংশ কারণ—ভিন্ন ছিল আর ? ॥

অর্ঘমন্ত্র—"ভ্রাত্যাহিমার্ত্তণ্ডজঃ পাশহস্ত যমান্তকালোক ধরামরেশ।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃতদেবপূজাং গৃহাণচার্ঘাং ভগবন্নমস্তে ॥
গণ্ডূষ মন্ত্র—"ভ্রাতস্তবানুজাতাহংভুঙ্ক্ষভুক্ত মিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য, যমুনায়া বিশেষতঃ ॥
"প্রয়াগ ভাস্করক্ষেত্রে মুণ্ডং যো নকারয়েৎ,
সকোটিকুলসংযুক্ত আকল্পং রৌরবে বসেৎ ॥"

৭৭

শুন প্রেতরাজ, গিয়ে নাহি কাজ,
পাবে দেখি লাজ, সভার মাঝারে।
দুপক্ষে যতন, ভেবনা কখন।
মানের পতন, সকল প্রকারে॥

৭৮

বিয়ে দেখা মাত্র, আছে ঘরে পাত্র,
হবো বরযাত্র, অনুমতি হলে।
কন্যে কত্তে স্থির, চাহিনা ফিকির,
দুর্ব্বল শরীর বিরহেতে জ্বলে॥

৭৯

নব্য যম দূত, বলে রাজ পুত,
দেক করে ভূত, সদা তাঁরি তরে।
পতির যে গতি, হবে বলে সতী,
সদা তার মতি, মিলি স্বয়ম্বরে॥

৮০

বিদ্যার সাগর, স্বভাবে কাতর,
বিয়ে সে বালার কর অনুমতি।
কুমারি আবার, নিজ পতি তার,
নহে অন্য কার, পাইবেন সতী॥

৮১

হতে বিয়ে রাত—অদ্য পক্ষ সাত,
দিয়ে দাঁতে দাঁত, হলো কি না গত।
নর পক্ষে ঘটে, প্রাণ নাই ঘটে,
মোরা জানি বটে—হয় নাই হত॥

৮২

বালিকা বৈ নয়, গত বর্ষ নয়,
"রাঁড়ী" তারে কয়, কম একি জ্বালা।
তায় হিন্দু ঘরে, খায় সে না পরে,
একাদশী করে, কানে লাগা তালা॥

৮৩

থাকে মৃতপ্রায়, পক্ষান্তরে চায়,
দেখে বাপ মায়, করে হায় হায়!
বন্দ তার গলা, বৃথা খেতে বলা,
আহা সে অবলা, জ্ঞান শূন্য প্রায়॥

৮৪

পতি ধ্যান জ্ঞান, আছে মাত্র প্রাণ,
সদা আন চান, মিলনের তরে।
কিছু দিন পরে, ঘরে রবে মরে,
বল শীঘ্র করে, আনি তায় ধরে॥

৮৫

কল্পের প্রারম্ভ, যদা দেহ স্তম্ভ,
হইল আরম্ভ, কহে প্রেত রাজ।
ফলদ কদলী, সার যায় চলি,
নর তথা মলি—রোদনে কি কাজ ? ॥

৮৬

স্তম্ভের নির্ম্মাণ, হলো বেশ জান,*
বিধির বিধান, পঞ্চভূত হতে।
তাই নাড়ি দড়ি, অস্থি বাঁশ কড়ি,
মাংসরাশি খড়ি, রাখা নানা মতে ॥

৮৭

জীবরূপ পাকি, অধিষ্ঠান থাকি,
ক্ষণ রহে তাকি, উড়িবার তরে।
খাঁচামধ্যে ধরা, ক্লেদ শ্লেষ্ম ভরা,
দগ্ধ চিত্ত যারা, না উড়ে কি করে ? ॥

---

*মানুষ্যোকদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণং।
যঃ করোতি সসংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে।
পঞ্চধা সম্ভৃতঃকায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈ স্তত্রকা পরিবেদনা ? ॥
গন্ত্রী বসুমতীনাশ মুদধির্দৈবতানিচ।
কেনপ্রখ্যঃকথং নাশং মর্ত্তালোকো ন যাস্যতি ? ।

৮৮

খাঁচা নবদ্বার, সব খোলা যার,
বিচিত্র তাহার, কিছু নাহি জানি।
ভোগ ইচ্ছা তরে, জীব থাকে ঘরে,
লোভমাত্র করে, বলিতে কি হানি ? ॥*

৮৯

ধূম্রোলোচন, পুত্র দশানন,
লঙ্কার আসন, যিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ।
পূর্ণ ভুবৎসর, হলে অবসর,
যাবে স্থিরতর, বাঁকি এক পক্ষ ॥

৯০

বলো নবদূতে, দিব তাকে যুতে,
খেতে কিম্বা শুতে, পাবেনা সময়।
শূন্য হবে শোক, ফুটে যাবে চোক,
এসে প্রেত লোক, মোহজ্বর রয় ? ॥

শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্ম্মুক্তং প্রেতোভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যঞ্চ ক্রিয়াকার্য্যা বিধানতঃ ॥
শবদাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে উপরোক্ত মন্ত্রটী শোকাপনোদনার্থে পাঠ করিতে হয়।

* উদ্‌ঘাটিত নবদ্বারে পঞ্জরে বিহগাঽনিলঃ।
যত্তিষ্ঠতি তদাশ্চর্য্যং প্রয়াণে বিস্ময় কুতঃ ?

৯১

দেবর্ষীর কাছে, আবেদন আছে,
দিতে দেরি পাছে, হরিসভা হয়।
গুপ্ত এত দিন, নবীন প্রবীণ,
'রাজপুত' ভিন্ন, অন্য কেহ নয় ॥

৯২

'যবন তারণ', 'ম্লেচ্ছ সংদলন',
'তক্ষক-দমন', যান ওঁর পরে।
নৈরাশ হইলে, মঞ্জুর পাইলে,
'বুদ্ধিমান' ঢিলে, বশে এক ঘরে ॥

৯৩

আইন কানন, পড়ে সে কখন ?
বলার কারণ ?—রাখ তব সাতে।
দিতে থাক পাঠ, শিক্ষা দিও শাঠ,
নাহি খায় লাঠ, উকিলের হাতে ॥

৯৪

প্রভু শুন নাই, দূতদের ঠাই ?
সংবাদতো পাই, যথা যাহা হয়।
ইরাহ্রদতীর, হতেছে মন্দির,
জন্য সেই পীর, ভোলা যাঁরে কয় ॥

৯৫

হলো এ তদ্বির, দ্বারা কোন বীর?
রণেন্দ্র ফিকির, তার সন্ধ নাই।*
ধন্য ষড়ানন, আছে বটে টান।
জন্য পঞ্চানন, পুত্রের কি চাই?॥

৯৬

কৈলাসে থাকিনে, দেবতা দেখিনে,
নিতে পারি চিনে, দেখেশুনে কাজ।
কে কেমন পাত্র, ফল দেখা মাত্র,
সত্যজ্বলে পাত্র, হেরি শিবসাজ॥

৯৭

যে উপায়ে পারে, বাড়াবে পিতারে,
নৈলে আর কারে? ধর্ম্ম এই ঠিক।
রাধাকান্ত সুত! বলে 'পড়পুত'!
কেনা যমদূত? শ্রীনন্দন ধিক॥*

৯৮

পঞ্চপুষ্পবাণ, দিবারাত্রি হান,
হলো কিনা যান? ওহে রতিপতি।
মুখ করে হুম,—পরে দিও ঘুম,
কৃষ্ণ কল্পদ্রুম,—এবে কর গতি॥

---

*"মূলারূপ পরীক্ষাকৃৎ ভবেদ্রথ পরীক্ষকঃ।
বলাবলপারিজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিধিয়তে॥
*"কোতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাং?

৯৯

হবে শিবপূজা, সহ দশ ভুজা।
কৃষ্ণপত্নি কুব্জা, বলে তাই নাকি ?।
হইল বারণ, আর কি কারণ ?
স্বয়ং নারায়ণ, পড়ে দেখি ফাকি॥

১০০

ধরিতে তো দোষ, হইল সাহস ?
উপস্থিতে রোষ, নাকাল করিব।
কুচনি খানায়, দূত যা জানায়,
দেবের সভায়, সব বলে দিব॥

১০১

হবে অগণন, মূর্ত্তির স্থাপন,
ভিতরে কানন, শুনি দূত মুখে।
কুবের যে যক্ষ, সদাশিব পক্ষ,
সয় হয়ে দক্ষ, মিলে কোন্ দুখে ?॥

১০২

ব্রহ্মা হন যিনি, নারায়ণ তিনি,
সম বলে চিনি, শিব ভিন্ন নয়।
তিন হন এক, কদা না পৃথক,
আকার রূপক, সৃষ্টি স্থিতি লয়॥

কোবিদেশ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাং ?॥
"উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতী লক্ষ্মী
দেবেনদেয় মিতি কাপুরুষাবদন্তি॥

১০৩

তাহলে কি হয়, অন্য কাজ নয়,
পরমার্থ ভয়, বিষ্ণুমন্ত্র পূজি।*
মম সর্ব্বধন, রাধাকান্ত হন,
চিত্রগুপ্ত কন, যুক্তি নাহি খুজি॥

১০৪

শুনমন্ত্রীবর, হওনা কাতর,
যাওয়া তৎপর, সবাকার চাই।
দেখামাত্র করে, আসিবেতো ঘরে,
বলে হাত ধরে, বকে লাভ নাই॥†

১০৫

পূজ্য কালিকান্ত, বিনা রাধাকান্ত।
এমন কি ভ্রান্ত ?— ভক্ত কৃষ্ণদাস।
আগে যদি জানে, সত্ত্ব থেকে প্রাণে,
সে যাবে ওখানে, করো নাকো আশ ? ॥

*শ্রীনাথে জানকীনাথে নাস্তিভেদ কদাচনঃ।
তথাপিমমসর্ব্বস্বঃ রাম কমললোচনঃ॥

†"মনস্তাপ নকুর্ব্বন্তী আপদং প্রাপ্য পার্থিবঃ।
সমবুদ্ধিঃ প্রসন্নাত্মা সুখ দুঃখেঃ সমো ভবেৎ॥"

১০৬

আর শুন নাই, তুলসীতো নাই,
বলনাকো ভাই! দেখ যাহা তথা।
শুনে দূত কয়, সত্য মহাশয়,
নীহারের ভয়, এও এক কথা॥

১০৭

যাহোক তাহোক, তুমি বেশ লোক,
বকে কিনা শ্লোক, ফাকি দিতে চাও।
কুমন্ত্রণা আগে, জ্বলে অঙ্গ রাগে,
ভাল নাহি লাগে, সভা ছেড়ে যাও*॥

১০৮

বসি শিবপুরে, শিব ব্যঙ্গ জুরে?
তবে থাক দূরে, চাহিনে মন্ত্রণা।
আমি শিবদাস, একি সর্ব্বনাশ,
নাহি তব ত্রাস—ভাল এ যন্ত্রণা॥

১০৯

আপদ বালাই, ডাক অন্যে ছাই,
পুরিমধ্যে নাই, যম ত্রয়োদশ?।
তাঁরা সহকারি, কথা আজ্ঞাকারি,
সপ্তদ্বীপ ভারি, কল্লে যারা বশ্॥

---

*ত্বমানীত্তো ন মে জ্ঞান বোধনায় সুবুদ্ধিমান্।
ময়াকৃত সমাকৃত্য যুদ্ধস্ব যদি রোচতে॥

১১০

শাসনপ্রণালি, উল্টো পুল্টো খালি,
সাধে খাও গালি, বুদো ধর্ত্তে উদ।
আনে তব দূত, বেটারা কি ভূত,
হবে পদচ্যুত, ঘটিবে বিপদ ॥

১১১

পরামর্শ তরে, ডাকি অন্য পরে,
তুমি বন্ধু ঘরে, সত্য কথা নয় ?।
একি তব রীত, কও বিপরীত,
শুনে হই ভীত, যমরাজ কয় ॥

১১২

মেঘের গর্জ্জন, বজ্রের পতন,
হইলে যেমন, লোক সিহরায়।
হইল সেমতি, সভাসদ অতি,
প্রতিহারী*-ক'তি, আশে মহাকায়† ॥

১১৩

স্বর্গসেতু দিয়ে, পুরুষ নাবিয়ে,
প্রণতি করিয়ে, জানালে রাজায়।
আহ্বান তরে, উঠি মেঘ পরে,
তারা সঙ্গে করে, ভৌম এলো প্রায় ॥

---

*"ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী প্রমাথীচ প্রতীহারঃ সউচ্যতে ॥"

†"মহাকায়" মঙ্গল

১১৪

যমরাজ কয়, হচ্চে বড় ভয়,
মঙ্গলতো নয়, অমঙ্গল-খানি।
হলে যাঁর কোপ, বিত্ত হয় লোপ,
অসৎ সংস্রব, বিঘ্নকর জানি ॥*

১১৫

এইজন্যে সত্য, আনিতে আপত্ত্য,
কিজানি কি কর্ত্ত্য, দেবী সরস্বতী ?
শাস্ত্র এই বটে, পাদ্য অর্ঘ তটে,
লইয়া নিকটে, আগে বেড়ে লতি ॥

১১৬

গৃহে আসে বলি, সংগ্রহ সকলি,
নৈলে কদা মলি, করিতাম কিছু।
অতিথিকে ঘরে, সবে পূজা করে,
কুল শীল ধরে ? অন্য কাজ পিছু ॥†

*"দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়া ভূষিতোপিসঃ ?।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্কর ॥
†"অতিথি যস্য ভগ্নাশো,গৃহাৎপ্রতি নিবর্ত্ততে।
সতস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা, পুণ্যমাদায়গচ্ছতি ॥"
"আগতস্য গৃহং ত্যাগস্তথৈব শরণার্থিনঃ।
যাচমানস্য চ বধো নৃশংসো গর্হিতো বুধৈঃ ॥"

১১৭

এই কথা শুনি, আপদ কি গুণি ?
বাহির তখুনি, হইলাম আমি।
সবাকার চোক, তাকিয়ে গোলোক,
দেখিতে আলোক, আমি কদা থামি ? ॥

১১৮

লোমশ বাহন, লোহিত বরণ
হস্তেতে দর্শন, শক্তি আদি চার।
করি আলো পথ, আশে যেন রথ,
সংযুক্ত প্রমথ, ছিল নাহি তার ॥

১১৯

স্বর্ণ মুকুট, খাটি নয় ঝুট,
এ নূতন স্যুট, পূর্ব্বে নাহি হেরি।
চূড়া লাগাইতে, মতি পরাইতে,
ফিতা ঝুলাইতে, হলো দেখি দেরি ॥

১২০

গলে তারা মালা, চারি হাতে বালা,
পেট যেন জালা, গণদেব মত।
জীর্ণ বস্ত্র পরা, পাড়ের রং মরা,
তাই পাট করা,—কাঁধে বস্ত্র যত ? ॥

১২১

গণেশ জননি, দেখে কি কাঁদেনি ?
ভৌমকে ভাবেনি, নিজ পুত্র মত ?
মোর গজানন, হইত অমন,
মুণ্ডুর পতন, নাহি যদি হত ॥

১২২

সপ্ত ঋষিগণ, আসে ভৌম সন,
তাই নিবারণ, করিবার তরে।
পুষ্পক বাহন, করি আরোহণ,
মিলি সেইক্ষণ, যোজন অন্তরে ॥

১২৩

ইসারায় সব, সাধিয়া গৎলব,
তারা বিনা রব, প্রত্যাগত হলে।
প্রেতরাজ উক্তি, পাত্রে চায় রূক্তি,
হয় যাহা যুক্তি, দিই আমি বলে ॥

১২৪

মঙ্গল তা শুনে, জ্বলিল আগুণে,
তেলে ও বেগুনে, শান্ত হন কদা ?
শিখা দ্বিপ্রবল, বাস্পীয় অনল,
নয়ন যুগল, হতে উঠে যদা ॥

১২৫

সৃষ্টি উল্কাপাত, হতে সেই রাত,
হেরি স্বর্গে সাত, হলো শশব্যস্ত।
অনল নয়ন, ঘেরিল গগন
জানিতে কারণ, বুধ এলে ত্রস্ত ॥

১২৬

বলে চন্দ্রসুত, একি অদ্ভূত,
দেখনা মারুত, বহে অগ্নি ঘন।
সংসার নাশিবে, সকলে বধিবে,
ফল কি পাইবে, করো সম্বরণ ॥

১২৭

গুরুবাক্য রাখ, দয়া স্নেহ মাখ,
স্বাদ তার চাখ, কর্ম্মান্তে কেমন।*
হইবে কি ফল? আনন্দ প্রবল,
নহিলে গরল, উপজে ভোজন* ॥

১২৮

দেখনা উদিত, দ্বিগুরু সহিত†,
তব বন্ধু পিতঃ, বল কার তরে?
গমন সময়, তব যমালয়,
উঠি জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্ব বিঘ্ন হরে ॥

---

*"অন্নঞ্চ সর্ব্বজীবেভ্যঃ পুণ্যার্থং দাতু মর্হতি।
দত্বাবিশিষ্ট জীবেভ্যো, বিশিষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ।"
†দ্বিগুরু—দেবগুরু বৃহস্পতি, অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য।

১২৯

নয়নের বারি, কিসে বা নিবারি,
উপজিল ভারি, বাড়ব অনল।
বলে অপমান, সহে নাকো প্রাণ,
পাই দেখি ত্রাণ, ফিরে যদি চল ? ॥

১৩০

বুঝানতে ঢের, 'চল তবে ফের,
কর কেন দের, কহিল মঙ্গল।
মাতৃ আজ্ঞা পালি, খাই খাব গালি,
বলা বাঁকি খালি, হতচ্ছাড়াদল' ॥

১৩১

কার্য্য অনুরোধে, ফল নাই ক্রোধে,
বুঝিবে নির্ব্বোধে, বিস্ময়মতি।
জ্বলে বটে গাত্র, ক্ষণ কাল মাত্র,
নিতে কাজ পাত্র, নীচ জন হতি ॥

১৩২

নীচ বলি কায় ? চেনা বড় দায়,
দেখিবে যাহায়, ক্ষণভঙ্গ মতি।
হেরে পরদোষ, সীমা নাহি রোষ,
বলে মানাপোস, তাঁর বেলা হতি* ॥

---

*"নীচ শর্ষপ মাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি॥"

১৩৩

নিভাতে অনল, যদি নাহি বল,*
কর এক কল, স্মর হুতাসনে।
বল রাখ ভাই, * নিব যবে চাই,
চন্দ্রসুত তাই—করে দিল মনে ॥

১৩৪

মঙ্গল তখনি, স্মরিল অগণি,
অনল অমনি, হলো উপস্থিত।
রুক্ষ্মপিঙ্গ কেশ, লালবর্ণ বেশ,
ছাগে উপবেশ, লজ্জাহীন ভীত ॥

১৩৫

সপ্তজিহ্বা কয়, কোথা যজ্ঞ হয়
হবি কিম্বা পয়, বল ভাল করি।
পাইনে খাইতে, তোমরা থাকিতে,
বল কি করিতে, ক্ষুধাচোটে মরি ॥

১৩৬

হতে বহুদিন, হইয়াছি দীন,
অনাহারে ক্ষীণ, দেখনা আকৃতি।
ছেলে পিলে ঘরে, খাব খাব করে ;
স্বাহা রাগভরে † হইলো বিকৃতি ॥

---

*অগ্নি-ভূমিপুত্র এজন্য মঙ্গলভ্রাতা ॥

† "স্বাহাবসানে জুহুয়াৎ ধ্যানবৈ মন্ত্রদেবতা

১৩৭

লক্ষণ-বৰ্জ্জন, রাম অদর্শন
সরযূ মগণ, ভ্রাতৃসহ পরে।
শোকাগ্নির ক্রম, গলে প্রজা মন
ব্রত যজ্ঞ হোম, কেহ নাহি করে *

১৩৮

কি জানি কি ক্ষণে, সীতা দিল বনে ?
রামচন্দ্র মনে, জানিতেন সব।
সে হইতে নাকি ? পড়িতেছি ফাকি,
হয় লোপ বাঁকি, করি অনুভব* ॥

১৩৯

ছেলে গুলো সব, বিহীন উৎসব ?
কুশ কিম্বা লব, কার কথা কই।
রাজ্যভাগ নিয়ে, মরিল রাগিয়ে
প্রজা তা দেখিয়ে, করে হই চই† ॥

---

*"বেদাব্রাহ্মণরূপেণ গায়ত্রী সর্ব্বরক্ষিণী,
ওঁকারোঽথ বষট্‌কারঃ সর্ব্বেরামমনুব্রতাঃ॥"

†শ্রীরামচন্দ্রাদি চারি ভাই দুই দুই পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন, এই পুত্রগণ মধ্যে সূর্য্যবংশীয় ভারত সাম্রাজ্য বিভাগ হয়। রাম-পুত্রদ্বয় "লব" ও "কুশ" উত্তর ও পূর্ব্ব কোশল রাজ্য প্রাপ্ত হন পরে লক্ষণ-পুত্রদ্বয় "অঙ্গদ" ও

১৪০

হতে সিন্ধু পার* ব্রহ্মপুত্র ধার,
সুমেরু কি ছার ? নিয়ে সেতু বন্ধ।
ক্রিয়াকর্ম্ম ভ্রষ্ট, প্রজা হয় নষ্ট,
দেখে পাই কষ্ট—সবে হলো অন্ধ ! ॥

"চন্দ্রকেতু" কারুপথ ও চন্দ্রকান্ত রাজ্য, ভরত-পুত্রদ্বয় "তক্ষ" ও "পুস্কল" সিন্ধু উভয় কুল-সায়িনী গান্ধার রাজ্য, শত্রুঘ্নপুত্রদ্বয় "সুবাহু" ও "শত্রুঘাতী" মথুরা ও বৈদিশ রাজ্য প্রাপ্ত হন। পাঠকগণ যদি সকল গুলি দেশের আধুনিক নির্দ্দিষ্ট ভূমি নিদর্শন করিয়া দিতে পারেন তো বড় বাধিত হই। অযোধ্যার উত্তর কোশল ব্রজধাম মথুরাপুরি ইত্যাদি সকলে অবগত আছেন।

---

*"অয়ং গন্ধর্ব্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ।
সিন্ধোরুভয়তঃপার্শ্বে, দেশঃপরমশোভনঃ॥"
"তক্ষং তক্ষশিলায়াং তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়েচসঃ॥"

বাল্মীকি রামায়ণ।

ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে যেমন তক্ষশিলা সিন্ধুর পূর্ব্বকুলবর্ত্তী সেইরূপ পুস্কলাবতী পশ্চিম কুলশায়িনী। পুস্কলাবতী রাজধানীর অন্তর্গত আধুনিক "কাবুল" "গিজনী" ও কান্দাহার

১৪১

বল্লেদৈত্যসুন্দ, সহ উপসুন্দ,
কানে ফুলকুন্দ, আরক্ত নয়ন।
"করযোড় কর," জাননা অমর ?
পেয়ে ব্রহ্মাবর, ভাই দুইজন ? ॥*

*" ত্রিষুলোকেষু যদ্ভূতং কিঞ্চিৎস্থাবরজঙ্গমম্
সর্ব্বস্মাম্নোভিয়ন স্যাদৃতেঽন্যোন্যং পিতামহ ॥"

প্রভৃতি দেশ যে ছিল তাহার আর সংশয় নাই। কান্দাহার গান্দাহারের অপভ্রংশ মাত্র, গন্ধর্ব্ব-দিগের অধিকার বলিয়া গান্ধার নাম হইয়াছিল। ভরত তিন কোটী গন্ধর্ব্ব ধ্বংশ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ্য নিজ পুত্রদ্বয়কে অর্পণ করেন। তক্ষ সিন্ধুনদ পূর্ব্ব-ভাগ, পুস্কল পশ্চিমাংশের রাজ্যভার প্রাপ্ত হন।

" ততো রাগানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালস্যাস্ত্রং সুদারুণং।
সম্বর্ত্তন্নামভরতো, গন্ধর্ব্বেষভ্যচোদরাৎ ॥
তেবদ্ধাঃ কালপাশেন সম্বর্ত্তেন বিদারিতঃ।
ক্ষণেনাভিহতাস্তেন ত্রিংশকোট্যো মহাত্মনা ॥ "

আমাদের শাস্ত্রমতে যে দেশে চতুর্ব্বর্ণ জাতি ও আচার ভেদ আছে সেই স্থানকে আর্য্যবর্ত্ত বলে হিন্দুদিগের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হওয়া অবধি সিন্ধুপার ম্লেচ্ছ-দেশমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। দ্বাপ-রযুগে অর্থাৎ কুরুপাণ্ডবদের সময় গান্ধার প্রভৃতি

১৪২

কৈলাসপথিতে, এখানে আসিতে,
দর্শন চকিতে, মোর মনে হয়।
দিল কিনা তাড়া, বেটা লক্ষ্মীছাড়া,
হাতে ছিলো খাঁড়া, হেন মনে লয়॥

দেশ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে পরিগণিত হইত। "গান্ধারী" দুর্য্যোধন-মাতা যে গান্ধার রাজনন্দিনী এ কথা কে না জানেন?।

"চতুর্ব্বর্ণ ব্যবস্থানাং যস্মিন্দেশে নবিদ্যতে।
তংম্লেচ্ছ দেশং জানিয়া দার্য্যবর্ত্তগতঃ পরম্॥"

এইক্ষণে জানিতে চেষ্টা করা যাউক, পুস্কলাবতি কোথায় ছিল। সেস্থানের কোন নিদর্শন অদ্যাবধি পাওয়া যায় কি না? তবে উপরোক্ত "রামায়ণ" প্রমাণে এইমাত্র স্থির হইয়াছে, যে সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে পুস্কলাবতি নগরী স্থাপিত। পেশওয়ার হইতে খাইবরপাশ দিয়া কাবুল যাইতে হইলে জালালাবাদ নগর পথিমধ্যে পড়ে, তন্নগরের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমায় যে দেশ তাহার নাম "পেশবোলাক" এইকি পুস্কলাবতি? যখন কাল মাহাত্ম্যে "তক্ষপুরি" তকৎপড়ি "পরুষু সহর" পেশওয়ার যমদগ্নি "যমরুদ" গান্ধার কান্দাহার হইতে পারে, তখন পুস্কলাবতি পেশবোলাক হইবে বিচিত্র কি?

১৪৩

"সাগর মন্থনে, লক্ষ্মী সুধাধনে,
পেয়ে ভাব মনে, মোরা কেউ নয় ?।
এবার দেখাব, হোমাদি খায়াব,
দেবত্ব ছাড়াব, করো নাকো ভয় ?"

বিশেষতঃ পারস্য ভাষায় আকার ইকার উকারপ্রভৃতির যদিও চিহ্নমাত্র আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হইলে আকারাদি ব্যবহার হয় না। শুদ্ধ অক্ষরগুলি মাত্র লিখা যায়, এই জন্য পাঠকগণ ইচ্ছামত সংগত আকার ইকার লাগাইয়া লইয়া থাকেন। "পু" স্থানে "পে" পড়া কিছু বিচিত্র নয়। ভরত-পুত্রদ্বয়ের রাজ্য সিন্ধুর উভয়কুলে যত দূর বিস্তারিত হউক না কেন, তাহাদের পরস্পারের রাজধানী নিকট থাকা সম্ভব ও উচিত ছিল, পেশঝেলাক এইরূপই স্থান বটে। বিগত কাবুল-যুদ্ধে যাহাদের পেশবোলাক দর্শন ঘটিয়াছে, তাঁহারা বলেন যে তথায় এক অতি রমণীয় সরোবর ও অন্যান্য অনেক উত্তম দর্শনোপযোগী স্থান ও দ্রব্য আছে। ইংরাজ বাহাদুরেরা সেখানকার দুই একটী সমাধিস্তম্ভ খনন করিয়াছিলেন। স্তম্ভ মধ্যে বৌদ্ধদিগের সমকালিন প্রাচীন মোহর প্রভৃতি দ্রব্য পাইয়াছেন কিন্তু মোহরে গ্রীকদিগের নামাঙ্কিত। সে যাহা হউক জয়পাল রাজার সমর-মৃত্যু হইতে

১৪৪

বহুকাল শুনি, যজ্ঞ করে মুনি,
তবে যে এখনি, কর্ম্মকাণ্ড লোপ ?।
ত্রেতাযুগ গত, দ্বাপর আগত,
হরি নাকি সত্য, করিলেন কোপ ? ॥

হিন্দুদিগের আধিপত্য সিন্ধুপার হইতে শেষ হইয়াছে।

কোহাট ও বন্নু জেলার উত্তরাংশে একটী স্বাধীন দেশ অদ্যাবধি আছে। তাহার আধুনিক নাম "চিৎরল।" কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখিলে বিবেচনা হয় যেন ও দেশের নাম পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের রাজ্য সময়ে "চিত্তচল" ছিল। আফগানস্থানবাসীরা অদ্যাবধি তদ্দেশকে "কাফরস্থান অথবা কাফরকোট" ও অধিবাসীদিগকে "কাফর" কহিয়া থাকেন। বোধ হয় যেন হিন্দুরা জয়পাল রাজার পরাজিতের পর তথায় আসিয়া সকলে মিলিত হইয়া আশ্রয় লইয়া আপন জীবনধন ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করিয়া থাকিবেন। এস্থলে তদ্দেশ বিবরণ বা অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কহিবার আবশ্যক নাই। তবে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

১৪৫

ভৌম শুনি কয়, করোনা সে ভয়,
কালধর্ম্ম হয়, শুন নাই আগে ?।
ধর্ম্মরূপ বৃষ, কালে হবে কৃশ,
তুমিতো ঈদৃশ, বৃথা জ্বল রাগে* ॥

---

*এবং কর্ম্মকুর্ব্বতাং ফলং ন দৃশ্যতে, তৎকলিস্বভাবাৎ”
“যদা যদাসতাংহানি র্ব্বেদমার্গানুসারিণাম্ ।
তদা তদা কলির্ব্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণঃ ॥”
যত্রাধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ স্যাদ্ধর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ,
কামিনস্তমসাচ্ছন্না জায়ন্তে যত্রমানবাঃ,
অহঙ্কার গৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ,
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তিসর্ব্বেকলৌযুগে ॥”

“চিতচল” চৌদিগে গিরি দ্বারায় বেষ্টিত। তন্মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত গিরির এরূপ আকার ও গঠন, যে দূর হইতে পথিকের বোধ হয় যেন একটী ললনা আত্মদুঃখে বিরসবদনে বসিয়া আছেন। কবিকুল চূড়ামণি মহাত্মা ব্যাসদেব বোধ করি গিরির স্বাভাবিক এইরূপ আকার দেখিয়া উদ্দালক ও অলক্ষ্মী উপাখ্যান লিখিয়া থাকিবেন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে সমুদ্র মন্থনে যখন ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীপ্রাপ্ত হইলেন তখন লক্ষ্মী বিষ্ণুর সহিত

১৪৬

বিশেষ কারণে, পড়েচ স্মরণে,
দেখনা গগনে, ছেয়ে নেত্র বাণ,
রাখ তব কাছে, আবশ্যক আছে,
কাজপলে পাছে, দাদা কোথা পান ?"

বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন, কারণ তাহার জেষ্ঠা ভগ্নী অলক্ষ্মীর উদ্বাহ কার্য্য সমাধা হয় নাই। উদ্দালক নামক একজন মহামুনি তখন সমুদ্রকূলে সমাধিস্থ ছিলেন, বিষ্ণুবাক্য অনুরোধে অগত্যা অলক্ষ্মীকে গ্রহণ করিলেন কিন্তু মুনিবর নিজ পত্নীর রীতি নীতি বিপর্য্যয় দেখিয়া অলক্ষ্মীকে আপন আশ্রমের কিয়দ্দূরে পরিত্যাগ করিয়া এই বলিয়া চলিয়া গেলেন যে,

"অশ্বত্থ বৃক্ষমূলেস্মিন্ অলক্ষ্মী শ্রম্যতাং ক্ষণং,
আশ্রমস্থান মালোক্য যাবদায়াম্যহং পুনঃ,
তদারুরোদকরুণং ভর্ত্তৃস্ত্যাগেন দুঃখিতা॥"

সেই অবধি কি অলক্ষ্মী উদ্দালক মুনির আশ্রমের নিকট বসিয়া পতি বিরহে অশ্রুপাত করত আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বনাশ করিতেছেন ?।

১৪৭

আবশ্যক বলি, সব কালে কলি,
উপদ্রব হলি, অবনীমণ্ডল।
হইতে আকাশ, করো পরকাশ,
নর পাবে ত্রাস, তার পাপ ফল॥

১৪৮

উপদ্রব তাকি, বলে দিব নাকি?
সাধ্য দেয় ফাকি, হবে ছারখার।
রাজমারি ভয়, দুর্ভিক্ষ কি নয়?
অনাবৃষ্টি ময়, অতি বৃষ্টি আর॥

১৪৯

উঠিল হুঙ্কার, সহ চীৎকার,
পুন কি বিকার, বুঝি দৃষ্টে অধ।
সবে যমপুরে, হেরে অগ্নি দূরে,
তাড়া দেয় জোরে, ভাবে হলো বধ॥

১৫০

কোলাহল শুনি, অমঙ্গলগুলি,
বাহিরে তখুনি, আসে সরস্বতী।
পাইয়া দেখিতে, মঙ্গল আসিতে,
প্রাসাদ হইতে, করিল প্রণতি॥

১৫১

কৃশাঙ্গি গৌরবি, দৃশ্যে যেন ছবি,
পারে কবে কবি, বর্ণিতে আকার।
ভেবে দেখ ধনি, কে সেই রমণী,
ধর্ম্মগুণমণি, পদানত যাঁর॥

১৫২

সম্ভব কখনি ? কিফল গৃহিণী,
করে যে রমণী, ভদ্র অপমান।
পারিয়া দেখিতে, পতি পার্শ্বস্থিতে,
হয়ে আচম্বিতে, করে অর্ঘ দান॥

১৫৩

তরুণ বয়েস,, শুভ্রকান্তি বেশ,
পাদস্পার্শ কেশ,দীনভাব অতি।
তায় একমনা, ভাবেন্তে মগণা,
জানেনা ছলনা, সরস্বতী সতি* ॥

*তস্য ধ্যানমন্ত্র।
"তরুণ শকল মিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যাল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতুবাগ্‌দেবতানমঃ॥"

১৫৪

চামুণ্ডা এ শুনি, কহে "মহামুনি,
বলুন এখনি, দেরি নাহি সয়।"
যথা সনমান, পাদ্য অর্ঘ্য পান,
আবার কি চান, দোষ কোথা হয়* ?॥

১৫৫

"দেখে বৃত্তিলোপ, ঘরে করে কোপ,
তাতে দোষারোপ, হইবারে নারে।
স্বভাবের টান, যায় যদা প্রাণ,
গালি মন্দ হান, জোরে নাহি পারে॥"

১৫৬

দেবী যাহা বল, প্রকৃত সকল,
গায়কে মঙ্গল, যদামুণ্ডচ্ছেদ ?।
কহে ঋষিরাজ, আমোদে কি কাজ ?
পড়ে জান্‌লে বাজ, সবে করে খেদ॥

১৫৭

দেবী এবে আসি, সঙ্গে লয়ে আসি,
সবে অস্তশশী, আগত সকালে।
বিয়ে করে ভাই, অব্যাহতি পাই,
দেখ নাক ছাই, পড়েছি জঞ্জালে॥

* "বিসৃজ্য সূপবদ্দোষান্ গুণান্ গৃহ্নন্তিসাধব।
দোষগ্রাহীগুণত্যাগী চালনীব হি দুর্জ্জনঃ।"

১৫৮

সে কথা না বলে, যাবে প্রভু চলে!
তব দাসী মলে, ছাড়িবে না কভু।
দূত বুদ্ধিমান, তার কিছু জান ?
এত কেন টান, মন্ত্রী করে প্রভু ? ॥

১৫৯

নারদ শুনিয়া, কহিল হাঁসিয়া,
ব্যাঘ্র জাগাইয়া, পড়িনু বিপাকে।
শীঘ্র যা'য়া চাই, ক্ষণমাত্র নাই,
রক্ষ শুন ভাই,—বলিতেছি কাকে ? ॥

১৬০

হইয়ে অবলা, খুলিয়াছে গলা,
দেখ দেকি জ্বালা, নাহিক বেদনা।
আমি কি কহিব, লজ্জাতে মরিব,
বল কি করিব, বাড়িছে ভাবনা ॥

১৬১

এ কথাটী বলে, প্রভু যেও চলে,
তাহা নাহি হলে, নৈরাশ হইব।
বল ঋষি কথা, মুখে আশে যথা;
করোনা অন্যথা, স্মরণ রাখিব ॥

পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ।



১

অনুপবেশন, হলো বহুক্ষণ,
সোপানে আসন, করো মহামতি।
স্নিগ্ধকর কায়া, পড়িয়াছে ছায়া
বলে যক্ষজায়া, দীন ভাব অতি॥

২

কেন দেখি ভ্রান্ত, শুনিব নিতান্ত,
বলুন বৃত্তান্ত, করো কেন দেরি ?।
"জগৎ অখিল, ঘটন নিখিল"
নারদ কহিল, চারিদিগে হেরি॥

৩

দিবা অবসান, গাই ভরে প্রাণ,
হরিগুণ গান, আগে যক্ষ রাণী।
ভানু অস্তাচল, লোহিত প্রবল,
হয়ে হীনবল, তেজ নিল টানি॥

৪

গিরির নিহার, গলিছে না আর,
পঞ্চম চূড়ার, শোভা মনোহর।
নিকটে দর্পণ, স্ফটিক ভবন,
প্রভা না রতন, তাই বৃদ্ধি কর ?।

৫

হংস কারণ্ডব, জলপক্ষি সব,
করি নানারব, যাইছে কুলায়।
থাকে সদাদূর, নীড়ে ক্লেশদূর,
আততায়ী ক্রূর, ভয়েতে লুকায়॥

৬

দেখ হ্রদবারি, কাল হলো ভারি,
অদৃশ্য সে নারি, লুকালো কোথায় ?
শিব শক্তি সাতে, ধরে হাতে হাতে,
আসিবে এথাতে, হয়ে এক কায়॥

৭

সহস্র শিরষ, মুরতী সরস,
বেদে গায় যশ, পুরুষ বিরাট।
তবু দশাঙ্গুল, দেহ সূক্ষ্মস্থূল,
অক্ষ পদচুল, একি বিভ্রাট !॥

৮

কায়া তো অনন্ত, গুণে নাই অন্ত,
সহিত সামন্ত, ফণীকুল সব।
পাতালে বিরাজ, হয়ে নাগরাজ,
ধরারক্ষা কাজ, "তামসী কেশব* ॥

৯

মেঘ উঠি ঘন, করে বরিষণ,
সহিত গর্জ্জন, প্রলয়ের কাল।
শত বর্ষগত, বৃষ্টি নহে হত,
একোদক মত, আকাশ পাতাল † ।

১০

জলধী যখন, পরশে গগন,
অবনী মগন, দিগশূন্য স্থল।
সত্ত্বরজ তম, হয়ে গেল কম,
ভাব হলো সম, হরি ভাসে জল ॥

---

* ভগবানের "তামসী" নামে এককলা
পাতালে আছে তাঁহার নাম অনন্ত।
† "ততোমেঘা মহাঘোরা নানাবর্ণ অনেকশঃ
শতংবর্ষাণি বর্ষন্তি গর্জ্জন্তিচ মহাস্বনাঃ"
একোদকং ততোবিশ্বং নির্ব্বাণং নির্ব্বিকারকং।"
"সাত্ত্বিকেষ্বথ কল্পেষু মাহাত্ম্য মখিলং হরেঃ"
তামসেষু শিবস্যোক্তং রাজসেষু প্রজাপতেঃ।

১১

স্বয়ং নারায়ণ* তারণ কারণ,
কলাবিতরণ, করিতে উদ্ধার।
সহিত জলধি, তুলি পৃথ্বী নিধি,
হলো স্থিত বিধি, আপন আধার॥

১২

হইতে গগন, পুষ্পবরিষণ,
করে দেবগণ, আহ্লাদ অপার।
উঠিল ধরণী, ধরিশিরে ফণী,
কতবা বাখানি, গুণরাশি তাঁর॥

১৩

গাইতে গাইতে, জ্বলে উঠ চিতে,
মহিমা বর্ণিতে, রাগিণী দীপক।
লতে তব নাম, ওহে আত্মারাম,
তুমি গুণধাম, করিয়া রূপক॥

১৪

পাতালে নিবাস, করে শ্রীনিবাস,
তাঁর আমি দাস, শুনিলে সুন্দরী।
করে নারায়ণ, ধরণী ধারণ,
পতিত পাবন, ফণীরূপ ধরি॥

"আপোনারা ইতিপ্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ।
তাযদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।"

১৫

আহ্বান করিতে, তাই সে পুরিতে,
হইল যাইতে, মায়ানদী তীর।
যেহেতু সে দ্বার, বৈতরণীধার,
প্রেতনদী পার, শুন হয়ে স্থির * ॥

১৬

আতপ প্রচণ্ড, বেলা ষোল দণ্ড,
তপ্ত ব্রহ্মঅণ্ড, ছায়ামাত্র হীন।
দেখি মায়া তীরে, দূত আনে ঘিরে,
প্রেত ধিরে ধিরে, গত নয় দিন ॥

১৭

বায়ূ বহে ঘূর্ণ, বালুতায় পূর্ণ,
প্রেত চক্ষুচূর্ণ, আঘাতে তো হয়।
কেনবা হলেম, ? কেনবা মলেম ?
সবে নজালেম, বহু প্রেত কয় ॥

১৮

কেহ বলে মাতঃ, কেহ বলে তাতঃ,
কেহ ভগ্নী ভ্রাত, কোথা সবে রলে।
কোথারে সন্ততি, কোথা প্রাণপতি,
বলে বহু সতী, বুকে ভাসে জলে ॥

* পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে মায়ানদীকে যে প্রেতনদী বলে এখানে নারদ বলিলেন যে মায়ানদী ও বৈতরণী নদী মধ্যে যে ব্যবধান তাহারি অভ্যন্তরে পাতালপুরি গমনের পথ।

১৯

কোথায় প্রিয়সী, দুর্ভাগা মহিষী,
অমাবস্যা শশী, বিনে অন্ধকার।
যন্ত্রণা সহিতে, দুর্গম পথিতে,
পারিনে চলিতে—হাত ধরি কার? ॥

২০

সংসার বাসনা, পুরণ হল না,
হেতু কি বল না, কান্দে সব ভূত?।
পেয়ে মূর্ত্তি ছায়া, ছাড়ামাত্র কায়া,
সহ মোহ মায়া, বান্ধে এসে দূত* ॥

২১

হইতে শশ্মান, জল পিণ্ডদান,
নাইবারে পান, গুনিবে বা কত।
প্রেত পরে তার, যান মায়া পার,
লয়ে আপনার; পাপ ভার যত ॥

*"বিভীষণং পূতিগন্ধাং কূটমুদ্গার পাণয়ঃ
আগচ্ছান্তি দুরাত্মানো যমস্য পুরুষাস্তদা ॥
ততোদূতো যমস্যাশু পাশবধ্নাতি দারুণৈঃ
দণ্ডপ্রহার সম্ভ্রান্তং কর্ষতে দক্ষিণং দিশম্" ॥

২২

হয় বাক্‌রোধ, থাকে না কি বোধ ?
প্রেত করে ক্রোধ, দূত প্রপীড়নে।
হস্তপদ মাথা, কারো কারো গাঁথা,
বহুল অনাথা, ব্যথিত গমনে ॥

২৩

কেউ ছত্র ধরি, যায় জুতাপরি,
দুঃখ দেখে মরি, অন্য কষ্ট কত।
কেউ উঠে পড়ে, পড়ে নাহি নড়ে,
দূত ঘাড়ে চড়ে, দশ দিন গত ॥*

২৪

কেন দূত বল, সহ প্রেত দল,
হঠাৎ অচল, কারণ রহিত।
গিয়ে সন্নিকটে, বৈতরণী-তটে,
দেখি গোল ঘটে, প্রেতের সহিত ॥

২৫

এক দূত কড়া, কথা বড় চড়া,
বলে "বেটা মড়া", কথা কও কেন ?
খাবিরে রগড়া, পড়ে যাবে কড়া,
না কর ঝগড়া, দেখি নাই হেন ? ॥

---

* প্রেতএকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদিতে যে দান হয় সে প্রেতের স্বর্গ গমন নিমিত্ত উক্ত জুতা ছাতা জীবিত অবস্থায় দান করা হেতু প্রাপ্ত।

২৬

তুই কি না ছোঁড়া, দুষ্কর্ম্মের গোড়া,
ওরে মুখ পোড়া, সবকে নাচালি।
যেতেছিল চলে, কি জানি কি বলে ?
শুনে গেল গলে, তুইতো থামালি॥

২৭

বল কোন বলে,* তোর মুখ চলে ?
প্রেত ভাব হলে, হয় না এরূপ।
এ মারের চোটে, গায়ে রস ফোটে,
দয়া নাই মোটে, করিবিনে চুপ ?॥

২৮

"মারিস্‌নেরে ছড়ি, তোর পায় পড়ি,
কেটে দেনা দড়ি, ওরে যম দূত।
কাঁটা ফোটে পায়, রোদ্দ লাগে গায়
এ ত বড় দায়, আয়ু থেকে ভূত" ॥

২৯

দূত দেখ তুমি, অগ্নিময় ভূমি,
এত দেশ ঘুমি, না দেখি এমন।
ফের দেখ দেকি, অবিচার নাকি ?
জুতো ছাতা ফাকি, পরে অন্যজন ॥

* "দানশীল ক্ষমাবীর্য্য ধ্যানপ্রজ্ঞা বলানিচ
উপায় প্রণিধির্জ্জ্ঞানং দশবুদ্ধবলানিচ" ॥

৩০

কেউ পেলে ছাতা, কারো গায় কাঁতা,*
আমার কি মাতা, দেন নাই কিছু ?
অকালে মোলাম, সবে কান্দালাম।
আয় বধিলাম, শুনেন্নি কি পিছু ? ॥

৩১

দুর্ভাগা জননী, বলিলে তখনি,
"কেন নীলমণি, মাকে ছেড়ে যাও ?।
এ বৃদ্ধ বয়েসে, চলিলে বিদেশে,
দেখো বাপু শেষে, মুখ পানে চাও ? " ॥

৩২

বিদ্যা শিক্ষা তরে, আসি জেদ করে,
কিন্তু সবে ধরে, ঘটালে বালাই।
বৈধব্য যন্ত্রণা, সতো না ললনা,
আমি বা কেমনা, স্বদয়ে পালাই ? ॥

৩৩

কাল রাত্রী গত, ত্রিরাত্রী আগত,
আমোদ না হত, ফুল সজ্জা রাত ?।
রাত না হইতে, বাতি না জ্বালিতে,
হয় কি মারিতে, করে বজ্রপাত ? "॥

*"ছত্রোপানৎপ্রদাতারো যেচবস্ত্রপ্রদা নরাঃ
তেযাস্তিমনুজা মার্গং তংসুখেন তথাম্নদাঃ "।

৩৪

কও ঝুঁটো কথা, মিথ্যা সাক্ষী তথা,
শাস্ত্র আজ্ঞা বৃথা, কেমনে হইবে ?
বেদ নিন্দাকারি, হীন পন্থাধারি,
পাপ নয় ভারি ? কেমনে মরিবে ?* ॥

৩৫

ছিলো আয়ুর্দয়, বলিতে কি ভয় ?
হয় কি তা নয়, পরে পাবি টের ? ।
ছড়ি দূত হাতে, "ভাঙ্গি বলি কাতে,"
অজ্ঞান আঘাতে, "দেক কর ফের" ? ॥

৩৬

পুনঃ প্রাপ্তে জ্ঞান, দূত দেখে যান,
বলে 'বুদ্ধিমান,' নাম কি তোর না ?
প্রেত বলে চটে,—নামটী ঐ বটে,
বিভ্রাট না ঘটে ?—ভুল কি হয় না† ? ॥

৩৭

বাপমার নাম, কোথা মম ধাম ?
বৃথা হও বাম,—জিজ্ঞাসা না কর ? ।
পারিবে জানিতে, ভুলেছ নিশ্চিতে,
আসল থাকিতে,—নকল তো ধর ॥

---

*"কুট সাক্ষী মৃষাবাদী যশ্চাসদনুশাস্তিবৈ
তেমোহ মৃত্যাবঃ সর্ব্বে তথাবেদবিনিন্দকা ॥"
†"শব্দার্থস্তু বিভিদ্যস্তৈ নরূপাদেব কেবলং।"

৩৮

"বাড়ী কলিকাতা, দেখা গেছে খাতা,
কেবা তোর মাতা, পিতার নাম কি?
কাহার দৌহিত্র, কারবা পৌত্র,
ফাঁকি দিবা সূত্র, বৃথা মর বকি॥

৩৯

তাই বলি দূত, পাইয়াছি যুত,
জেতে রাজপুত, না ছোড়তো বন্দা।
বাড়ী মোর দূর, ছোটনাগপুর,
তোরা কি নিষ্ঠুর, ধিক তোর ধন্দা॥

৪০

দূত হেঁসে কয়, বেটা কম নয়,
দেখায় গো ভয়, কথায় কথায়।
হতে নাগপুর, কলিকাতা দূর;
ধরে লম্বা সুর, বলিছে হেথায়॥

৪১

"তুই বড় ঠেঁটা, শুন ওরে বেটা,
আমি তোর কেটা, তাই করো দেক্।*
যম দরবারে, কুলাদি না ধরে,
ভিন্ন নাহি কারে,—সাপ আর ভেক"॥

---

* কার্য্য।

৪২

হইলে নরেশ, হয় কি পরেশ ?
সব হয় শেষ, এক গড়ে ক্ষয়।
ধান কাল ধল, কামিনী পাগল,
কবে কাকে বল ? ঢেঁকি চিনে লয় ॥

৪৩

যা বল তা বল, যমপুরে চল,
চলিবে না ছল, আমি কে জানিবে।
কর অত্যাচার, ভুল অস্বীকার ?
যাতনা আমার, তথায় কমিবে ॥

৪৪

তোর কথা শুনে, জ্বলে গা আগুনে,
ওরে পুটী চুনে, কেন এত জারি ?।
দানাদি কেন না, সশ্রদ্ধা হল না ?
তাইতে যাতনা, সে দোষ কাহারি ? ॥*

*"আবরণার্থং তচ্ছত্রং ব্রহ্মণায় প্রদীয়তে।
পশ্চাদুপানহৌদদ্যাৎ পাদস্পর্শ করে শুভে ॥
সন্তপ্ত বালুকাং ভূমি মসিকন্টকিতাস্তথা।
সন্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতং দদদুপানহৌ ॥"

৪৫

চুন পুটি নই, রাজ পুত্র হই,
কত বল সই, জন্ম ভদ্রকুলে।
থেকে পূর্ব্বে যোগী, জন্মে হবো ভোগী,
কখন না রোগী,—দিচ্চো বৃথা শূলে ॥

৪৬

তাই বলি ছাড়, পাপভার নাড়,
ভেঙ্গে যায় ঘাড়, ওতো আমার না।
মজুরের কাজে, ধনি নাহি সাজে,
অধিকারি রাজে, তুমি তা জান না ? ॥

৪৭

ও তোরে বেদনা,* কারণ জান না ?
বাড়িবে ভাবনা, তোর নরাধম।
লোকে ক্ষোভ দিয়ে, দুর্ব্বাক্য কহিয়ে,
এনেছ কিনিয়ে,—এতো ক্লেশ কম ॥

৪৮

আছে কোন চিন ? কি ধনি কি দীন ?
টাকা সাড়ে তিন, 'নিমতলা' ঘাটে।
অন্ত্যেষ্টায় লাগে, বেশী কেউ মাঙ্গে ?
আমাদের আগে, জারি নাহি খাটে ॥

*মোহজ্ঞান প্রদাতারঃ প্রাপুর্বান্তি মহদ্ভয়ম্।
বেদনাভিরুদগ্রাভিঃ প্রপীড়ান্তেহধমা নরাঃ

৪৯

অতিথিকে ঘরে, বাঁকি মাত্তে ধরে,
বৃদ্ধ সজ্জনেরে, মান্য কর কদা ?।
অবজ্ঞা করণ, নিষ্ঠুর ভাষণ,
বিরস বদন, করনি কি সদা ?॥

৫০

অন্য পাপ তরে, বলিব আবার ?
মানিবিরে হার, তুই অহঙ্কারি।
দেখে কার দুঃখ, হতোরে অসুখ ?
হেঁট করি মুখ, ভাব নাই ধারি ?॥

৫১

"অবলা অনাথা, খাও যার মাথা,
আছে সব গাঁথা, এক এক করে।
পিতৃদেব পূজা, আর দশ ভূজা,
নিয়ে হতো যুজা, যদা তোর ঘরে॥"

৫২

"প্রাশ্চিত্ত কথন, কিম্বা চান্দ্রায়ন,
হয়ে এক মন, করেছিলি তুই ?।
অন্ন বস্ত্র দান, জলাশয় যান,
রাস্তা দেবস্থান, ?—ঘটেনিকো ছুঁই।*

---

*"অনিত্যং জীবিতং [illegible]দ্ধস্তু চাতীব চঞ্চলম্।
কেশেষ্বিব গৃহীতস্তু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"।

৫৩

"কবে বা কাহায় ! উদ্ধারিলে তায়* ?
পিতৃ মাতৃ দায়, বল দেখি শুনি।
কন্যাভার গ্রস্ত, যদা রে দ্বারস্ত,
লম্বা চৌড়া মস্ত, কথা কি বলুনি ? ॥"

৫৪

"আমি ক্রোরপতি, দিয়ে ধর্ম্মে মতি,
তোর কন্যে গতি, করিনে বা কেন ?
আছে বটে ধন, কিন্তু নাই মন,
বিটলে বামন ! এই মাত্র জেন ॥"

৫৫

খেটে খেতে বুজি, নাই স্থান খুজি ?
ঘরে দেবী পুজী, খাবে ভিক্ষা করে ?।
আছেতো বাগান, শ্রম যদি চান,
এক দিকে পান,—কোদালি তো ধরে ॥

৫৬

পরস্ত্রী হরণ, করে থাক ধন,
দেখাবে কেমন, প্রহার তাহারি।
রাবণ সে ভয়ে, ছিলো মুগ্ধ হয়ে,
সীতা হরে লয়ে, ভজেছিলো নারি ? ॥

*"ঘাসমুষ্টিং পরগবেসায়ং দদাত্তু বঃ সদা
অকৃত্বা স্বয়মাহারং স্বর্গলোক সগচ্ছতি"।

৫৭

কি রূপ শুনিবে ? ভয়েতে মরিবে,
পাপটী-ভাবিবে, তুমি নর প্রেত।
মূর্ত্তি অগ্নিময়, বুকে চেপে লয়,
পরে যাহা হয়, সাক্ষি এই বেত ॥

৫৮

কর্ণে দেখ শর, বিঁধিতে তৎপর,
করিল যে নর, পশুপক্ষি হত।
অখাদ্য যে খান, আর মদ্যপান,
নাহি পায় ত্রাণ, শাস্তি বিধিমত ॥

৫৯

"হাতি ফেলে শুণ্ডে, সেই মত কুণ্ডে,
বজ্র বৃষ্টি মুণ্ডে, হয়েতো পড়বি।
তদাদেঁতো হাঁসি, থাকিবেনা কাসি,
গলে পড়ে ফাঁসি, ভিতরে ঝুলবি" ॥

৬০

"কৃমী পোকা গায়, কাটিবে তথায়,
খালি হায় হায়, থাকিবে তখন।
দেখ মাজে মাজে, জিহ্বা তথা ভাজে,
তাই তোর সাজে, তুমুখ এমন" ॥

৬১

"কাল তপ্ত করে, জিহ্বা টেনে ধরে,
গলে দিবে ভরে, অসহ্য যাতনা।
বাক্যের চাতুরি, রাখ মুখে পুরি,
বড় বাহাদুরি, কর সে ভাবনা॥

"কড়াপোরা তেল, ঝাল সর্ষে মেল,
জ্বালে নাহি হেল, ফুটে অবিরত।
জুটো এক সাতে, ভাজা যায় তাতে,
তাই তোর বরাতে, দেখি অভিমত"॥

৬৩

যত্র কুম্ভীপাক, ঘূরে লাগে তাক,
থাকে নাক কাক, শরীরে আঘাতে।
সকলে হিংসীব, মনস্তাপ দিব,
হলে তুল্য শিব, প্রেত উঠে তাতে॥

৬৪

করিলে বঞ্চনা, হইবে যাতনা,
তাহার ভাবনা, ভাব মনে মনে।
নৈরাশ করিব, অংশ নাহি দিব,
ভেবেছ বধিব, পড়েনা স্মরণে ?॥

৬৫

থাকিতে ভোজন, করনি বণ্টন ?
তুইরে দুর্জ্জন, হৃদিলৌহময়।
কৃমি কুণ্ডে পড়ে, রবি নড়ে চড়ে,
জ্ঞান পূর্ণ ধড়ে, কৃমি খেতে হয়! ॥

৬৬

গায় আসে ঘর্ম্ম, গণিতে কুকর্ম্ম,
ছাড়নি স্বধর্ম্ম, ওরে রে পাষণ্ড ?।
ধর্ম্মমার্গ হীন, কর্ম্মমার্গ হীন,
নরক অসিন* তোর তো অখণ্ড ॥

৬৭

হও রাজা খাশ, কিম্বা তস্য দাস,
চলিবে না শ্বাস, নিষ্পীড়ন কালে।
করেছ পীড়ন, তাঁহাই পীড়ন,
কাটন ছিঁড়ন, ইক্ষু যন্ত্রে ফেলে ॥

৬৮

জন্ম সৎ গোত্র, ছিল ভাল যোত্র,
খা'য়া হতো হোত্র, দাস দাসী ঘর।
বলার যো নাই, অর্থ কোথা পাই,
এই জন্য ভাই, উদ্ধার না কর ॥

---

*অসিপত্রবন নামক নরকে ধর্ম্মভ্রষ্ট পাষণ্ডগণ "হা মারা পলাম" বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

৬৯

সাবালক হলে, তোর কথা চলে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম স্থলে, মাতা হন কর্ত্রী।
অন্য সত্ব টান, ভদ্র অপমান,
থাকিতে রে প্রাণ, করে নাকো ছত্রী॥

৭০

সব প্রেত চল, ওরে বেটা বল ?
কি টিপিলি কল ? সবে রে অবশ্য।
তোলে কেউ পদ ? এবড় বিপদ,
নায়ক প্রমদ, তুইতো অবশ্য॥

৭১

দেখ রে ঐ পার, বৈতরণী ধার,
চারি হাতিয়ার, বান্দি সৈন্য দল।
আসিছে এখানে, বধিবে পরানে,
তাকা মোর পানে—শীঘ্র করে চল॥

৭২

প্রেত পরে চলে, সব দলে দলে,
বুদ্ধিমান গলে, লোহার শৃঙ্খল।
উড়িল ভকতি, যমরাজ প্রতি,
দেখি প্রেত গতি—দৌরাত্ম্য প্রবল॥

। গ্রামাদর্দ্ধমপি গ্রাম মর্থিভ্যঃ কিন্নদীয়তে।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃকদাকস্য ভবিষ্যতি ?

৭৩

ভাসি চক্ষু-জলে, যাই বটে চলে,
বর্ণিনু এস্থলে, গমন বৃত্তান্ত।
পাতালে যখন, কাছে নারায়ণ,
শুনে ক্ষুণ্ণ হন, পীড়ন কৃতান্ত ॥

৭৪

আজ্ঞাদাস প্রতি, দিল মহামতি,
"যাওহে সংপ্রতি, যমের ভবনে।
দেখে মন দিয়ে, অত্যাচার নিয়ে,
জানাইবে গিয়ে, বিষ্ণুর সদনে ॥"

৭৫

তীরে ভোগবতি, আছে অংশমতী,
দরশন হতি, যদা আসি ফিরে।
বলেন আমায়, "হলো বড় দায়,
চলি ধূল পায়, যমের মন্দিরে ॥"

৭৬

"ত্রেতাযুগ হতি, পাতালে বসতি,
করিছে ভকতি, বলি মহোদয়।
আজ্ঞা হলো যবে, এবে যেতে হবে,
সাধ্বী-পত্নি কবে, ভর্ত্তৃ বশ্য নয়? ॥"

৭৭

বলে গেল নন্দি, করে কত ফন্দি,
"রক্ষা কর বন্দি, মাগো প্রেত পুর।
হেথা কেন মিছে, সেবক কান্দিছে,
পীড়ন হইছে—তথা গো প্রচুর" ॥

৭৮

"শশ্মানে মসানে, মায়ানদী পানে,
শিব শুনি কানে, প্রেত আর্ত্তনাদ।
আজ্ঞা পশুপতি, দেবী তোমা প্রতি,
মুক্ত অদ্য হতি, ঘুচাতে বিবাদ॥"

৭৯

"দেখ টলমল, চরণ যুগল,
মমতা কেবল, ছাড়িতে এ ধাম।
তাই খেদ করি, তাই দুঃখে মরি,
কেমনে পাশরি, ভক্ত বলি নাম?" ॥

৮০

দেবী তব সন, করিব গমন,
দেখিব কেমন, যমের বিচার।
কার্য্য সারিতেছি, পিছু লইতেছি,
স্বচক্ষে দেখিছি, মাগো অত্যাচার ॥

৮১

বহুদিন নয়, কল্য এ সময়,
গণ্ডগোল হয়, দূতে আর ভূতে।
দেখিনি কখন, দূত প্রপীড়ন,
করিল যেমন,—প্রতি রাজপুতে॥

৮২

সাবিত্রীর প্রতি, হইতো সেমতি,
খালি তেজ সতী, রাখে দুষ্ট দূর।
কোলে সত্যবান, শোকে শূন্য জ্ঞান,
সাধ্বী কাছে যান, মরিতে নিষ্ঠুর॥

৮৩

করে কত রাগ, নরমের বাগ,
দেখে লাগে তাগ, দূতদের তায়।
ভয়ে বলে ছলে, নারী নাহি টলে,
জোর যদি চলে,—যমকে জানায়?॥

৮৪

পাতাল ভুবন, সাঙ্গ নিমন্ত্রণ,
বাঁকি এক জন, বলি বলা চাই।
কোপে বিষ্ণু অংশ, নিশাচর ধ্বংশ,
মহিশূর বংশ—লোপ হয় নাই?॥

৮৫

" করিয়ে ছলনা, দিতেছ বেদনা,
মহি কি জান না, নিজ দোষে মরে।
হলে অত্যাচারি, রাখিবারে নারি,
মহামায়াকারি,—পীড়ন যে করে ?॥ "

৮৬

"রাম ও লক্ষ্মণে, পারে নাক রণে,
আনিল গোপনে, বধিবার তরে।
করি অপকর্ম্ম, নাশ হলো ধর্ম্ম,
নিগমের মর্ম্ম,—সবংশেতে মরে॥"

৮৭

" একে অহঙ্কারি, তায় অত্যাচারি,
হরি দর্পহারি, পক্ষ ভগ্ন করে।
হেরিয়া দীপক, করে সকবক,
পিপীড়া পালক, উঠিলেই মরে॥ "

৮৮

দেবী আগে চল, যমরাজে বল,
হইল বিফল, তাঁর সর্ব্ব কাজ।
সর্ব্ব অন্তর্যামী, যজ্ঞেশ্বর স্বামী,
দেখিতেছি আমি, হলেন নারাজ॥

৮৯

তদা শিব-জায়া, দেবী মহামায়া,
ছায়া ভরা কায়া, নীরদ বরণী।
খড়্গাদি ধারণ, করিয়া তখন,
করিল গমন,—সিংহ আরোহিণী॥

৯০

সিংহ আরোহিতে, লাগিল নাচিতে,
শুনিনু বাজিতে, চরণ নূপুর।
নীলাম্বরী শ্যামা, হৃদে ভরা ক্ষমা,
মুক্তকেশী বামা, চলে গেল দূর॥

৯১

দেবী* বল্লে পার, পাতাল আঁধার,
তবে জ্যোতি কার, সে তিমির নাশে?।
তথা যত ফণী, শীরে ধরে মণি,
দিবা বা রজনী, তাই সদা ভাসে॥

৯২

এক রাত্রি পরে, নিমন্ত্রণ করে,
পৌঁছিনু সত্বরে, যমরাজ পুরি।
দেখি একাসনে, যম দুইজনে,
বিচার কারণে, বসি সহ জুরি॥

---

* দেবী—এখানে চামুণ্ডা।

৯৩

ধরে হীনবেশ, করিনু প্রবেশ,
দেখি করে বেশ, বিচার কি হয়।
সুবিচারপতি, জানি ভদ্র অতি,
আসি স্বর্গ হতি, যমালয়ে রয়॥

৯৪

বিদুর সুন্দর, সর্ব্বগুণাকর,
ছিলো ভাল নর, দয়াবান অতি।
সেই পুণ্যবলে, পারিজাত গলে,
নিরপেক্ষ বলে, আনে প্রেতপতি॥

৯৫

যম তেরজন, সহকারি হন,
বিভিন্ন আসন, এইরূপ ছয়।
দুইজনে সদা, একা বসে কদা?
তারি কর্ম্ম যদা, রাজা নিয়ে নয়॥

৯৬

জুরি কাঁরা জান? যাঁরা মুক্তি পান,
পাপ পুণ্য ভাণ, নাই তাঁহাদের।
সপিণ্ড করণ, হলে সমাপন,
মর্ত্যে আগমন, জন্ম লন ফের॥

৯৭

এমন পেরত, বসি শতশত,
জ্ঞান বুদ্ধি হত, বলিলেও পারি।
সাহায্য কারণ, বিচার আসন,
ধৃত পাঁচজন, মধ্য হতে তারি ॥

৯৮

অন্ন সের অর্দ্ধ, খেতে পান হদ্দ,
কি ধাড়ি কি মদ্দ*, যদা তথা স্থিত।
ক্ষুধা যাঁর ভারি, প্রাণ যায় তাঁরি,
তাও বিনা বারি—ধারা নিয়মিত ॥

৯৯

তবে ভাদ্রমাসে, মরেন পিপাসে,
রবি সিংহ রাশে, সে অবর পক্ষ।
করিলে তর্পণ, আপ্ত বন্ধুগণ,
পরিতৃপ্ত হন,—দেবতা ও যক্ষ ॥

১০০

আসনের ধার, লাগান আবার,
সাধ্য নাহি কার, যাইতে তথায়।
ডাইনে ও বামে, সাক্ষি, বন্দি থামে,
উকিলের নামে, অগ্রে স্থান পায় ॥

---

* "অষোড়শাদ্ভবেদ্বালা, তরুণী ত্রিংশতামতা।
পঞ্চপঞ্চাশতঃপ্রোঢ়া, বৃদ্ধাভবতিতৎপরং ॥"

১০১

বুধ ও চৈতন্য, হন মহাগণ্য,
জোরেষ্টর অন্য, মাতৃকা ষোড়শ।
যীশু মহম্মদ, ধরে উচ্চপদ,
রামানুজ নন্দ* চীন-কন্‌ফুসস্ ॥

১০২

শঙ্কর নায়ক, কবির নানক,
'শফি' 'লামা' ঠক, উকিল তো ঢের
যে যে পন্থাধারি, উকিল সে তারি,
রক্ষাকরে ভারি, প্রেত কর্ম্ম ফের ॥

১০৩

বিচার কারণ, করে আনায়ন,
নিকটে আসন, প্রেত বুদ্ধিমান।
দূত কান্দে ভর, কাঁপে থরথর,
ভূক্তযেন জ্বর, তায় বেঁদা কান ॥

১০৪

কে করিল ভঙ্গ, প্রেত কৃশ অঙ্গ ?
করো না আতঙ্গ, দেখে কহে যম।
"প্রভু এই বেটা, সব চেয়ে ঠেঁটা"
কহে দূত সেটা, আসে যে প্রথম ॥

---

* নন্দ—রামানন্দ।

১০৫

বেঁচে যাহা করে, সাক্ষি তার ঘরে,
দণ্ড দিও পরে, ধর্ম্ম অবতার।
হুজুর এখন, শুন দিয়ে মন,
ওর আচরণ—কত অত্যাচার॥

১০৬

“আগে করে মোহ, করিল বিদ্রোহ,
ভারি উপদ্রোহ, দুই নদীমাজ।
এ বেটার ছলে, প্রেত নাহি চলে”
এক যম বলে, এঁরির সে কাজ?॥

১০৭

সেনা আর্য্য ঘাটে? বৈতরণী মাটে?
শুনে কান ফাটে, বম্ব আওয়াজ।
সে অপরিমিত, সৈন্য সুসজ্জিত,
ইহারি নিমিত্ত?—রাজা পান লাজ?॥

১০৮

আজ্ঞা মহাশয়; ছোঁড়া কম নয়,
কিছু নাহি ভয়, কর্ত্তা গো নির্ধার্য্য।
মর্ত্ত্যলোক কথা, বলে যথা তথা,
প্রেতত্ব অন্যথা! তাইতো আশ্চর্য্য॥

১০৯

এ বিদ্রোহ তার, করিতে বিচার,
নাহি অধিকার, মকর্দ্দমা ভারি।
যমরাজে কহ, আশে ষষ্ঠ সহ,
বিচারিতে অহ, তিনি হলে পারি॥

১১০

যদা আজ্ঞা পান, দূত শয়তান,
করিল প্রস্থান, রাজা নিবেদিতে।
"গলে দিব চাবি, প্রেত খাবে খাঁব"
মনে মনে ভাবি, হইবে মারিতে॥

১১১

হেতা বুদ্ধিমান, করে আন চান,
বলে "গেল প্রাণ" মিঁউ মিঁউ করে।
"আমি শক্তিহীন, প্রহারেতে ক্ষীণ,
শুন দয়াদীন, ক্ষণকাল তরে॥"

১১২

"নামটী ভুলিয়ে, এনেছ ধরিয়ে,
কত কষ্ট দিয়ে, বলিবার নয়,
তাইতে বিবাদ, করি আর্ত্তনাদ,
নয় মম সাদ"—ঘনশ্বাস বয়*॥

* "ন কুর্য্যাৎ বহুভিসার্দ্ধং বিরোধং বন্ধুভিস্তথা।
আত্মনঃপ্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ॥"

১১৩

শুনে প্রেত বোল, উঠে এক রোল,
হয় গণ্ডগোল, কে বলে কে শুনে।
" কি হলো তাইতো, " "প্রাণটী নাইতো,"
" নতুবা চাইতো," " দেখ শ্বাসগুণে " ॥

১১৪

এমন সময়, প্রেত জন ছয়,
আসি খাড়া হয়, বুদ্ধিমান পাছে।
বলে না কথায়, ইঙ্গিতে জানায়,
যেন বলে আয়, আমাদের কাছে ॥

১১৫

" তোর পাপভার, কে নিবেরে আর,
আমরা তোমার, হই পিতৃগণ।
পাপ বেটে নিব, সঙ্গেতে থাকিব,
হাঁসিব কান্দিব, হয়ে এক মন ॥ "

১১৬

আরো বন্ধু তোর, আছেরে বিস্তর,
শনিবারে ভোর, আসিবে এখানে।
কেহ স্বর্গ হতে, বা নরক হতে,
বাধা কোন মতে, তাঁরা নাহি মানে ॥ "

১১৭

" আছে অনুমতি, সদা প্রেতপতি,
পিতৃগণ প্রতি, মিলিতে আপনে।
মৃত্যুকাল হলি, যাই মর্ত্তে চলি,
অকস্মাৎ মলি, জানিব কেমনে ? ॥ "

১১৮

" প্রলাপের ছলে, তাই মা মা বলে,
মৃতবন্ধু গলে, নাম অবিরত।
স্নেহ প্রেমধন, যায় না কখন,
ভবের বন্ধন,—নরনারী যত॥ "

১১৯

বলে চিত্রগুপ্ত, " ছিলি তোরা সুপ্ত ?
ভ্রান্তি হবে লুপ্ত, দেখি যে গতিক।
এক প্রেত নিয়ে, রাখিলি নাচিয়ে,
গৃহ প্রবেশিয়ে,—রাগত অধিক্ ॥

১২০

পরে বলে " চুপ, ঠেসে ধর খুপ,
ঠোঁট এইরূপ, নাহি সরে বাক্।
পুনঃ কথা কলে, গোলমাল হলে,
তোরা সবে মলে,—অন্যকাজ থাক ॥

১২১

সুন্দর তখন, শুনে ক্রুদ্ধ হন,
হবে না পীড়ন, আসনের কাছে।
পীড়ন করিল, বিদ্রোহ হইল।
কেবা আজ্ঞা দিল, শুনা যাবে পিছে॥

১২২

শুগো গো চৈতন্য, হয়ে মন অন্য,
আছ কিসে' জন্য, ? দেখ না প্রেতটা॥
বাস পূর্ব্বসিন্ধু, নিশ্চয় ও হিন্দু,
যবনত্ব বিন্দু—শূন্য না লোকটা ?॥

১২৩

" ছেঁড়াছিঁড়ী কাজে, বৈষ্ণব না সাজে,
শকুনীর মাঝে, যেন মৃত দেহ।
করে টানাটানী, ন্যায্য নাহি জানি,
প্রাপ্ত মাত্রে খানি, দেখে হেন কেহ ?॥

১২৪

" যবে সবে ছাড়ে, কেহ নাহি কাড়ে,
কাজে নিব ঘাড়ে, প্রেতের বালাই।
পড়ে যথা ছিল, দেখ লুপে নিল, "
চৈতন্য কহিল, আমিতো পালাই॥

১২৫

" মাতৃকা আসিছে, প্রেতনী নাচিছে,
মা বলে ডাকিছে, বন্দিগো তাহাই ।
হবো ভ্যাবাচাকা, দ্বন্দ্ব এতে পাকা,
অনর্থক থাকা, লামা এসো যাই ॥

১২৬

লামা শুনি কয়, " করি কার ভয় ?
মন্ত্রি মহাশয়, কর এক কর্ম্ম ।
যোত ওকে হালে, বিচারের হালে,
জীব যাত্রাকালে, করেনি অধর্ম্ম ? " ॥

১২৭

" স্বকর্ণে শুনেছি, আমিতো বুঝেছি,
পাপ দেখিতেছি, করে অস্বীকার ।
রাজা না আসিতে, বল বিচারিতে,
লাগিল কহিতে, গিয়ে এক ধার ॥ "

১২৮

" আর বলিয়াছে, লোক ভুলিয়াছে,
দূত ধরিয়াছে, বলে নাম এক ।
যদি তাহা হয়, বিপত্তি কি নয় ?
সত্য হচ্ছে ভয়, হবে সবে দেক ॥ "

১২৯

" সাক্ষি উপস্থিত, দণ্ড নিয়মিত,
প্রেতের যে রীত, অগ্রেতে হক্‌না।
বিদ্রোহ বিচার, কার হাতে আর ?
দণ্ড দিও তার, নাহিক ভাবনা ॥ "

১৩০

" পুরি এ ভৈরব ! না হয় সম্ভব,
করি মহারব, কহে চিত্রগুপ্ত।
" ভাং খাওনি ছেনে? সুধা বেশী টেনে,
স্বপ্ন সত্য যেনে, হয়েছিলে সুপ্ত ? ॥ "

১৩১

" করো এক কাজ, তাতে নাহি লাজ,
লঙ্কাখড়ি ভঁজ, দিয়ে করো গুঁড়ো।
কাছে রেখ তাই, নাস নিয়ো ভাই,
ঘুম পাবে নাই, হলে কিনা বুড়ো ? ॥ "

১৩২

" দেখি এর পাপ, লাগা আছে ছাপ,
চাওনি কি মাপ, করে অনুতাপ ?
তাই সংখ্যা ভারি, গণিবারে নারি,
সব কি তোমারি, বল দেখি বাপ ? ॥ "

১৩৩

" বয়েসতো অল্প, পাপ চাই স্বল্প,
যেন এক কল্প, পাপে মগ্ন ছিল।"
দেখি নিরুত্তর, পৌঁছিয়া সত্বর,
আপন দপ্তর, খাতা চাহি নিল ॥

১৩৪

" খাতা দেখে কয়, " এতো কদা নয়,
সত্য হচ্ছে ভয়—আয়ু পূর্ণশত।
প্রেত হবে বিশ, নয়তো বাইশ,
আশি বর্ষ ইশ ! পাপে হলো হত ? ॥ "

১৩৫

" বারিপূর্ণ ঘট, দেব স্থিত মট,
নব হলে চট্, ভাঙ্গেনা কি কদা ? ।
স্নেহপূর্ণ দীপ, জ্বলে টিপ্ টিপ্,
নির্ব্বাণ প্রদীপ,—রাতি থেকে সদা ॥ "

১৩৬

চিন্তা নয় শেষ, রাজার প্রবেশ,
" করে বহু ক্লেশ, আনি ছয়জন "
চারিদিগে হেরি, কন্ " হলো দেরি, "
বাজে তদা ভেরি, বসিতে আসন ॥

১৩৭

যবন তারণ, ম্লেচ্ছসংদলন,
তক্ষকদমন, বসে রাজাবামে।
ধুম্‌বোলোচন, নন্দন পবন,
কুটিল নয়ন, ডানদিগে থামে॥

১৩৮

সক্রেটিশ প্লেটো, এরিষ্টটল্ কেটো,
মাথা করি হেঁট, করিল প্রবেশ।
এরাঁও উকিল, তাল করে তিল,
সদা মনে মিল,—ইউক্লিড শেষ॥

১৩৯

বসিলে আসন, চিত্রগুপ্ত কন,
করুণ দর্শন, নিদর্শন* পত্র।
দেখি যে গতিক, অগ্নিমাণ্ডপ্ ঠিক,
সত্য অলৌকিক, ঘটিয়াছে অত্র॥

১৪০

পরে জাগাইল, মা বলে ডাকিল,
ভয়েতে কাঁপিল, প্রেত বুদ্ধিমান।
যমরাজে কয়, শুন মহাশয়,
দৌরাত্ম্য যা হয়, স্নেহ করি দান॥

---

* ছুলিয়া।

১৪১

উকিল কে তব ? দেখি বিনা রব,
" বলে আমি হব"—মাতৃকা যে এক।
" শাক্তবংশাবলী, তাই আমি বলি,
অদীক্ষিত মলি,—গতি হবে ভেক ? ॥"

১৪২

" ইহার উপর, দোষ নানাতর,
করোগো উত্তর, নিকটে আসন।"
সে মাতৃকা কয়, করোনাকো ভয়,
বল যাহা হয়—সহ দূতগণ ॥

১৪৩

ভোগইচ্ছা ছলে, আমি যোগ বলে,
মর্ত্তে জন্ম ললে, রাজপুত ঘরে।
ভোগ নয় শেষ, হয় নাকো ক্লেশ,
দূত হেতু লেশ, প্রাণদণ্ড করে ॥

১৪৪

করে অত্যাচার, শক্তি কহিবার,
নাহিক আমার, ওগো প্রেতপতি।
ধর্ম্ম অবতার, বিচার আধার ;
সন্ধান ইহার, করে কর গতি ॥

১৪৫

" বিবাদ কলহ, ছিল দূতসহ ?
তবে কেন কহ, তব প্রাণ নাশে ?
চিত্রগুপ্ত কয়, " ভূল নাহি হয় ?
উঁকিল নিচয়, মনে মনে হাঁসে ॥

১৪৬

দেখিয়ে শুনিয়ে, কেঁপে গেল হিয়ে,
ক্ষণেক ভাবিয়ে, জানিবার তরে।
ইঙ্গিত করায়, বুঝে মাতৃকায়,
গেলেন ত্বরায়, মহামায়া ঘরে ॥

১৪৭

মহাম্মদ খালি, দিল হাত তালি,
" ইন্‌ছাফ ক্যা পালি, পেরত হিঁয়াছে ? !
মক্কেল যো হোতা, মেরা নাম লেতা,
শিক্‌লায় দেতা, বুঝঁতা মিয়াঁছে ॥ "

১৪৮

" তোবা তোবা তাল্লা, আয় মেরা আল্লা,
কদিমেরা পল্লা, এস্তরে আযাও।
করকে জবাই, কুত্তাছে খেলাই,
ইন্‌কো ক্যা চাই, ? হিন্দু নাহি পাও ॥ "

১৪৯

যীশু বলে বটে, এতে প্রাণ চটে,
দয়া নাই মোটে, দূত কি নির্দ্দয়।
দৌরাত্ম্য করায়, যীহুদিতোপায়,
এদের বেলায়, দণ্ড কোথা হয় ? ॥

১৫০

নায়ক শঙ্কর, কাঁপে থর থর,
বলে এলো জ্বর, কাজ নয় সৎ।
পাও যা শুনিতে, অস্তিত্ব বর্জ্জিতে,
জানিবে নিশ্চিতে, " রজ্জু সর্পবৎ " ॥

১৫১

প্লেটোমহামতি, গুরুভক্তি অতি,
লয়ে অনুমতি, কহিতে লাগিল।
মৃত্যুর সময়, হয়েছিল ভয় ?
প্রেত নাহি কয়—তথা কে কে ছিল ॥

১৫২

এরিষ্টটল্ বলে, হাত, কেটো গলে,
এতে দেখি চলে. তর্কের তো ফান্দ।
বুধ শুনে কন, নাহি প্রয়োজন,
করুণ এখন, দূতে ভূতে সন্দি ॥

১৫৩

কথা নয় মন্দ, জানিবে নিসন্দ,
উঠিবে দুর্গন্ধ, নাড়িলে চাড়িলে।
যা হবার হলো, ভাগ্যে ছিল মলো,
শকি শুনে কলো,—কেটে যাবে পিলে॥

১৫৪

নানক কবির, হইয়া অস্থির,
দূত নাকি পীর, ? তাই হবো ক্ষান্ত।
সুবিচার বিনে, এখানে থাকিনে,
কেমনে জানিনে, মেরে আনে জ্যান্ত॥

১৫৫

আমারো ঐ রায়, ভুলিয়ে মায়ায়,
দূত শাস্তি পায়, কন্‌ফুসস্‌ কন।
জোরেস্টর বলে, অগ্নিকুণ্ড হলে,
তাতে ভাল জ্বলে,—করিলে পতন॥

১৫৬

ইউক্লিড কয়, যুক্তি মন্দ নয়,
কুণ্ড কটা হয়, দীর্ঘ প্রস্থ কত ?।
পুস্তকে যা চান, পাইবে প্রমাণ,
করিতে নির্ম্মাণ—পোড়ে চাও যত॥

১৫৭

ধূম্‌বোলোচন, কোটর নয়ন,
কহিল তখন, তর্ক কেন এত ?।
ভুল বা হয়েছে, মরিতো মরেছে,
তাই কি কিনেছে, জাঁহাবাজ প্রেত ? ॥

১৫৮

দেও শূলে ঠুকে, প্রেক মেরে বুকে,
হাতে ও চিবুকে, যথা করে জারি।
করিতে বিচার, সাক্ষি কি আবার,
এ বিদ্রোহ তার, দণ্ড চাই ভারি ॥

১৫৯

উক্তি শুনা মাত্র, লোমাঞ্চিত গাত্র,
এমন অপাত্র, যম যজ্ঞ নয়।
সূক্ষ্ম বিচারিতে, হয় কি আনিতে,
বেতন রহিতে, রাবণ তনয় ? ॥

১৬০

নন্দন পবন, শুনে খুসি হন,
প্রেতের রোদন ? " করে কি ন্যাকরা।
বিদ্রোহিতা বেলা, হেঁসেছিলি মেলা,
কোন গুরু চেলা, বেটা রে ডেকরা ? ॥

১৬১

অসহ্য হইল ! মনে উপজিল ?
কিম্বা বলে দিল, কেউ যেন কানে।
"কথা নাহি কবে, মৌনভাবে রবে ?
নারদ কি হবে, থাকিয়ে এস্থানে ?" ॥

১৬২

ভুলিলে কি দমে ? শিক্ষা দেও যমে,
হবেনাক কমে, ধর নিজ মূর্ত্তী।
ন্যায্যকথা হান, ঘুচে যাবে ভান,
কিসের কারণ, হীন হলে ফূর্ত্তী ? ॥

১৬৩

হইলে প্রকাশ, সবে পায় ত্রাস,
"একি সর্ব্বনাশ, প্রভু আগমন।"।
বলে যমরাজ, "দেবর্ষি বিরাজ,
রাখ সব কাজ, আন পদ্মাসন ॥"

১৬৪

সবে স্থান ছাড়ি, আগে আসে বাড়ি,
উত্তরীয় পাড়ি, দিল আপনার।
"দয়া প্রকাশিয়ে, এলেন ভুলিয়ে ?
প্রণতি করিয়ে, "মহিমা অপার" ॥

১৬৫

বিশেষ কারণ, করা নিমন্ত্রণ,
পিতা সম্ভাষণ, দেখিবারে বিয়ে।
সিন্ধু ইরাবতী, হইবে সংপ্রতি,
রাখিও মিনতী, বরযাত্র গিয়ে॥

১৬৬

পুনঃ যে কারণ, করিতে বারণ,
তব দূতগণ, দৌরাত্ম্য যা করে।
আধিপত্য সেনা, নয় কদা কেন',
সত্য থাকিবে না, এক দিন তরে॥

১৬৭

কর অত্যাচার, উপমা যাহার,
নাহি হেরি আর, যথা প্রেতপ্রীতি
উহার রোদন, করিয়া শ্রবণ,
উগ্র পঞ্চানন, যাঁর পিতৃপতি?॥

১৬৮

বলা সাঙ্গ নয়, দূত আসি কয়,
চলি মহাশয়, পেয়েছি নির্ব্বাণ।
লুণ খাইয়াছি, দয়া পাইয়াছি,
তাই আসিয়াছি, পূর্ব্বেতে প্রস্থান॥

১৬৯

নরকে পুন্নাম, পাপি নাহি নাম,
সবে স্বর্গধাম, ছেড়ে গেল চলে।
শ্যামা এক নারী ? সিংহ যান তাঁরি,
ডেকে বল্লে “ দ্বারি, কেরে মা মা বলে ? ॥”

১৭০

“ দেখনা মা নাবি, ভিতরেতে পাবি,
ফেলে দিই চাবি, খুলিবারে দ্বার।
বামা না নাবিল, খালি আজ্ঞা দিল,
কপাট খুলিল, রোকে সাধ্য কার ॥”

১৭১

শিখায় রাবণ, তাইতে বারণ,
না করা কারণ, মনে আছে যার।
দশাননে রুকে, শেল খাই বুকে,
মরি যবে ধুঁকে; করেছো কি তার ? ।

১৭২

টানে এসে চড়ে, ফের কুণ্ডে পড়ে,
ভুগে পাপী নড়ে, ভোগ ক্ষয় নয়।
করে কত জারি, মেনে গেল হারি,
ধন্নী বটে নারী, কথামাত্র কয় ॥

১৭৩

" নাম লয় তারা, সব পাপি তারা,
কৈ এমন ধারা, কে কবে শুনেছে ?।
খোলা খাঁচা দ্বার, পাখি অনিবার,
তর্কা রাখ কার ?—মতন উড়েছে " ॥

১৭৪

দূত জন ছয় ? তথা খাড়া রয়,
" বুড়ো কম নয়, " বলে মোর প্রতি।
" ওরে সেতো এই, তোর মনে নেই,
আমি বলে দেই ?—দেখেছো সংপ্রতি ? " ॥

১৭৫

" উড়েনি আকাশে ? 'পেচো' মরে ত্রাসে,
যায় ঊর্দ্ধ শ্বাসে, 'আদাড়ের' কাছে।
কাক দলে দলে, উড়া দেখে বলে,
এ প্রকার হলে, রাষ্ট্র ভঙ্গ পাছে " ॥

১৭৬

ঐ দুপর বেলা,—কর কেন খেলা ?
যায় কবে গেলা, ইচ্ছা নাই খেতে ?।
বুঝে বুঝিবে না, জানিস্ তোর কেনা ?
পেরত চাহে না, নদী পার যেতে ॥

১৭৭

পড়েনিকো ভূমে, ? পেলাম কৈ ঘুমে ?
তোরা কি বহুমে,—কি আছে বরাৎ।
আসে যদি চলে, প্রতিহারি বলে,
ভূঁই কুঁড়ে নলে, উঠে অকস্মাৎ॥

১৭৮

"মাভই মাভই," উঠে হউ চই,
"ভক্ত কান্দে কই ?" বলে এই বাণি।
হুহুঙ্কার হানে, উগ্রসিংহ যানে,
বিচারের স্থানে, এলেন ভবানী॥

১৭৯

"ওরে রে অধম, জারি নহে কম,
শান্তি নাই মম, তোর অত্যাচারে।
হবি তোরা দূর, গতি এ ক্রুর,
জান না নিষ্ঠুর, বন্দি রাখ কারে ?॥"

১৮০

"যত প্রেত দল, স্বর্গে যাবি চল ?"
দর্শনের ফল, পায় সবে মক্ষ !
যদা বুদ্ধিমান, দেখিবারে পান,
মহামায়া চান, নিতে তায় কক্ষ॥

১৮১

" প্রেতত্ব মোচন, হলো বাপধন,
করোনা রোদন," মহামায়া ভাষে।
হলো গণ্ডগোল, উঠে মা মা রোল,
' যম ছিপতোল,' বলে প্রেত হাঁসে॥

১৮২

এই কথা বলে, দেবী গেল চলে,
তাহা নাহি হলে, যমের বাক্ ছোটে ?।
ছিল যতক্ষণ, ভুলেনি শাসন ?
জ্ঞান বুদ্ধি মন, ছিল নাই মোটে॥

১৮৩

ওরে বুদ্ধিমান, তুমি মোর প্রাণ,
থাক এই স্থান, শিখ রাজনীতি।
যাহা চাও পাবে, স্বর্গে যাও যাবে,
যাহা ইচ্ছা খাবে, ধর্ম্ম ষাঁড় রীতি॥

১৮৪

পিতৃ একজন; আসিয়া তখন,
" ওরে প্রাণধন," বুদ্ধিমানে কয়।
" তোর মত নেই! উদ্ধারিল যেই,
কুলেরতো সেই, নরসিংহ হয়।"

১৮৫

বুঝিলে এখন, মন্ত্রির যতন,
মরে অকারণ, তাই যক্ষরাণী।
আপন সন্তান, ভাবে বুদ্ধিমান,
দেখে যেন প্রাণ, আমি এই জানি॥

১৮৬

নিকটে শ্রীহরি, নিবেদন করি,
স্বর্গে যেতে ধরি, রাখিলে আমায়।
পাবে কর্ম্মফল, লক্ষ্মীছাড়া দল,
মানবে দুর্ব্বল, দৌরাত্ম্য করায়॥

১৮৭

নৈমিষ অরণ্য, যজ্ঞ হবে ধন্য,
ঋষিগণ গণ্য, বসিবে তথায়।
অনিষ্ট করাতে, ছিল এ বরাতে,
দিতে বলি তাতে, যম আজ্ঞা পায়॥

১৮৮

রুদ্রের মহত্ত্ব, হইবেক সত্য,
বলিতে আপত্ত, নাহি তার কিছু।
আজ্ঞা দেন হরি, বহু চিন্তা করি,
ভবনদী তরি—ইরা হবে পিছু॥

১৮৯

যে করিবে স্নান, তিনি মোক্ষ পান,
সত্য হাল টান, দেহে দিবে বসে।
তুফান তরঙ্গ, কাল কলি অঙ্গ,
করিয়ে তা ভঙ্গ, আনে তাকে বশে ॥

১৯০

জীবক্রিয়া ধন্ধা, শূন্যনারী বন্ধ্যা,
দ্বাপরের সন্ধ্যা—প্রেত পুরী তথা।
না মরায় ভুগে, দ্বার দিয়ে থ্ গে,
শেষ ত্রেতাযুগে, হয়েছিল যথা ॥

১৯১

একুশ নরক, শাসিতে পাতক,
হতে বহুশক, খালি পড়ে রয়।
বেদ আদি ধর্ম্ম, অনুষ্ঠান কর্ম্ম,
একবারে মর্ম্ম, লোপ দেখে ভয় ॥

১৯২

রাগ যে কারণে? আসে না স্মরণে?
করে দিব মনে? অপূর্ব্ব সে কথা ॥
বাজাইতে ভেরি, দেবগণে হেরি,
বল্লে কর দেরি, দেক কর বৃথা ॥

১৭৩

দানব জ্বালায়, দেবতার ভয়,
কত কথা কয়, নাহি তার লেখা।
থেকে পাপে ভুক্ত, নর হলো মুক্ত,
কিনা শিব উক্ত—সোমনাথ দেখা ॥

১৭৪

পুনঃ দেবগণ, যমরাজ সন,
লইল স্মরণ, পার্ব্বতী উমা।
শুনি চিকরাণ, ঢেকেছিলে কান,
কর নিবারণ,—বলে 'দুর্গা ঘুমা' ? ॥

দাতে গণপতি, ফিরাইতে মতি,
সৃজিলেন সতী, ধর্ম্ম রক্ষাহেতু।
দেখ সোমেশ্বর, হইল দুঃস্কর,
গৃহে দিল ভর, ভবসিন্ধু সেতু ॥

১৭৬

যক্ষপত্নী শুনি, বলে মহামুনি,
বহু কথাধ্বনি, করালে স্মরণ।
গণপতি জন্ম, হতে মাতৃ ঘর্ম্ম,
সাধিতে করম— দেবতা কারণ।

১৯৭

পূর্ব্ব উক্ত বাণী, আজ্ঞার ভবানী,
আমি কিছু জানি, প্রভু কি শুনিবে ?
কলি আগমনে, সুপ্ত আর্য্যগণে,
মৃত্যুপ্রায় প্রাণে, হইয়া পড়িবে ॥

১৯৮

কিরাত যবন, ভিল্ল ম্লেচ্ছগণ,
করি সবে রণ, ভারত লুটিবে।
মঠ সোমনাথ, কাশি বিশ্বনাথ,
ব্রজে গোপীনাথ, নির্ম্মূল করিবে ॥

১৯৯

পরেতে ইংরাজ, করিবেক রাজ,
ভাল বুঝি কাজ, জাত জাগাইবে।
বলে তুমি জাগ, লও নিজ ভাগ,
শুয়ে কেন রাগ—পুড়িয়ে মরিবে ? ॥

২০০

শরীরে আগুণ—মস্তিষ্কে ইকুন,
অস্থিতে তো ঘুণ, লাগিয়াছে দেখ।
দুষ্প্রাপ্য কি বারি ? কীট অত্যাচারি,
মারা কষ্ট ভারি ? পন্থা দেখে শেখ ॥

২০১

শুনি মুনি কয়, তখনি সময়,
হয়ে শূন্য ভয়, জাতিতো উঠিবে।
নিদ্রায় মগণ, কারণ পতন,
খুলিলে নয়ন, প্রকৃত দেখিবে ॥

২০২

আত্মভাগ চাবে, তাহা তারা পাবে,
হিংসা দ্বেষ যাবে, অজ্ঞান তিমির।
দেশ হবে আল, নিদ্রা ছিল কাল,
ভাঙ্গা ভ্রমজাল, রাজ ইচ্ছা স্থির ॥

২০৩

দেশ বা বিদেশ, রবেনা বিশেষ,
হয়ে একশেষ, শাসন করিবে।
ব্যাথা রবে খালি, সংসার প্রণালি,
সত্য সত্য খালি, সকলে পূজিবে* ॥

২০৪

করম আচার, নির্ম্মল আকার,
প্রণয় অপার, যথা সত্যযুগে।
এইরূপ হলি, কি করিবে কলি?
মানবমণ্ডলি, মরিবে না ভুগে ॥

* "রাজানঃ সত্যসঙ্কল্পাঃ প্রজাপালন তৎপরাঃ,
মাতৃবৎপরযোনিৎস্ব পুত্রবৎ পরসূনুষু ॥"

২০৫

হঠাৎ তথাতে, বিশ্বকর্ম্মা সাতে,
কুবের আশাতে, কথা হয় শেষ।
যাব আমি কবে ? নারদ না রবে,
"প্রভু যাও তবে, হইয়াছে ক্লেশ ॥

২০৬

মঙ্গল উদয়, হয়ে তদাকয়,
দেরি নাহি সয়, আশে বরযাত্রে।
ঘেরিবে গগন, সব গ্রহগণ,
করাও দর্শন, স্থান বরপাত্রে ॥

২০৭

চিন্তাকল্পতরুতলে, করিয়া নিবাস,
ধাইল কুড়াতে প্রাণ, করে বহু আশ।
পায় সে যে সব ফল, সহিত প্রয়াস,
তোলে ভেবে আছে শাস, যাহা অভিলাষ

ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।